উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বঙ্গেও একলা চলার ভাবনা কংগ্রেসের » ৭

জন্মদিনেও প্রতিবাদ
আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের জন্মদিন ছিল রবিবার। তাঁর জন্য সুবিচারের দাবিতে নাগরিক সমাজ এদিন আবার পথে নামে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৭° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন

অবশেষে সেঞ্চুরি পেলেন রোহিত » ১২

শিলিগুড়ি ২৭ মাঘ ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 10 February 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 262

মাদকচক্রের মার

হাসপাতালে দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, পরীক্ষায় সংশয়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বাড়িতে কেন সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে? ‘আপত্তি’ মাদক কারবারিদের। সেই সিসিটিভি লাগানোর ‘অপরাধে’ রবিবার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিবারের ওপর চড়াও হল দুষ্কৃতীরা। বেধড়ক মারা হল দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকেও। পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাপট্টির বাসিন্দা আফরিন আনসারি ও সাইনা আনসারি নামের ওই দুই পরীক্ষার্থী বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি। তাদের স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। রাত পোহালে কীভাবে তারা পরীক্ষা দেবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গোটা ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত মহম্মদ নজরুল আনসারি নামের ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিবার। ২৫ জনের বিরুদ্ধে খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছে তাঁর পরিবার।

সিসিটিভি নিয়ে সমস্যা কোথায়? আসলে ওই এলাকায় মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য। সিসিটিভি লাগালে তো তাদের গতিবিধি সব ক্যামেরাবন্দি হয়ে যাবে। তাই সেই মাদক কারবারিদের লোকজনই হামলা চালিয়েছে, এমনটাই অভিযোগ।

নজরুল উত্তরায়ণ ফাঁড়িতে কর্মরত। জখম আফরিন ও সাইনা তাঁর ভাইঝি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই পরীক্ষার্থীই ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হাইস্কুলের পড়ুয়া। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের অভিযোগ, ‘এলাকায় মাদক কারবারিদের কাজে যাতে কোনও বাধা তৈরি না হয়, সেজন্যই তারা সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোয় বাধা দিয়েছে। আমাদের পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধর করেছে। এমনকি সিসিটিভি বসালে দেখে নেওয়ারও হুমকি দিয়েছে।’

ঘটনার খবর পাওয়ার পরেই নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং। তিনি বলেন, ‘এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। তবে এবারে যা ঘটেছে, তার থেকে খারাপ ঘটনা তো আর হতে পারে না। একজন সিভিক ভলান্টিয়ার নিজের বাড়িতে মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্যে সিসিটিভি লাগাতে পারছেন না।’ আর আফরিন ও সাইনা সম্পর্কে তাঁর আশ্বাস, ‘ওই দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ব্যবস্থা কীভাবে করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।’

পুলিশ কিন্তু মাদকের কথা বলছে না। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলছেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে আমরা যা পেয়েছি, তাতে প্রতিবেশীদের মধ্যে কাবাড়ির জিনিস নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে।’

নজরুল জানিয়েছেন, এদিন সকালে অন্যদিনের মতনই উত্তরায়ণ ফাঁড়িতে ডিউটিতে গিয়েছিলেন। দুপুরের দিকে ফোন আসে, তাঁর বাড়িতে এলাকার মাদক কারবারিরা হামলা করেছে। তিনি বাড়ি এসে দেখেন জিনিসপত্র ভেঙেচুরে পড়ে রয়েছে। বাড়ির মহিলারা জখম হয়েছেন। আফরিন ও সাইনা ছাড়াও সুলতানের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী রুকসানা আনসারিও জখম হয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়ির পাশেই এক মাদক কারবারির বাড়ি। এর আগে সে কয়েকবার ধরাও পড়েছে। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের অভিযোগ, ‘এদিন এলাকার মাদক কারবারিরা বাড়িতে ঢুকে সিসিটিভি লাগানোর কাজে বাধা দেয়। বাড়ির মহিলারা প্রতিবাদ করলে ওরা হুমকি দেয়, কেউ এখানে সিসিটিভি লাগাতে পারবে না। এরপর আমার দুই ভাইঝি ওদের কাণ্ড ভিডিও করতে গিয়েছিল। তখন তারা ওদের ওপর চড়াও হয়।’

চিকিৎসাধীন দুই পরীক্ষার্থী আরফিন ও সাইনা। -সংবাদচিত্র

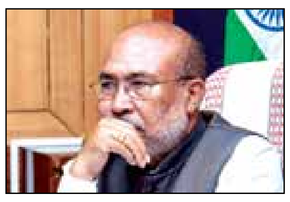

অমিতের চাপে ইস্তফা বীরেনের

ইম্ফল, ৯ ফেব্রুয়ারি : মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে শেষপর্যন্ত ইস্তফা দিলেন এন বীরেন সিং। রবিবার ইম্ফলের রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেন তিনি। বীরেন সিংয়ের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র, রাজ্যে দলের সভাপতি এ শারদা এবং শাসক জোটের ১৪ জন বিধায়ক।

প্রায় দু’বছর ধরে চলা জাতি হিংসায় বিধ্বস্ত মণিপুর। মেইতেই-কুকি সংঘর্ষে ২০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গৃহহীন প্রায় ৬০ হাজার। হিংসা ঠেকাতে ব্যর্থ বীরেন সিংয়ের ইস্তফার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব বিরোধী দলগুলি। সোমবার মণিপুর বিধানসভায় বাজেট পেশ হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, তারপরেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার পরিকল্পনা করেছিল বিরোধী দল কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে বৈঠকে বসেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। দেখা করেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে। তারপর এদিন রাজ্যে ফিরেই চলে যান রাজভবনে।

পদত্যাগপত্রে রাজ্যের উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানালেও মণিপুরে হিংসা নিয়ে নীরব বীরেন সিং। যদিও হিংসা ঠেকাতে ব্যর্থতার জেরেই যে বীরেন সিং ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। ইস্তফাপত্রে তিনি লিখেছেন, ‘মণিপুরবাসীর জন্য কাজ করতে পারা সম্মানের। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁকেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন রাজ্যপাল।’

বীরেন সিংয়ের ইস্তফাকে গুরুত্ব দিতে রাজি হয়নি কংগ্রেস। দলের তরফে জানানো হয়েছে, মণিপুরবাসীর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ বীরেন সিং। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বদলে শান্তি ফিরিয়ে আনা কঠিন। মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘হাওয়া বুঝে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী সবেমাত্র পদত্যাগ করেছেন। ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে যখন মণিপুর অগ্নিগর্ভ হয়, তখন থেকেই কংগ্রেস এই দাবি করে আসছে।’

৩১ ডিসেম্বর মণিপুরে চলতে থাকা হিংসা নিয়ে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন বীরেন সিং। তিনি বলেছিলেন, ‘গোটা বছরটা খুব খারাপ কাটল। এখানে যা ঘটছে তার জন্য মণিপুরবাসীর কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার বিশ্বাস ২০২৫-এ রাজ্যে শান্তি ফিরে আসবে।’ পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধানসভার স্পিকার সত্যব্রত সিং এবং রাজ্যের পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী খেমচাঁদ সিংয়ের নাম নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

আজ শুরু মাধ্যমিক

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা
মোট পরীক্ষার্থী : ১৩,৬৯০
পরীক্ষার্থী বাড়ল : ৬৫৩
ছাত্র : ৫,৬১৬
ছাত্রী : ৮,০৭৪
স্পর্শকাতর ভেনু : ৪টি

জলপাইগুড়ি জেলা
মোট পরীক্ষার্থী : ২৬,৯০২
পরীক্ষার্থী বাড়ল : ৪,৫৫৯
ছাত্র : ১১,০৯৬
ছাত্রী : ১৫,৮০৬
স্পর্শকাতর ভেনু : ১৪

আলিপুরদুয়ার জেলা
মোট পরীক্ষার্থী : ১৮,০৬৫
কত বাড়ল : ২,০০০
ছাত্র : ৭,৭৯০
ছাত্রী : ১০,২৭৫
স্পর্শকাতর ভেনু : জানা যায়নি

কোচবিহার জেলা
মোট পরীক্ষার্থী : ৩৬,০৪৩
পরীক্ষার্থী বাড়ল : ৪,০০০
ছাত্র : ১৫,৭৫৩
ছাত্রী : ২০,২৯০
স্পর্শকাতর ভেনু : নেই

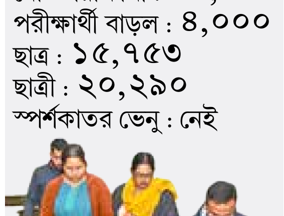

আবাসনে সেক্স র‌্যাকেট

হিলকার্ট রোডের ধারে এই সরকারি আবাসনেই অপকর্মের অভিযোগ।

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : আবাসন দপ্তরের হাউজিং কমপ্লেক্সের জায়গা দখল করে ব্যবসা চলছে। কমপ্লেক্সের অব্যবহৃত ঘরগুলিতে রাতের অন্ধকারে চলছে মাদকের কারবার ও সেক্স র‌্যাকেট। ৫০ বছরেরও পুরোনো এইসব জরাজীর্ণ আবাসনের এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো আতঙ্কিত সেখানকার ব্যবসায়ীরা। বহুবার বিষয়টি আবাসন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে আবাসন কর্তৃপক্ষের দাবি, যতবারই জায়গা দখলমুক্ত করতে যাওয়া হয়েছে, ততবারই বাধার মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। বিষয়টি পুলিশকে বহুবার জানানো হলেও সাড়া মেলেনি।

হিলকার্ট রোডের ১ নম্বর মহানন্দা সেতু পেরিয়ে জংশন মোড় পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তার ডানদিকে সারি দিয়ে রয়েছে আবাসন দপ্তরের বেশ কয়েকটি কমপ্লেক্স। যে বিল্ডিংগুলিতে যেমন বেনফিশ, ট্যুরিজম ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অফিস রয়েছে, তেমনই একাধিক রেজিস্ট্রি করা দোকানও রয়েছে। অভিযোগ, হাউজিং কমপ্লেক্সের জায়গা দখল করে রয়েছে একাধিক দোকানদার। তারা দালালের থেকে ১৫-১৬ লক্ষ টাকা দিয়ে ওই জায়গা কিনেছে। আবাসন দপ্তরের তরফে যতবারই তাদের সরানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ততবারই বাধার মুখে পড়তে হয়েছে।

স্থানীয় কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর অভিযোগ, ‘সরকারি জায়গা দখল করে সেই জায়গা ১৫-১৬ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় এখন দোকান তৈরি হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

বিলাসবহুল বাস চলছে বৈধ পারমিট ছাড়াই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : কোনও বাসের রুট পারমিট হয়তো বহরমপুর-কলকাতার, কোনও বাসের রুট হওয়ার কথা জলপাইগুড়ি-কলকাতা ভায়া ঘোষপুকুর বাইপাস, তো কোনও বাসের রুট রয়েছে মালদা-কলকাতা। অথচ প্রতিটি বাসই ছাড়ছে শিলিগুড়ি থেকে। নির্দিষ্ট রুটের বাইরে চলাচলকারী এইসব বিলাসবহুল বাস কোনও দুর্ঘটনায় পড়লে একজন যাত্রীও বিমার সুবিধা পাবেন না।

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা রুটে বর্তমানে প্রচুর বেসরকারি ভলভো ও বাতানুকূল বাস চলছে। একেকটি বাসে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেমন নানা ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি সেই বাসগুলির যাতায়াতের ভাড়াও বিমানভাড়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো। পর্যটনের মরশুমে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া গুনতে হয়। অথচ বেশিরভাগ বাসেরই প্রয়োজনীয় রুট পারমিট নেই।

প্রশাসন চুপ
- শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে প্রতিদিন প্রায় ৪০টি বিলাসবহুল বাস চলে
- বিহার রুটে এই বাস চলে আরও ৩৫টির মতো
- কলকাতা বা বিহারগামী কোনও বাসেরই শিলিগুড়ি থেকে পারমিট নেই
- কারও পারমিট আছে জয়গাঁ, আলিপুরদুয়ার বা জলপাইগুড়ির

শিলিগুড়ি থেকে একাধিক জেলার মাটি ছুঁয়ে বাসগুলি কলকাতা যাচ্ছে। অথচ এই বাসগুলির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না কেন? স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির উত্তরবঙ্গ অফিসের ইনচার্জ মিল্টন দাস বলছেন, ‘এই গাড়িগুলিকে কলকাতা এসটিএ থেকে পারমিট দেওয়া হয়েছে। একটি বাসেরও এখানকার পারমিট নেই। আমাদের এনফোর্সমেন্ট টিম নিয়মিত এসবের বিরুদ্ধে অভিযান করে। বেআইনি কিছু পাওয়া গেলে জরিমানা সহ সমস্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’ পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা রুটে প্রতিদিন প্রায় ৪০টি বাস চলে। বিহার রুটে চলে আরও ৩৫টির মতো বাস। প্রতিটি বাসই জংশন, মাল্লাগুড়ির বিভিন্ন স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে।

এরপর দশের পাতায়

মুজিবুর রহমানের ভাঙা বাড়িতে ‘আয়নাঘর’-এর খোঁজে তল্লাশি চললেও শেষপর্যন্ত তার কোনও সন্ধান মেলেনি।

তিস্তার ভাগ নিয়ে চড়া সুর ঢাকার

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতকে ক্রমাগত রক্তচক্ষু দেখিয়েই চলেছে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশ। ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লাগাতার বিবৃতি প্রদান করা নিয়ে আগেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ঢাকা। তার জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করে কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। এবার মৌলবাদী ছাত্র-জনতার হাতে ধানমন্ডি ৩২-এ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাসভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া নিয়ে ভারতের বিবৃতিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ইউনূসের সরকার। রবিবার নয়াদিল্লির আচরণকে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনভিপ্রেত বলে আখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক। ভারতের নাম না করে মন্ত্রকের মুখপাত্র রফিকুল আলম সাফ বলেছেন, ‘অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাংলাদেশ বিবৃতি দেয় না। অন্য দেশের থেকেও একই প্রত্যাশা করি আমরা।’ শুধু মুজিবের বাড়ি ভাঙা নিয়েই নয়, তিস্তার জলবণ্টন নিয়েও ভারতকে নিশানা করেছে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। রবিবার স্থানীয় সরকার ও যুব এবং ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভুঁইয়া বলেন, আগের সরকার ভারতের সঙ্গে নতজানু হয়ে কেবল ছবি তুলেছে। কিন্তু তিস্তা নিয়ে কোনও কথা বলেনি। আমরা তিস্তার ন্যায্য ভাগ দেওয়ার জন্য ভারতকে বাধ্য করব।’ জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘ভারত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে। তিস্তার জল নিয়ে ভারত যে টালবাহানা করেছে দরকার হলে আন্তর্জাতিক স্তরে বিচারের সম্মুখীন হয়ে ন্যায্য পাওনা চাইব।’

বুধবার রাতে মুজিবের বাড়ির বিশাল অংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। ওই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক

ভারতের বিবৃতিতে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ

বলে আখ্যা দিয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। তা নিয়ে রফিকুলকে প্রশ্ন করা হলে রফিকুল বলেন, ‘নয়াদিল্লির বিবৃতি আমাদের নজরে এসেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের এই মন্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনভিপ্রেত। প্রতিবেশী দেশে আমরাও বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দেখেছি। কিন্তু অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ কোনও বিষয়ে বাংলাদেশ বিবৃতি দেয় না।’ ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছিলেন, ‘বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের বাড়িটি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের বীরোচিত প্রতিরোধের ঐতিহ্য বহন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের গুরুত্ব যাঁরা

এরপর দশের পাতায়

তরুণীর নাকে কামড় তরুণীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : কথায় আছে অন্যের ঝামেলায় নাক গলাতে নেই। আর নাক গলালে কী হয় তা শহরের এক তরুণী হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর বয়ফ্রেন্ডের ঝামেলা হচ্ছিল দেখে তা মেটাতে ওই তরুণী এগিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাস, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝামেলা ভুলে সহকর্মীর রাগ ওই তরুণীর ওপরই গিয়ে পড়ে। তিনি ওই তরুণীর নাক কামড়ে দেন। নাকে কামড় খেয়ে সেই তরুণী প্রথমে দারুণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও তিনিও ছাড়ার পাত্র নন। বদলা দিতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তিনি মহিলা সহকর্মীর বাড়িতে চড়াও হন। শেষমেশ পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার রাতের ঘটনা। রবিবারও তার রেশ ছিল। দুই তরুণীই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থানায় হাজির হন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনায় কোনওপক্ষের তরফেই পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে ঘটনার জেরে ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্মীরা অবাক।

পাবে কাণ্ড বটে!
- একটি পাবে দুই তরুণী কাজ করেন, গলায় গলায় বন্ধুত্ব
- শনিবার রাতে বয়ফ্রেন্ড সহ এক তরুণীর ব্যাপক গণ্ডগোল
- সাহায্যে এগিয়ে আসা এক তরুণীকে আরেকজন কামড়ে দেন
- বদলা নিতে ওই তরুণী বন্ধুদের নিয়ে অন্য তরুণীর বাড়িতে চড়াও হন

পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের সেবক রোডের একটি পাবে ঘটনাটি ঘটে। ওই দুই তরুণী সেই পাবেই কাজ করেন। দুজনের মধ্যেই গলায় গলায় বন্ধুত্ব। শনিবার রাতের ঘটনার পর অবশ্য সেই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় ইতি।

এরপর দশের পাতায়

প্রেমের টানে পেলের দেশে সজল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ ফেব্রুয়ারি : ‘সাত সমুন্দর পার ম্যায় তেরে পিছে পিছে আ গয়ি’। ১৯৯১ সালে মুক্তি পাওয়া হিন্দি সিনেমা বিশ্বাত্মা সিনেমার এই গান তিন দশক পার করেও সমান জনপ্রিয়। ভালোবাসার এমন টানের জলজ্যান্ত উদাহরণ যেন আলিপুরদুয়ারের তরুণ সজল রায়। ভালোবাসার টানেই যেন সাতসমুদ্র পার করে প্রায় ১৬ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ব্রাজিল পাড়ি দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকন্যারপাটের মতো প্রত্যন্ত গ্রামের এই তরুণ। তবে সেই টানের জোর আছে বটে। যাঁর টানে এতটা পথ পাড়ি, সেই ব্রাজিলিয়ান তরুণী লুডমিলা ব্রিটো এখন সজলের স্ত্রী। গত ৭ বছর ধরে ব্রাজিলেই সংসার পেতেছেন সজল-লুডমিলা। স্রেফ ভালোবাসার টানে এতদূর? হাসতে হাসতে সজল বলছেন, ‘ভালোবাসার মধ্যে বিশ্বাসটা বড় বিষয়। বিশ্বাসে মেলায় বস্তু...’

সজলের এই সাহস করে ব্রাজিলে পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী লুডমিলার ভূমিকাও কিন্তু কম নয়। হয়তো কিছুটা বেশিই। প্রথম পদক্ষেপটা করেছিলেন লুডমিলাই। ব্রাজিল থেকে আলিপুরদুয়ারে পা রেখেছিলেন। তারপর লুডমিলার হাত ধরে পেলের দেশে পাড়ি দেন সজল।

ভালোবাসার গল্প

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের এমনই এক অন্য কাহিনী

স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে তপসিখাতার সজল রায়।

এই ‘আন্তর্জাতিক’ প্রেমের সূত্রপাত ২০১৪ সালে। ফেসবুকে দুজনের পরিচয় হয়। এরপর কথা বাড়ে। বন্ধুত্বের জল গড়ায় প্রেমের সম্পর্কের দিকে। সজলের ভালোবাসার টানে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ব্রাজিল থেকে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন লুডমিলা। এই ঘটনা তখনকার দিনে সেই প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পাড়ার ছেলের বিদেশি প্রেমিকাকে দেখতে রীতিমতো ভিড় জমে গিয়েছিল। লোকজনের ভিড়ে তো মেলা বসে যাওয়ার জোগাড়। তারপর হিন্দু মতে বিয়ে হয় দুজনের। দেড় বছর দুজন আলিপুরদুয়ারেই থাকেন। তারপর ব্রাজিলে পাড়ি দেন।

এখন সেদেশের কানা ডোস কার্জাস শহরে থাকেন সজল ও লুডমিলা। তাদের একটি কন্যাসন্তানও হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

বিডিআরের মাইলফলক এবার মিউজিয়ামে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দোমোহনি থেকে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের একাধিক স্মৃতিফলক আগেই কোচবিহারের মিউজিয়ামে রাখার জন্য নিয়ে গিয়েছে রেল। এবার রেলের মিউজিয়ামে ঠাঁই পেতে পারে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের (বিডিআর) দুটি লোহার মাইলফলক। লোহার মাইলফলক দুটির বয়স প্রায় ১৩২ বছর। ফলক দুটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের হেপাজতে রাখা রয়েছে।

সম্প্রতি মালবাজারের তেশিমলায় এক গৃহস্থের বাড়ি নির্মাণের সময় খননকাজ চালাতে গিয়ে ফলক দুটি খুঁজে পান জমির মালিক। তিনি আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মালবাজার রেল বিভাগকে সেগুলো হস্তান্তর করেন। রেলের তরফে এরপর ফলক দুটিকে বিডিআরের সময়কালের বলেই দাবি করা হয়। ফোনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বললেন, 'তেশিমলার এক বাসিন্দা জমি খুঁড়তে গিয়ে ফলক দুটি পান। জমির মালিক সেগুলো হস্তান্তর করলে আপাতত সুরক্ষিত জায়গায় রাখা হয়েছে। এরপর মিউজিয়ামে রাখা হবে। রেলের ইতিহাসে হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েই গিয়েছে ১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো ফলক দুটি।' অন্যত্র এই ধরনের আরও কিছু পাওয়া যায় কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে, ১৮৯১ সালে বিডিআর স্থাপিত হয়। কিন্তু দোমোহনিতে বিডিআরের সদর কার্যালয় বানিয়ে মিটার গেজ লাইনে রেল পরিষেবা চালু হয় তারও দু'বছর পর থেকে। বর্তমান বাংলাদেশের লালমণিরহাট পর্যন্ত এই রেলপথ সম্প্রসারিত ছিল। ময়নাগুড়ির বার্নেস ঘাট, দোমোহনি, লাটাগুড়ি, রামশাই, চালসা, ডামডিম, মালবাজার, মেটেলি, মাদারিহাট, দলগাঁও, চ্যাংমারি, বাগ্রাকোট, ওদলাবাড়ি থেকে পশ্চিম ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকাতেও এই রেল পরিষেবা চালু ছিল। মালবাজারের এক রেলকর্মী জানালেন, উদ্ধার হওয়া ফলকগুলির একটির ওপরে ইংরেজি 'বি' এবং অপরটিতে 'ডি' অক্ষর খোদাই রয়েছে। একটিতে '৭১৪' নম্বরও লেখা আছে। সেখান থেকে ফলক দুটিকে মাইলফলক বলে ধারণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'ফলক দুটিকে ঠিকভাবে সংরক্ষিত করে রাখতে হবে। এতে ওই ফলক দুটির ইতিহাস নিয়ে সকলের ধারণা জন্মায়।' প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মাও একই কথা বললেন। তিনি অবিলম্বে ফলক দুটিকে হেরিটেজ তকমা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

মালবাজারের তেশিমলা থেকে উদ্ধার বিডিআরের প্রাচীন মাইলফলক

ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার

- তেশিমলায় এক বাসিন্দা জমি খুঁড়তে গিয়ে কয়েকদিন আগে লোহার ফলক দুটি উদ্ধার করেন
- ফলক দুটি বিডিআরের সময়কালের বলে অনুমান করা হচ্ছে
- একটি ফলকের ওপরে ইংরেজিতে 'বি' এবং আরেকটির ওপরে 'ডি' অক্ষর খোদাই রয়েছে

বেঙ্গালুরুতে ভারতসেরা রায়গঞ্জের ছেলের ব্যান্ড

গিটার কাঁধে জার্মানিতে অভিনব

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : নিজের শহরে যখন আরও কয়েকজনের পরিচিতের সঙ্গে মিলে প্রথম মেটাল ব্যান্ড খুলেছিলেন, তখন প্রথম অনুষ্ঠানে মঞ্চ থেকে প্রায় সত্তর শতাংশ ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহ বেশ কষ্ট দিয়েছিল তাঁকে। এছাড়া দীর্ঘদিন সকলকে বোঝাতে হচ্ছিল রক এবং মেটাল মানে কী। এসব যে পাথর আর ধাতুর বাইরেও অন্য কিছু হতে পারে, সেকথা বোঝাতেও জেরবার হতে হয়। কিন্তু তার পরেও নিজের এবং নিজের শিল্পের ওপর বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরেনি।

অন্য সহপাঠীরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেসময় রায়গঞ্জের কলেজপাড়ার বাসিন্দা অভিনব সিনহা শুধু নিজের সাধনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেই দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই এবার তাঁকে সুযোগ এনে দিল জার্মানিতে গিটার বাজানোর।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে 'ওয়াকেন মেটাল ব্যাটেল' প্রতিযোগিতায় দেশের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করে অগাস্টে জার্মানিতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পেয়েছে কলকাতার ব্যান্ড 'পঞ্চভূতা'। সেই ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য অভিনব।

কলকাতা থেকে ফোনে অভিনবর মন্তব্য, 'ওখানে ভারতের পাশাপাশি নেপাল থেকেও বেশ কিছু ব্যান্ড অংশগ্রহণ করেছিল। আমরা নিজেদের মিউজিকের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে মিশিয়ে একটা অন্য ধরনের কিছু সকলকে শোনানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একেবারে প্রথম হয়ে যাব, এটা কখনোই ভাবতে পারিনি।'

ছোট থেকে কার্যত গানের পরিবেশেই বড় হয়ে ওঠা। বাবা সরোজ সিনহা শহরের অন্যতম গুণী শিল্পীদের মধ্যে একজন। প্রথমে বাবার কাছে গান শেখা শুরু করলেও অচিরেই ভালোবেসে ফেলেন গিটারকে। এরপর রায়গঞ্জেরই স্বপন পালের কাছে গিটার শেখা শুরু। এরপরের গল্পটা শুধুই সাফল্যের। স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগেই শহরের অন্যতম বড় গিটারিস্ট হন তিনি। শিলিগুড়ি গিয়ে গিটার শিক্ষা চলে দীর্ঘদিন।

সবকিছু যখন ঠিকঠাক চলছে, হঠাৎই মনে হল নিজেকে আরও পরীক্ষা করা দরকার। ব্যাস, সব ছেড়েছুড়ে কলকাতা পাড়ি দিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক অভিনব। সেখানে এক বেসরকারি স্কুলে গিটার শেখানোর পাশাপাশি চলতে লাগল বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে প্রমাণ করা। এরপর হঠাৎই পঞ্চভূতা'য় সুযোগ আর সেখান থেকে এবার জার্মানি পাড়ি।

বাবা সরোজ, মা প্রতিভা এবং দাদা সপ্রতিভ সবসময় অভিনবকে সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে আজ খুশি ওঁরাও। অভিনব বর্তমানে কলকাতায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। দ্রুত রায়গঞ্জে ফিরবেন। সেই অপেক্ষাতেই রয়েছেন তাঁর বাড়ির সকলে।

নিজের ব্যান্ড পঞ্চভূতা'র অনুষ্ঠানে গিটার বাজাচ্ছেন রায়গঞ্জের অভিনব সিনহা। (ডানদিকে)

> বেঙ্গালুরুতে ওয়াকেন মেটাল ব্যাটেল প্রতিযোগিতায় ভারতের পাশাপাশি নেপাল থেকেও বেশ কয়েকটি ব্যান্ড অংশ নেয়। আমরা নিজেদের মিউজিকের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে মিশিয়ে একটা অন্য ধরনের কিছু সকলকে শোনানোর চেষ্টা করেছিলাম। প্রথম হব ভাবতে পারিনি।
>
> -অভিনব সিনহা

অভিযুক্তকে বাঁচাতে মরিয়া 'মা'

জামাইবাবুর হাতে ধর্ষিতা নাবালিকা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : ঘরে জায়গা নেই। নাবালিকা শ্যালিকাকে রাখা হত গোয়ালে। তাকে খাবারের সঙ্গে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে বেহুঁশ করে ওই গোয়ালেই রাতের পর রাত চলত ধর্ষণ। এমন অমানবিক কাণ্ড ধরে ফেলার পরেও ওই নাবালিকার মা কোনও আইনি পদক্ষেপ না নিয়ে, মেয়েকে জামাইবাড়ি থেকে তাঁর নিজের বাড়িতে এনে এতদিন চুপ করে ছিলেন।

অবশেষে ওই নাবালিকা আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় সন্দেহ হয় এলাকার বাসিন্দাদের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বছর তেরোর অন্তঃসত্ত্বাকে উদ্ধার করতেই, অমানবিক ঘটনার খবর জানতে পারল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদের কথায়, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। তাকে চাইল্ড কমিটির হেপাজতে দেওয়া হচ্ছে। শুরু হয়েছে পুরো ঘটনার তদন্ত।'

ওই নাবালিকা আপাতত শারীরিকভাবে অসুস্থ রয়েছে। শনিবার রাতে বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া পঞ্চায়েত এলাকার একটি গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষর পিএলভি, চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট ও বালুরঘাট থানার পুলিশ মিলে ওই অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা ও তাঁর মাকে থানায় নিয়ে আসে। বালুরঘাট হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসা করিয়ে, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হেপাজতে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে জামাইয়ের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই নাবালিকার মা।

> ওই মেয়েটার সর্বনাশের জন্য তার মা দায়ী। সে ইচ্ছে করে এই বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছে এবং জামাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেছে। ওই নাবালিকার মায়েরও শাস্তি হওয়া উচিত।
>
> প্রতিবেশী

প্রতিবেশী এক গৃহবধূর বক্তব্য, 'ওই বাচ্চা মেয়েটার এই সর্বনাশের জন্য তার মা দায়ী। সে ইচ্ছে করে এই বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছে এবং জামাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেছে। ওই নাবালিকার মায়েরও শাস্তি হওয়া উচিত।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি স্কুলে ক্লাস এইটে পড়াশোনা করত। তার বাবা-মা নেই। তাই ৫০ বছর বয়সি গৃহবধূর কাছে থাকত ওই নাবালিকা। সেই মা স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানে আয়ার কাজ নেওয়ায়, প্রায় বছর দেড়েক আগে তাঁকে হরিয়ানায় বড় মেয়ের কাছে পাঠায়। সেখান থেকে গত জুলাই মাসে ওই নাবালিকাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়।

মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে সেটা চেপে যান ওই নাবালিকার মা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহ হচ্ছিল। অবশেষে শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা জোর করে ওই নাবালিকার বিভিন্ন চিকিৎসার রিপোর্ট খতিয়ে দেখে। তখনই পরিষ্কার হয়, সে ৩৪ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। এমনকি তার চিকিৎসা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলছে। এরপরেই ওই নাবালিকার মা এলাকাবাসীর চাপে পড়ে বালুরঘাট থানায় তার জামাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রিয়াংকা থাপা

নেপালের মঞ্চে মালবাজারের প্রিয়াংকা

মালবাজার, ৯ ফেব্রুয়ারি : মাল শহরের নাম এবার ভয়েস অফ নেপালের মঞ্চে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রিয়াংকা থাপা নেপালের সবথেকে বড় সংগীত রিয়েলিটি শোয়ের প্রথম রাউন্ডে জয়ী হয়েছেন। আগামী সপ্তাহে ওই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ড। প্রিয়াংকার কথায়, 'একজন সফল সংগীতশিল্পী হতে চাই। এই গানকে নিয়ে সারাজীবন থাকব।'

প্রথম জীবনে নাচ শিখলেও গানই হয়ে ওঠে তাঁর ভালোবাসা। অনলাইনেই ভয়েস অফ নেপালের মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার আবেদন করেন। তারপর সেখানে ডাক পান।

ছোট থেকেই আর্থিক প্রতিকূলতাকে সঙ্গ নিয়ে তাঁর বেড়ে ওঠা। তাঁর বাবা হেমন্ত থাপা একজন গাড়ির মেকানিক। মা অমৃতা থাপা বাড়ির সামনেই মোমোর দোকান চালান। প্রিয়াংকা জানালেন, লড়াই এখনও অনেক বাকি। পরিবারের পাশে দাড়ানো তাঁর অন্যতম ইচ্ছে। প্রিয়াংকার মায়ের বক্তব্য, 'আমাদের লড়াইয়ের পাশে থেকেছেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও সুপারভাইজার। তাঁরা সকলেই মেয়ের সাফল্যে খুশি।'

শহরের চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির কথায়, 'প্রিয়াংকা অনেক দূর এগিয়ে যাক। ও আমাদের শহরের গর্ব।'

অ্যাফিডেভিট

On 28/01/2025 from the LD. Judicial Magistrate, 1st Class 4th Court at Siliguri vide Affidavit No. 335 changed my name from Tinku Sharma to Rohan Sharma. (C114478)

আমি মিনা চ্যাটার্জি, স্বামী (মৃত) গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী হলেও জমির খতিয়ানে নাম প্রাণ কুমার চ্যাটার্জী রয়েছে। গত 06-02-25 তারিখে জলপাইগুড়ি JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে প্রাণকুমার চ্যাটার্জী ও গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। পুত্র গৌতম চ্যাটার্জী ও মেয়ে মধুমিতা মুখার্জি। ধূপগুড়ি, জল। (N/M)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-। থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ ঃ 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/114833)

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
Notice Inviting BID No. 21 of 2024-25 of Siliguri Mahakuma Parishad (2nd Call) Sealed bids for lease/rent of '01 Stall situated at ground floor of Naxalbari Market Complex, Panighata More, Naxalbari' are hereby invited by the Siliguri Mahakuma Parishad from the intending bonafide bidders.
Start date of submission of bid- 10.02.2025.
Last date of submission of bid- 19.02.2025.
All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely- www.smp.org.in for further details.
Sd/- DE
SMP

দলাই লামার দাদা প্রয়াত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত হলেন দলাই লামার দাদা গ্যালব থনডুপ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। শনিবার কালিম্পংয়ে নিজের বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯২৮ সালে তিব্বতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিব্বত, চিন ও ভারতের সম্পর্ক এবং ইতিহাস নিয়ে গ্যালব বিস্তর কাজ করেছিলেন। কিন্তু তিব্বতে চিনের আগ্রাসনের কারণে ১৯৫২ সালে তিনি পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে আসেন। তিব্বতের ওপর চিনের কর্তৃত্ব কায়েম করার বিষয়টি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি তিনি। নিজের কথাবার্তায়, লেখনীর মাধ্যমে তাই সবসময় এর বিরোধিতাই করেছেন। কালিম্পংয়ে তাঁর পরিচিতি ছিল। দাদার মৃত্যুতে দলাই লামা শোক প্রকাশ করেছেন।

আজ টিভিতে

শোলক সারি সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মান মর্যাদা, ১০.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ প্রেমী, সন্ধে ৭.৩০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.৩০ শিকারি, ১.০০ মায়ের রাজা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.১৫ পাওয়ার, সন্ধে ৭.২০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.০৫ বরবাদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অর্পিতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আবিষ্কার

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০২ শূরবীর, ২.৪১ আচার্য, বিকেল ৫.২৩ রাউডি নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ গোট, রাত ১১.২৫ ডেয়ারিংবাজ-থ্রি

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০০ ফুকরে-থ্রি, দুপুর ১.৫৩ সত্যপ্রেম কি কথা, বিকেল ৪.৪১ হিম্মতওয়ালা, সন্ধে ৭.৩০ অখণ্ড, রাত ১০.৩৫ গুমনাম

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৪৫ আজহার, দুপুর ২.১৫ জীতা, বিকেল ৪.৪৫ অব তক ছপ্পন-টু, সন্ধে ৭.০০ সুরমা, রাত ৯.৩০ ম্যায় হুঁ লাকি দ্য রেসার

রমেডি নাউ : দুপুর ১.৪৯ দ্য প্রপোজাল, বিকেল ৩.৩৪ গারফিল্ড, ৪.৫২ দ্য স্টার্ভিং গেমস, সন্ধে ৬.০৭ গোল্ড রাশ, রাত ৯.০০ বিগ মমাস হাউস-টু, ১০.৩৮ স্ট্রিট ডান্স-টু

এমএনএক্স : দুপুর ২.২৫ দ্য গডস মাস্ট বি ক্রেজি, বিকেল ৪.১০ নন স্টপ, সন্ধে ৬.০০ কুং ফু যোগা, সন্ধে ৭.৪০ হট টাব টাইম মেশিন, রাত ১০.২৫ ফোর্স এগজিকিউশন

পাওয়ার বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

রিও সন্ধে ৭.১১ মুভিজ নাউ

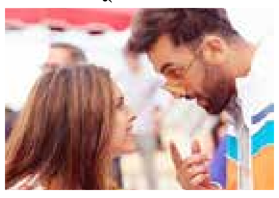

তমাশা রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আফ্রিকাজ ট্রি অফ লাইফ সন্ধে ৬.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি এইচডি

রাভা বনবস্তি থেকে মাধ্যমিকে ৬

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : শালকুমারহাটের রাভা বনবস্তি থেকে এবারই প্রথম ৬ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। এর আগে কোনওবার দুজন, কোনও বছর তিন-চারজন করে এই বস্তি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। সেই হিসেবে এবারই সর্বোচ্চ সংখ্যক পড়ুয়া মাধ্যমিক দিচ্ছে। তাদের মধ্যে আবার চারজনই ছাত্রী। এই ৬ জনের মধ্যে কারও বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, কারও বাবা কৃষিকাজের শ্রমিক। তবে একেবারেই বনবস্তি এলাকা থেকে পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিতে আসবে সোমবার। তাই জলদাপাড়া বন দপ্তরের তরফে কড়া নজরদারিও থাকবে। যাতে পড়ুয়াদের যাতায়াতের পথে কোনও বিপদ না ঘটে।

জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জের শালকুমারহাট বিটের অন্তর্গত রাভা বনবস্তিতে মোট ৮৪টি পরিবারের বসবাস। লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০। চারদিকে জঙ্গল ঘেরা এই বস্তি। বস্তিতে প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। কিন্তু কোনও হাইস্কুল নেই। এখানকার পড়ুয়াদের হয় শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে পড়তে হয়, তা না হলে ভর্তি হতে হয় শালকুমারহাট হাইস্কুলে। এবার যে ৬ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তারা সবাই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া। ৬ জনের মধ্যে চারজনই ছাত্রী। তারা হল শারিকা রাভা, রিয়া রাভা, প্রিয়া রাভা ও রাধিকা রাভা। আর বাকি দুজন হল সুমিত রাভা ও সুরজ রাভা। সবার পরীক্ষার ভেনু যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুল। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়ের কথায়, 'আমাদের স্কুলের পরীক্ষার্থীদের ভেনু যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুলে। রাভাবস্তি থেকে এবার ৬ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। সবার পরীক্ষা ভালো হোক, এটাই কামনা করি।'

আসলে রাভাবস্তিতে শিক্ষার পরিস্থিতি বিশেষ ভালো নয়। এখনও এই বস্তির কেউ স্নাতক উত্তীর্ণ হয়নি। এর আগে কয়েকজন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। কারণ, এখানে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট অভাব। ছেলেরা পড়া ছেড়ে পেটের তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। আর মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। তবে এমন পরিস্থিতিতেও এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এটাই আশার আলো দেখাচ্ছে।

পরীক্ষার্থী রিয়া রাভার বাবা মন্টু রাভা বলেন, 'বস্তি থেকে এবারই প্রথম এতজন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। আমার মেয়েও পরীক্ষায় বসবে। আশাকরি এদের মধ্যে কেউ না কেউ কলেজে ভর্তি হবে।' সুরজ রাভার বাবা দীপক রাভা পরিযায়ী শ্রমিক। ছেলের পরীক্ষার জন্য বাড়ি ফিরেছেন। দীপকের কথায়, 'আমি নিজে তো বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারিনি। ছেলেকে কলেজ পর্যন্ত পড়ানোর ইচ্ছে তো আছে। দেখা যাক কী হয়।' প্রিয়া রাভার বাবা আতেব রাভারও একই বক্তব্য। আতেবও পরিযায়ী শ্রমিক। সন্তানের পরীক্ষা বলে এক সপ্তাহ আগে বাড়ি ফিরেছেন।

এদিকে পরীক্ষার আগের দিন ৬ জনই নিজ নিজ বাড়িতে শেষ মুহূর্তের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। প্রস্তুতি ভালোই হয়েছে। এখন পরীক্ষা যাতে ভালো হয় সেই প্রার্থনা করা হচ্ছে বলে সুমিত, প্রিয়া, রিয়ারা জানিয়েছে। জলদাপাড়া দক্ষিণের এক বনকর্তা বলেন, 'বনবস্তির পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের রাস্তায় বন দপ্তরের নজরদারি চলবে। কারও যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেটা দেখা হবে।'

এই রাভা বনবস্তি থেকেই এবার ৬ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গুণীজন সঙ্গে আনন্দ। **বৃষ :** শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে ভোগান্তি। সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে। হৃদরোগীরা সাবধানে থাকুন। **মিথুন :** আকাঙ্ক্ষামতো সাফল্য পাবেন না। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। লৌহ, বস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভ করবেন। **কর্কট :** সামান্য উত্তেজনায় হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বিপদে পড়তে পারেন। বহুজাতিক কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। **সিংহ :** ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলুন। সামান্য আলস্যে হাতছাড়া হতে পারে বড় সুযোগ। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। **কন্যা :** ব্যবসার জন্য দূরে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। **তুলা :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। অধিক লাভের আশায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে যাবেন না। হাঁটু ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। **ধনু :** প্রযুক্তিবিদ ও চিকিৎসকদের বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। রত্ন ব্যবসায়ীরা বেশ লাভবান হবেন। **মকর :** পথে বিতর্কে জড়াবেন না। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রশংসিত হবেন। **কুম্ভ :** দাঁতের সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। অতি আবেগে অপব্যয়। **মীন :** কর্মক্ষেত্রের কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। বহুদিনের পড়ে থাকা কোনও কাজের সুফল পাবেন আজ। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৭ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২১ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, সংবৎ ১৩ মাঘ সুদি, ১১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৫।২৬। সোমবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৭।১৮। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৬।৪০। প্রীতিযোগ দিবা ১১।২৬। কৌলবকরণ দিবা ৭।৪২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।১৮ গতে গরকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১২।৪৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৬।৪০ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৬।৪০ গতে দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ৭।১৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ২।৩৯ গতে ৪।২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৫ গতে ১১।৫২ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ২।৩৯ গতে যাত্রা নাই, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪০ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৭।১৮ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম-সাধভক্ষণ নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ দেবগৃহপ্রবেশ দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৭।১৮ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। গোস্বামিমতে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীব্রত, শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষ্যে ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী মাতাজি গৌরীপুরীদেবীর শুভ আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।২৩ গতে ২।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৮ গতে ৪।৫১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাঙা মাথায় চিরুনি

এ যেন এক অন্য ভালোবাসার গল্প। রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

সমস্যায় আদিবাসী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা

উচ্চগ্রামে মাইক বাজিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজের পড়ুয়াদের উন্নয়নে সরকার যখন নানা উদ্যোগ নিচ্ছে, ঠিক তখনই মাধ্যমিক পরীক্ষার মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার কথা চিন্তা না করে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে চলল সরকারি অনুষ্ঠান। খড়িবাড়ির ফুলবাড়ি চা বাগানে রবিবার দুপুর ১টা থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠান হল রাত পর্যন্ত।

রাজ্য পরিবেশ দপ্তর ও পুলিশের তরফে প্রতিবারের মতো এবারও মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে কোনও ধরনের মাইক বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে চলল সরকারি অনুষ্ঠান। আর যার ফলে সমস্যায় পড়ল আদিবাসী সমাজের অসহায় পড়ুয়ারা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের শিলিগুড়ি শাখার আয়োজনে রবিবার ফুলবাড়ি চা বাগানের মাঠে ছিল আঞ্চলিক পর্যায়ে ৩০তম আদিবাসী ভাষার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, শিলিগুড়ি মহকুমা

এভাবেই মাইক লাগিয়ে অনুষ্ঠান চলছে। রবিবার। -সংবাদচিত্র

পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমারেশমি এক্কা, কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায়, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল প্রমুখ।

তারস্বরে মাইক বাজিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হতেই এলাকার পাঁচজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অনুষ্ঠানস্থলে চলে আসে। যদিও সরকারি আধিকারিকদের মঞ্চে দেখে তারা সেভাবে কিছু প্রতিবাদ করতে পারেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পরীক্ষার্থীর কথায়, 'এভাবে মাইক বাজিয়ে অনুষ্ঠান হওয়ায় আমাদের পড়াশোনায় খুবই অসুবিধা হচ্ছে।'

গ্রামের তরুণী হাসি মুন্ডা বলেন, 'এবছর গ্রামে মোট ৫ জন আদিবাসী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে। শব্দ যন্ত্রণায় পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হলেও কারও মাথাব্যথা নেই।' জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সামনে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস না দেখালেও বিরসা সোলাঙ্কি মুন্ডা নামে এক ব্যক্তির কথায়, 'পরীক্ষার সময় এভাবে সরকারি অনুষ্ঠান করা ঠিক হয়নি।'

পরীক্ষার্থীদের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েও মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বললেন, 'শিলিগুড়ি আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর থেকে অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে। তবে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য মাইকের আওয়াজ কমানো হবে।' এবিষয়ে জানতে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের জেলা প্রকল্প আধিকারিক বীরকুমার রাইকে ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেওয়ায় কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক খড়িবাড়ির বিডিও আশ্বাস দেন, 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মাইক বন্ধ করা হবে। মাইক ছাড়া খালি গলায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হবে।' যদিও রাত পর্যন্ত দেখা যায় তারস্বরে মাইক বাজিয়ে চলছে অনুষ্ঠান। এমন অবস্থায় শব্দ যন্ত্রণার মাঝেই প্রথম দিনের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হল পরীক্ষার্থীদের।

বনবস্তির পরীক্ষার্থীদের জন্য গাড়ি

বাগডোগরা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক। বনবস্তি এলাকার পরীক্ষার্থীদের বনাঞ্চল সংলগ্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হলে ধরতে হবে বনের পথ। সেই ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য ২৪টি গাড়ির ব্যবস্থা করেছে কার্সিয়াং বন বিভাগ। পাশাপাশি সকাল থেকে বনের পথে নজরদারি চালাবেন বনকর্মীরা।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'আমরা রবিবার সকাল থেকে বাগডোগরা, ঘোষপুকুর, পানিঘাটা, টুকুরিয়া, বামনপুকরি রেঞ্জ এলাকায় মাইকিং করে পরীক্ষার্থীদের জানিয়েছি,

সরকারি গাড়িতে যাতায়াতের জন্য বন দপ্তরের মাইকিং।

তারা যেন টোটো, অটো, সাইকেলে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াত না করে।' তাঁর সংযোজন, 'আমরা বিনামূল্যে তাদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেব।'

বাগডোগরা রেঞ্জের সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি, ডহরা ফরেস্ট বস্তি, ত্রিহানা চা বাগান, অর্ড বাগান, পানিঘাটা, বামনপুকরি, শিমুলবাড়ি, নকশালবাড়িতে হাতি সহ বন্যপ্রাণীদের যাতায়াত রয়েছে। এই সব এলাকাগুলি স্পর্শকাতর। পরীক্ষার দিনগুলোতে পড়ুয়ারা যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে, তাই এই উদ্যোগ নিয়েছে বন বিভাগ।

মন্দির থেকে নথি চুরি

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মন্দিরে চুরির অভিযোগ উঠল। শনিবার গভীর রাতে মাইকেল মধুসূদন কলোনিতে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, স্থানীয় রাধাগোবিন্দ মন্দির থেকে চুরি গিয়েছে বেশ কিছু নথি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও হরিনাম সংকীর্তন আয়োজিত হয়েছে মন্দিরের মাঠে। কীর্তনের হিসেবের কাগজ রাখা ছিল রাধাগোবিন্দ মন্দিরে। সেসব চুরি হয়েছে বলে দাবি কীর্তন কমিটির। এদিন দুপুরে কীর্তন কমিটির তরফে কয়েকজন এনজেপি থানায় অভিযোগ করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে অজিত সরকার নামে একজন বলেন, 'কেউ আমাদের জনসমক্ষে হেয় করতেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।' তদন্ত করছে পুলিশ।

চোখ পরীক্ষা

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্বপ্নের উদ্যোগে রবিবার ইসলামপুরের শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামীণ এলাকার মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবির করা হয়। সহযোগিতায় ছিল ইসলামপুর গ্রেটার লায়ন্স ভিশন সেন্টার। কর্মসূচিতে শতাধিক মানুষের চোখ পরীক্ষা করে তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে। কয়েকজনকে বিনামূল্যে চশমাও দেওয়া হয়।

দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : রবিবার রাতে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ায় এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় ছোট চার চাকার গাড়ি নিয়ে নালায় পড়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ওই ব্যক্তি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে আসায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর স্থানীয়রা ছুটে গেলে দেখেন গাড়ির ভেতরে এক তরুণ ও তরুণী মদ্যপ অবস্থায় রয়েছে। এরপর তাঁদের উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে হাজির হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশও। পুলিশ গাড়িটি তোলার ব্যবস্থা করছে।

শহরের নিরাপত্তায় পদক্ষেপ শিলিগুড়িতে পুলিশের

বাড়িভাড়ায় কড়াকড়ি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি নতুন করে আবারও উত্তপ্ত হয়েছে পদ্মাপারের পরিস্থিতি। এই অবস্থায় সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিএসএফ। এমন পরিস্থিতিতে শহর শিলিগুড়ির নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করতে শহর ও শহরতলিতে ঘরভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম আনতে চলেছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়ির মালিকদের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে ভাড়াটিয়ার তথ্য সহ একটি নির্দিষ্ট ফর্ম জমা করতে হবে স্থানীয় থানায়।

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে কমিশনারেট অফিসে একাধিকবার মিটিং হয়েছে। ঘর ভাড়া দেওয়ার আগে বাড়ির মালিককে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে নিজের এলাকায় থাকা থানায় জমা করতে হবে।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, শহর এলাকায় এই নিয়ম মানা হলেও, বস্তি ও শহর লাগোয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে কি মানা সম্ভব এই নিয়ম? ডিসিপির কথায়, 'বেশকিছু বিষয়কে মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। নিয়ম মানতেই

হবে, যদি নিয়মের লঙ্ঘন করে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয় তবে তার দায় বাড়ির মালিকের ওপরই বর্তাবে।' পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, তথ্য ছাড়া ঘরভাড়া দেওয়া হলে বাড়ির মালিকের ওপর নির্দিষ্ট আইনে মামলা রুজু করা হবে। খুব শীঘ্রই এই নিয়মও চালু হতে চলেছে।

বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় বেশকিছু অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। ধাপে ধাপে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক ধরাও পড়েছে। এই বিষয়টি কমিশনারেটের আধিকারিকদের ভাবাতে শুরু করেছে। তাই অবৈধভাবে কেউ যাতে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় লুকিয়ে থাকতে না পারে তার জন্যই পুলিশের এমন উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে আসা অপরাধীদের নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কমিশনারেটের আধিকারিকরা। গত তিন মাসে শিলিগুড়িতে ঘটা অন্তত ১৫টি অপরাধের ঘটনায় বিহার যোগ পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এনিয়ে মাটিগাড়ার বাসিন্দা সনাতন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'এই এলাকায় অনেকেই রয়েছেন যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম নেই। কিন্তু বহালতবিয়তে তাঁরা বসবাস করছেন।' বাঁশবাড়ি, বাড়িভাসা, ঠাকুরনগরে ভোটার সংখ্যার তুলনায় জনসংখ্যা অনেকটাই বেশি। এমনটা বলছেন জনপ্রতিনিধিরাই। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল জনপ্রতিনিধির বক্তব্য, 'সরকারি হিসেবের থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনেক বেশি মানুষ বাস করছে। এতে এলাকার সুরক্ষা নিয়ে সমস্যা হতে পারে।' একই সমস্যা রয়েছে চম্পাসারি, প্রধাননগর, দেবীডাঙ্গা, শালুগাড়ার মতো এলাকাতেও। বিষয়টি নিয়ে এক গোয়েন্দা আধিকারিকের কথায়, 'এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। খুব শীঘ্র ভবানী ভবনে রিপোর্ট জমা করা হবে।'

অনুপ্রবেশ

- ২৩ জানুয়ারি ফুলবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয় বাংলাদেশের নাগরিক আতাউর রহমান
- ৩০ জানুয়ারি ফুলবাড়ি এলাকা থেকে তিনজন বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয়
- বাংলাদেশিদের জাল নথি তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগে জানুয়ারিতেই গ্রেপ্তার হয় গণেশ রায়
- মাসখানেক আগে জলপাইগুড়ি পুলিশের হাতে ছয়জন বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয়

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শান্তি। কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক চক্রবর্তী।

থমকাল টয়ট্রেন

শিলিগুড়ি ৯ ফেব্রুয়ারি : রেললাইনে ছোট চারচাকা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িগামী টয়ট্রেনকে প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল মাঝরাস্তায়। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির অদূরে শালবাড়ি বাজারের কাছে। এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি অভিমুখে আসার সময় ট্রেনটিকে আচমকাই দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। কারণ সেসময় রেললাইনের ওপর একটি ছোট চারচাকা গাড়ি রেখে কোথাও চলে গিয়েছিলেন গাড়ির মালিক। দীর্ঘক্ষণ ট্রেনটি দাঁড়িয়ে থাকলেও হদিস মেলেনি গাড়ির মালিকের। এরপর স্থানীয়রাই গাড়িটিকে ঠেলে লাইন থেকে সরিয়ে দেন। এরপর ফের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয় ট্রেনটি।

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু

দাদাগিরি ট্যাক্স না দেওয়ায় ভাঙা হয়েছিল পাঁচিল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : গত দু'মাস ধরে জমি দখলের অভিযোগের পাশাপাশি দাদাগিরি ট্যাক্স তোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে একাধিকবার সংবাদ শিরোনামে এসেছে মাটিগাড়া থানা এলাকার পাঁচকেলগুড়ি। ঘটনায় একের পর এক অভিযোগও দায়ের হয়েছে। গত ১০ জানুয়ারিতে দাদাগিরি ট্যাক্স তোলার পাশাপাশি বাড়ির সীমানা পাঁচিল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এক জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে। ঘটনায় অভিযোগও দায়ের হয়। এরপর শনিবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পাপ্পু রায়। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় সক্রিয় হওয়া জমি দখলচক্রের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মাসের ১০ তারিখ বিপাশা ছেত্রী নামে এক মহিলা মাটিগাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'এলাকার জমি মাফিয়ারা তাঁর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই দাবি না মানায় গত মাসের ৮ তারিখ মাফিয়ারা এসে তাঁর বাড়ির সীমানা পাঁচিলটি ভেঙে দিয়ে যায়।' ঘটনায় আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন বিপাশা। মাসখানেকের তদন্ত শেষে শেষমেশ ওই আটজনের মধ্যে থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে বাকিদের খোঁজে তদন্ত চলছে।

> আইনবিরোধী কোনও কাজ কেউ করলেই তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **বিশ্বচাঁদ ঠাকুর,** *ডিসিপি (ওয়েস্ট) শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আইনবিরোধী কোনও কাজ কেউ করলেই তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ওই মহিলা জানিয়েছেন, ২০২১ সালে পাঁচকেলগুড়িতে তিনি তিন কাঠা জমি কিনেছিলেন। ২০২২ সালে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করেন। এরপর একাধিকবার তাঁর কাছ থেকে দাদাগিরি ট্যাক্স হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে তাঁর জমি অন্যের নামে রেকর্ড করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ওই এলাকায় এর আগে ডিসেম্বরের শেষদিকে মেখলিগঞ্জের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজের জমি দখলের চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেসময় ওই জজের জমি ছাড়াও আশপাশে থাকা একাধিক জমি মালিকের সীমানা পাঁচিল ভেঙে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল এলাকায়। এমনকি জমির মালিকের অজান্তে জমি বিক্রি করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল।

মেলায় যাওয়ার রাস্তা বেহাল

চোপড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চোপড়ায় শতাব্দীপ্রাচীন দলুয়ামেলা। ইতিমধ্যেই মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মেলায় যাওয়ার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও, সংস্কারের কোনওরকম উদ্যোগ না নেওয়ায় মেলা কমিটি ও স্থানীয়দের মধ্যে আক্ষেপ তৈরি হয়েছে। এমনিতে দলুয়া মন্দির ও শ্মশানে মানুষের নিত্য যাতায়াত রয়েছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান অবশ্য বলছেন, জাতীয় সড়ক থেকে ৫০০ মিটার রাস্তা ইতিমধ্যে পাকা হয়েছে। আর প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার কাজের ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে আবেদন জানানো হয়েছে।

মেলা কমিটির সদস্য সাদ্দিক আখতার জানালেন, মেলার জায়গা ক্রমশ কমতে থাকায় এবার বেশকিছু ব্যবসায়ীকে নদীর চরে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মেলার দু'পাশে রাস্তার সমস্যা রয়েছে। মূল রাস্তার প্রায় এক কিলোমিটার

দলুয়ামেলায় যাওয়ার মূল রাস্তার বেহাল অবস্থা। -সংবাদচিত্র

এখনও বেহাল অবস্থা পড়ে রয়েছে। অন্য আরেকটি রাস্তার ৫০০ মিটার পাকা করার দাবি উঠেছে। অন্যদিকে কুমারটোল সহ প্রায় ৮-১০টি গ্রামের মানুষকে মন্দির ও মেলা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য স্থানীয়রাই নিজেদের উদ্যোগে নদীতে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, পানীয় জল ও অস্থায়ী শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়া ঘাট সংস্কারের পাশাপাশি মেলার লিংক রাস্তায় চলাচলের জন্য একাংশে আপাতত মাটি ফেলে মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। মন্দির কমিটির সদস্য কমলেশচন্দ্র সিংহ বললেন, '১১ তারিখ প্রথম সন্ধ্যায় পুজো অনুষ্ঠিত হবে। এখন থেকেই সাধুদের আগমন শুরু হয়েছে।' তিনি জানালেন, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছে।

শিলিগুড়িতে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ। রবিবার।-সূত্রধর

বিচার চেয়ে ফের পথে নামল বিভিন্ন সংগঠন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৯ ফেব্রুয়ারি : আরজি কর মেডিকেলে নিহত তরুণী চিকিৎসকের জন্মদিনে পথে নেমে আরও একবার তাঁর মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবি জানাল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, এআইডিডব্লিউএ সহ বিভিন্ন সংগঠন।

ঘটনার পর ছ'মাস পেরিয়ে গেলেও নির্যাতিতার ধর্ষণ ও খুনের বিচার এখনও মেলেনি বলে জানান আন্দোলনকারীরা। 'জাস্টিস ফর আরজি কর' এই স্লোগান তুলে রাত দখল হলেও, সঠিক বিচার এখনও মেলেনি বলে আন্দোলনকারীরা দাবি তোলেন। তাছাড়া এই ঘটনায় শুধুমাত্র সঞ্জয় রায় একা জড়িত নয় বলেও স্লোগান তোলা হয়। পাশপাশি ঘটনায় জড়িত বড় বড় মাথাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে বলে দাবি জানানো হয়।

এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে মিছিল করে কোর্ট মোড়ে গান্ধিমূর্তির সামনে এসে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সভা করেন ডিওয়াইএফআইয়ের নেতা-কর্মীরা। এদিন উপস্থিত ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'আরজি কর ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেকগুলি প্রশ্নের সদুত্তর এখনও সিবিআই দিতে পারেনি। এদিকে যে সকল চিকিৎসক এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে।'

এদিকে, এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে শিলিগুড়ি গণচেতনা নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড় মার্কেট কমপ্লেক্স ভবনে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। যেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল 'অভয়ার বিচার ও প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র।'

অন্যদিকে, আরজি করের ঘটনায় জড়িত সকল অপরাধীর শাস্তির দাবিতে মৃত মহিলা চিকিৎসকের জন্মদিনে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসের সামনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল উত্তর দিনাজপুর অভয়া মঞ্চ। এদিনের এই পথসভায় ইসলামপুরের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। নীরবতা পালনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি অভয়ার জন্মদিন উপলক্ষ্যে এদিনের কর্মসূচিতে ৩২টি চারাগাছ বিতরণ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত এই দাবি পূরণ না হচ্ছে ততদিন প্রতিবাদ চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

পাচারের আগে ৫০টি মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : পাচারের আগে দুটি পৃথক অভিযানে ৫০টি মোষ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় দুটি লরির চালককেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিধাননগরে ধৃত মহম্মদ ফরমান উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগর এবং ঘোষপুকুরে ধৃত জাহির খান মোরাদাবাদের বাসিন্দা।

রবিবার দুপুরে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ অভিযান চালিয়ে পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজার কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি লরি আটক করে। সেখান থেকে ২৫টি মোষ উদ্ধার হয়। অন্যদিকে, ঘোষপুকুরে ফাঁড়ির পুলিশ স্থানীয় গান্ধি মোড় এলাকায় জাতীয় সড়ক থেকে অন্য লরিটি আটক করে। সেখান থেকে আরও ২৫টি মোষ উদ্ধার হয়। উভয় ক্ষেত্রেই চালকদের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা মোষগুলি পাচারের জন্য বিহার থেকে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া মোষগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। এদিনই ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

সাইবার অপরাধীদের নতুন ফাঁদে আতঙ্ক

সাইবার ক্রাইম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব করার নতুন ছক শুরু করেছে সাইবার প্রতারকরা। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (ডিএসি) ভুল এসেছে বলে, ডিস্ট্রিবিউটারের নাম করে গ্রাহকদের কাছে ফোন করছে তারা। এমনকি গ্রাহকদের ভয় দেখানো হচ্ছে ডিএসি কোড ভুল হওয়ায় গ্যাসের ভরতুকির টাকা মিলবে না। এমনকি গ্রাহকদের এমনও বলা হচ্ছে, ভরতুকির টাকা পেতে হলে তাঁদের ফোনে নতুন করে যে লিংক দেওয়া হচ্ছে, সেখানে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে। কোনওভাবে কোনও গ্রাহক ভুল করে সেই লিংকে ঢুকলেই কেল্লা ফতে প্রতারকদের। সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সাইবার অপরাধীরা।

গত কয়েকদিনে শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে। টাকা খোয়ানোর পর এক মহিলা শিলিগুড়ি সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। ডিএসির কথা বলে সাইবার অপরাধের ঘটনা ঘটায় গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটাররাও চিন্তায় পড়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের সজাগ থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। রান্নার গ্যাসের বিষয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি সরবরাহ সংস্থার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ছাড়া যাতে গ্রাহকরা অন্য কোনও মেসেজকে বিশ্বাস না করেন সেই বার্তাও দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি, শিবমন্দিরের কদমতলা এলাকার বাসিন্দা মিতু দাস

তালুকদার নামে এক মহিলার কাছে একটি ফোন আসে। প্রতারকরা তাঁকে একটি লিংক পাঠিয়ে বলে সেটাতে ক্লিক করতে। এও বলা হয় লিংকে না ঢুকলে ভরতুকির টাকা মিলবে না। আর সেই লিংকে ক্লিক করতেই দু'দফায় মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সাইবার অপরাধীরা ১৪,৭৮০ টাকা হাতিয়ে নেয়। মিতুর কথায়, 'রান্নার গ্যাস ডেলিভারি হওয়ার পরই ফোনটি আসে। ডেলিভারি কর্মীকে ডিএসি নম্বর দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতারকরা এমনভাবে লিংকে ক্লিক করতে বলল, যে ভরতুকির টাকা পাওয়ার আশায় ফাঁদে পড়ে যাই।'

শিবমন্দিরে গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটারশিপ রয়েছে নবীন চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির। নবীন বললেন, 'ওই মহিলার পাশাপাশি সন্তোষীনগরেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। সমস্ত ডেলিভারি কর্মীকে সজাগ থাকতে বলেছি। গ্যাস ডেলিভারির পর গ্রাহকদের বিষয়টি নিয়ে সচেতন করতে বলেছি। গ্রাহকরা গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়ার পর অন্য কাউকে ওটিপি যাতে না দেন বা কোনও লিংক যাতে শেয়ার না করেন, সেটি ডেলিভারি কর্মীদের বলতে বলা হয়েছে।'

বিষয়টি নিয়ে নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক সরকারের বক্তব্য, 'ডিএসি নম্বর কেবলমাত্র ডেলিভারি কর্মীদের দেওয়া উচিত। অন্য কোনও নম্বর থেকে আসা লিংকে ক্লিক বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) কাউকে যেন না দেন গ্রাহকরা। প্রতারণার বিষয়টি ইতিমধ্যে আইওসি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

পুলিশ পরিচয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে প্রতারণা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৯ ফেব্রুয়ারি : কথায় আছে, সাবধানের মার নেই। একটু অসাবধান হলেই ব্যাস, মুহূর্তে সব গায়েব। রবিবার সকালে যা কাণ্ড ঘটল, তাতে আপ্তবাক্যটির মাহাত্ম্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন বৃদ্ধ। চারজনের কারসাজিতে হাপিস হয়ে গেল তাঁর সোনার চেন, আংটি। থানায় অভিযোগ জানালেও প্রতারকরা এখনও অধরা।

ঠিক কী ঘটেছে? বাগডোগরার বুড়িবালাসন কলেজপাড়ার বাসিন্দা আশুতোষ দে বাড়ির সামনে বসে শীতের মিঠে রোদ গায়ে মাখছিলেন। সকাল তখন প্রায় ১০টা। এমন সময় দুই ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। একজন আবার পরিচয়পত্র দেখায় আশুতোষকে। সেই ব্যক্তি তাঁকে বলে, এখন দিনকাল খুব খারাপ। আপনি গলায় সোনার চেন, হাতে আংটি পরবেন না। গতকালই একটা খুন হয়েছে। আশুতোষের কথায়, 'তারপর তারা আমায় সেগুলো খুলতে বলে। পাশের গলিতে ওদের অফিসার আছে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলে দুজন।'

ইতিমধ্যে 'পুলিশ'-এর পরামর্শ মেনে আশুতোষ গলা থেকে সোনার চেন, হাত থেকে আংটি খুলে ফেলেন। ওই দুজন তাঁর হাত থেকে সেগুলি নিয়ে একটি কাগজে মুড়ে ফের আশুতোষকে ফিরিয়ে দেয়। তিনি পকেটে রেখে দেন। এরপর বৃদ্ধকে পাশের গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা 'অফিসারের' কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

সিসিটিভিতে চিহ্নিত প্রতারকরা। (নীচে) ঘটনাটা বোঝাচ্ছেন বৃদ্ধ।

ওই গলির পাশেই একটি মিষ্টির দোকান। সেখানে আরও একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। সেটা প্রথমে খেয়াল করেননি বৃদ্ধ। সেই ব্যক্তি আবার মিষ্টির দোকানের ব্যবসায়ীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে কথা বলতে শুরু করে। তারপর বৃদ্ধের কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে চারজন দুটি বাইকে চেপে সেখান থেকে চম্পট দেয়। আশুতোষের এবার একটু সন্দেহ হয়। পকেট থেকে মোড়ানো কাগজ বের করে দেখতেই তাঁর চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায়। তিনি দেখেন চেন, আংটি উধাও। তার বদলে রয়েছে বালি।

অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মী ৭৩ বছরের আশুতোষ বুঝতেই পারেননি তাঁর সঙ্গে সকাল সকাল এভাবে প্রতারণা হয়ে যাবে। খবর চাউর হতেই বৃদ্ধের বাড়ির সামনে ভিড় জমান প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানায়। ছুটে আসে পুলিশ। আশুতোষের কথায়, 'আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য ওদের কথায় বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। আমাকে ওরা চেন, আংটি খুলতে বললেও একবারের জন্যও মনে হয়নি ওদের পুলিশ পরিচয় ভুয়ো।'

ঘটনায় হতবাক আশুতোষের মেয়ে মৌসুমিও। তাঁর কথায়, 'বাবা কোনওদিন সোনার গয়না পরতেন না। ইদানীং পরতে শুরু করেছেন। ভাবতেই পারছি না এমনভাবে বাবাকে প্রতারণার ফাঁদে পড়তে হবে। ওই মিষ্টির দোকানের ব্যবসায়ী মনোজ ঘোষ বলছিলেন, 'পরে বুঝতে পারি আমার নজর যাতে ওদিকে না যায় সেজন্য একজন এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিল।' পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রতারকদের চিহ্নিত করে তাদের খোঁজ চালাচ্ছে।

গ্রেপ্তার ভিনরাজ্যের প্রেমিক

প্রেমিকাকে চা বাগানে ধর্ষণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : অভয়ার জন্মদিনেও প্রকাশ্যে এল ধর্ষণ, নির্যাতনের ঘটনা। তাও আবার এই শিলিগুড়িতে। শহর সংলগ্ন চাঁদমণি বাগানে নিয়ে গিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ভিনরাজ্য থেকে আসা এক তরুণের বিরুদ্ধে। হাতেনাতে ধরা পড়ার পর অভিযুক্তের জুটল চড়-থাপ্পড়। এরপর পুলিশের হাতে তাকে তুলে দিলেন স্থানীয় মানুষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মাটিগাড়া এলাকায়।

ধৃত তরুণের নাম মহম্মদ সাহিল হুসেন। সে অরুণাচলপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিকে, অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করাচ্ছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ষোলোর ওই কিশোরী মাটিগাড়া থানা এলাকারই বাসিন্দা। বছরখানেক আগে ইনস্টাগ্রামে সাহিলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। এরপর ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে তারা প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। তদন্তে জানা গিয়েছে, তারা একে অপরের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করে। কথা অনুযায়ী সাহিল শিলিগুড়িতে হাজির হয়। যদিও ওই কিশোরী ভাবেনি সে মনে মনে অন্য ফন্দি এঁটেছে।

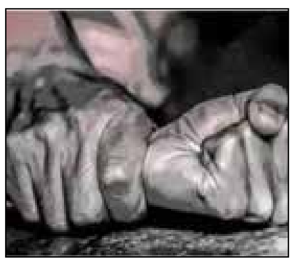

কী হয়েছিল

- অরুণাচলপ্রদেশের এক তরুণের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগ হয় কিশোরীর
- ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়
- প্রেমিক অরুণাচল থেকে শিলিগুড়িতে হাজির হয়
- প্রেমিক চা বাগান দেখতে চায়, কিশোরী তাকে চাঁদমণি বাগানে নিয়ে যায়
- এরপরই কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ

শনিবার সাহিল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছায়। এরপর সেখানে তার সঙ্গে পরিকল্পনামতোই দেখা করতে আসে ওই কিশোরী। তাদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ গল্পও হয়। অভিযোগ, এরপর চা বাগান ঘোরার ইচ্ছা প্রকাশ করে সাহিল। কাছাকাছি চাঁদমণি চা বাগান রয়েছে বলে জানায় কিশোরী। সাহিল সম্মতি প্রকাশ করলে তাকে চাঁদমণি চা বাগান এলাকায় নিয়ে যায় কিশোরী। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর সন্ধ্যা নেমে আসে।

আশপাশে কেউ নেই দেখে সাহিল এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসে, যা ওই কিশোরী স্বপ্নেও ভাবেনি। তাকে সাহিল চা বাগানের ভেতর ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কিশোরী চিৎকার শুরু করলে চা বাগানের আশপাশে থাকা স্থানীয়রা সজাগ হয়ে যান। তাঁরা ছুটে এলে সাহিল পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তার লাভ হয়নি। হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সে। জোটে চড়-থাপ্পড়। কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে ওই নির্যাতিতাকে উদ্ধার করার পাশাপাশি সাহিলকেও আটক করে। পরবর্তীতে নির্যাতিতার মা এসে সাহিলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ার কুপ্রভাব নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। অনেকেরই বক্তব্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় দূরদূরান্তের মানুষের সঙ্গে পরিচিতি হয়। কিন্তু আদতে সেই ব্যক্তির চরিত্র কেমন, তা না জেনে সম্পর্কে জড়িয়ে যায় অনেকেই, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। বিগত কয়েক বছরে দেশজুড়ে এমন বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসন সহ সমাজের কাছে মাথাব্যথার কারণ।

সিঁদুর দানের ছবি পোস্ট, গলায় ফাঁস কিশোরীর

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : রোজ ডে'তে এলাকার একটি অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ। সেখানেই মজার ছলে সিঁদুর দান কিশোরীকে। এখানেই শেষ নয়। হাজার বারণ সত্ত্বেও সেই ছবি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়। অপমান সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস প্রেমিকার। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার একটি গ্রামে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, করণদিঘির একটি গ্রামের বাসিন্দা এক তরুণের সঙ্গে ওই কিশোরীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযুক্ত তরুণ করণদিঘির একটি হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তবে এই সম্পর্কের বিষয়ে কিশোরী ও তরুণ দু'তরফের পরিবারই অবগত ছিল। দিন দুয়েক আগে এলাকার একটি অনুষ্ঠানে দেখা হয় তাদের। সেখানে মজার ছলে তরুণ, কিশোরীকে সিঁদুর পরান। সেই সঙ্গে কিশোরীকে নিয়ে একাধিক ছবিও তোলেন। এতদূর পর্যন্ত তবুও ঠিক ছিল। সমস্যার সূত্রপাত তারপর থেকেই। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ওই তরুণ। তরুণকে একাধিকবার সেই ছবি ডিলিট করতে বলে তরুণী। শেষে ছবি ডিলিট করবে না বলে জানান তরুণ। এরপরেই অপমানে গলায় ফাঁস দেয় ওই কিশোরী।

শোয়ার ঘরে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকেরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে। অভিযোগ হলে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

জামায় গুটখার পিকে অশান্তি

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বাসযাত্রীর ফেলা গুটখার পিক উড়ে এসে পড়ল স্কুটার চালকের জামায়। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে ঝামেলা বাধল মাটিগাড়া এলাকায়। শেষে ওই যাত্রী নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাওয়ায় বিষয়টি মিটমাট হয়। তবে যেখানে সেখানে পান বা গুটখার পিক ফেলার প্রবণতা রুখতে জরিমানা 'দাওয়াই' বাতলে দিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি রুটের একটি বাস খাপরাইল মোড় পেরিয়ে বালাসন সেতুর দিকে যাচ্ছিল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ওই স্কুটারচালক। সেতুতে ওঠার ঠিক আগে ঘটে বিপত্তি। এক বাসযাত্রী জানলা দিয়ে মুখ বের করে গুটখার পিক ফেলতেই তা হাওয়ায় উড়ে স্কুটারচালকের গায়ে এসে পড়ে। চালক স্কুটারের গতি বাড়িয়ে একেবারে বাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তিনি বাসে উঠে ওই যাত্রীকে চিহ্নিত করে নীচে নামিয়ে আনেন। গায়ে লেগে থাকা পিকের দাগ দেখিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। সেই সঙ্গে জুড়ে দেন চিৎকার-চ্যাঁচামেচি।

ততক্ষণে স্থানীয়রাও সেখানে ভিড় জমান। ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে যান ওই বাসযাত্রী। বেগতিক বুঝে তিনি ভুল স্বীকার করলে নিস্তার পান।

স্কুটারচালক বলেন, 'রাস্তা দিয়ে কেউ যাচ্ছে কি না, তা না দেখে এভাবে পিক ফেললে তো মুশকিল।' যেখানে সেখানে পান, গুটখার পিক ফেললে জরিমানা করার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। বিষয়টি রয়েছে আলোচনার স্তরে। স্থানীয় বাসিন্দা হরিদাস বসাকের কথায়, 'আসলে একটা অংশের মানুষের মধ্যে আজও সচেতনতার অভাব রয়েছে। জরিমানার ব্যবস্থা করা হলে যদি তাঁরা শুধরান।'

কাঠকুড়ানির গল্প

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন মহিলা। রবিবার। ছবি : বাপ্পা রায়

নিউ হাসিমারার সুরজা কলোনিতে হানা

হাতির ভয়ে রাত কাটল স্টেশনে

সমীর দাস

হাসিমারা, ৯ ফেব্রুয়ারি : শনিবার রাতে সুরজা কলোনির বাসিন্দারা অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। এমন সময় বড় একটি হাতির দল ঢুকে পড়ে বস্তিতে। হাতির দলের উপস্থিতি টের পেতেই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। কী করবেন? কোথায় যাবেন? শেষপর্যন্ত হাতির ভয়ে ঘর ছেড়ে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে রেলস্টেশনে গিয়ে আশ্রয় নেন তাঁরা।

শনিবার গভীর রাতের সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বারবার আঁতকে উঠেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা প্রৌঢ়া কুমারী মাহাতো। শুধু ওই প্রৌঢ়াই নয়, ঘটনার জেরে গোটা বস্তি ঘিরে রয়েছে হাতির আতঙ্ক। রাত প্রায় ২টা নাগাদ নিউ হাসিমারার সুরজা কলোনিতে ঢুকে পড়েছিল ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮-১০টি হাতির একটি দল। বাসিন্দারা পালিয়ে গেলেও হাতির হামলায় এলাকার ৪-৫টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে কিছুটা দূরে জমিয়ে রাখা গাছের ডালপালা জ্বালালে হাতির দলটি এলাকাছাড়া হয়। স্টেশনেই গোটা রাত কাটিয়ে সকালে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফেরেন বাসিন্দারা।

হাসিমারা রেলস্টেশন থেকে কিছুটা দূরে থাকা ওই বস্তির একদিকে সাতালি চা বাগানের একাংশ। বস্তির পেছনে রয়েছে রেললাইন। সেখানেই বসবাস করে ২৫-৩০টি পরিবার। বাসিন্দারা সকলেই দুঃস্থ। কেউ পরিচারিকার কাজ করেন। আবার কেউ দিনমজুর। অধিকাংশ বাড়িই ঝুপড়ি। রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে কুমারী মাহাতো জানালেন, তাঁর তিন ছেলে ভিনরাজ্যে কাজ করেন। বাড়িতে ৪ বছরের নাতি শিবা ও পুত্রবধূ লছমিকে নিয়ে তিনি ঘুমিয়েছিলেন। বাড়ির এক দিকটা ইটের গাঁথনি দেওয়া। আরেক দিক টিনের দেওয়াল। হানা দেওয়া দলের একটি হাতি ইটের দেওয়ালে ধাক্কা মারতেই দেওয়াল ভেঙে পড়ে। হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়েন ওই প্রৌঢ়া। পুত্রবধূ ও নাতিকে নিয়ে প্রতিবেশী কাজলি সাহার সহযোগিতায় যমদূতের মতো ঘুরে বেড়াতে দেখেন। তাঁর ঘরে হামলা না চালালেও প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙান। কেউ ছুটে যান রেলস্টেশনে, আবার কেউ রেললাইনের পেছনের চা বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেন। স্থানীয় মঞ্জু বিশ্বাস ছেলেমেয়েকে নিয়ে জানলা দিয়ে পালিয়ে চা বাগানেই লুকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। পরে তিনিও গিয়ে স্টেশনেই আশ্রয় নেন। তাঁর কাঁচা ঘর ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কিছুটা ক্ষতি

ধ্বংসলীলার পর।। *সুরজা কলোনির ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের জটলা।*

ঘরের পেছন দিক দিয়ে একেবারে রেললাইনে গিয়ে ওঠেন। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে গিয়ে পৌঁছান রেলস্টেশনে। তিনি বলেন, 'আমরা দরিদ্র। ঘরে যা খাদ্যসামগ্রী মজুত ছিল সব হাতি সাবাড় করেছে। বাসস্থানটিও ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বন দপ্তর সাহায্য না করলে আমাদের খুব সমস্যায় পড়তে হবে।'

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা কাজলি সাহা জানালেন, রাতে টিনের ঘর ভাঙার শব্দে তাঁদের ঘুম ভাঙে। ঘর থেকে বের হতেই হাতির দলটিকে হয়েছে শ্রীমতী সেনের বাড়ির টিনের দেওয়ালের। রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ সবাই বাড়ি ফেরেন।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁরা রাতেই যোগাযোগ করেছিলেন বস্তি থেকে কিছুটা দূরে থাকা তোর্ষা বিটের বনকর্মীদের সঙ্গে। কিন্তু সেখান থেকে বলা হয়, এলাকাটি তাদের আওতাধীন নয়। আর জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের নীলপাড়া রেঞ্জের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার রাতে বড় একটি হাতির দল সাতালি চা বাগানে। হাতিগুলোকে বাগে আনতে কিছুটা সময় লেগেছে।

জলে ডুবে রাস্তা, হুমকি পঞ্চায়েত সদস্যের

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ফুলবাড়ি-১ অঞ্চলের মাইকেল মধুসূদন এলাকার রাস্তা এখন জলমগ্ন। নালার জল উঠে এসেছে ওই রাস্তার ওপর। চরম ভোগান্তিতে ১৯/৯০ পার্টের বাসিন্দারা। এই সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার সাহার কথায়, 'কয়েক মাস ধরেই এমন জল জমে রয়েছে। বর্ষায় তো হাঁটা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কিছু হয়নি। সমস্যার সুরাহা করতে স্থানীয় প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, ড্রেন পরিষ্কারের বিষয়ে পঞ্চায়েতে জানিয়েছেন। তাঁরা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে কাজ না করার অভিযোগও করেন। তাঁদের প্রতিবাদের পর এলাকায় এসে হম্বিতম্বি করেন পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় বিশ্বাস। কে বা কারা অভিযোগ করেছেন তা জানতে চান সঞ্জয়। তারপরে বাসিন্দাদের সঙ্গে তর্কেও জড়িয়ে পড়েন। সঞ্জয় বলেন, 'কে অভিযোগ করেছে সেটা আমার জানা দরকার। কর্মী সমস্যার জেরে এলাকার কাজ বন্ধ রয়েছে। আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

ওই এলাকাবাসীর অভিযোগ, তাঁদের অনেক খারাপ কথা বলা হয়েছে। তাঁরা নাকি ভোট দেন না, তাই ওই এলাকায় কোনও কাজ হবে না। ক্ষুব্ধ বাসিন্দা মাধব সাহা বলেন, 'এত কাদাজল, মশার উপদ্রব বেড়েই চলেছে। বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। প্রশাসন যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা রায়ের বক্তব্য, 'আমরা বিষয়টি দেখছি। তবে কয়েকজন অহেতুক পরিস্থিতিকে জটিল করার চেষ্টা করছেন। সমস্যার সমাধান হবে।' জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায় জানালেন, ওই এলাকার বাসিন্দার সঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্যের খারাপ ব্যবহারের বিষয়টি তাঁর জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

কিন্তু কবে কর্মী সমস্যা মিটবে? কীভাবে এলাকাবাসী সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন, সেই বিষয়ে কোনও সদুত্তর নেই।

জলমগ্ন মাইকেল মধুসূদন এলাকার রাস্তা।

আশ্রমে আলোচনা

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : রবিবার ইসলামপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শিশু, কিশোরদের মানসিক শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে বিশেষ পরামর্শ এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ধ্যান, যোগের ভূমিকা এবং মনোসংযোগের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন শিক্ষক বাবুলাল মৈত্র। দু'মাস অন্তর একদিন করে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এই পর্ব আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন আশ্রমের সম্পাদক শীর্ষেন্দু মজুমদার।

স্বাস্থ্য শিবির

বাগডোগরা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সুমিতা ক্যানসার সোসাইটি ও একটি বেসরকারি হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির করা হয় রবিবার। শিবিরে ৬৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিষেক রায়। অন্যদিকে, বাণীমন্দির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সুকনা চা বাগানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হয় এদিন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বিশ্বজিৎ দাসের নেতৃত্বে এদিন ৯০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

ভলিবল

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : দাড়িভিট হাইস্কুল মাঠে তৃণমূল উদ্বাস্তু সেল ও পণ্ডিতপোঁতা-২ অঞ্চল তৃণমূলের যৌথ উদ্যোগে ভলিবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে মোট ১৪টি দল অংশ নেয়। ফাইনালে ওঠে মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া ও দিঘলবাড়ি বয়েজ ক্লাব। জয়ী হয়েছে ডাঙ্গাপাড়া।

সব কাজই 'হচ্ছে, হবে'

আবর্জনা সংগ্রহের উদ্যোগ নেই। বিকল সোলার লাইট। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন পণ্ডিতপোঁতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন শুভজিৎ চৌধুরী।

যমুনারানি সরকার
প্রধান, পণ্ডিতপোঁতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতার চার্জশিট

জনতা : আপনি তো প্রধান। অথচ আপনার স্বামীকে পঞ্চায়েত অফিসে এবং অন্যান্য কাজেকর্মে বেশি দেখা যায়। এটা কেন?

প্রধান : অফিসের সমস্ত কাজ আমিই করি। তবে অফিসের বাইরের কাজে আমার স্বামী আমাকে সাহায্য করেন।

জনতা : কুন্দরগাঁও এলাকায় নদীর ওপর পাকা সেতু থাকলেও আট বছর ধরে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : মাটির কাজ না হলে পাকা রাস্তা নির্মাণ সম্ভব নয়। ১০০ দিনের কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় মাটির কাজও করা যাচ্ছে না। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।

জনতা : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত রান্না না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নজরদারি নেই কেন?

প্রধান : এই বিষয়ে আমার কাছেও অনেক অভিযোগ এসেছে। পঞ্চায়েতের নারী ও শিশু উন্নয়ন উপসমিতির সঞ্চালককে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর কোনও অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনতা : বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে সোলার লাইটগুলো খারাপ। সেগুলো সারানো হচ্ছে না কেন?

প্রধান : সোলার লাইটগুলো বেসরকারি সংস্থার তরফে লাগানো হয়েছে। যেগুলো বিকল, সেগুলো দ্রুত সরানোর জন্য সেই সংস্থাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু নতুন লাইট লাগানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে।

জনতা : পানীয় জলের পরিষেবা কবে মিলবে?

প্রধান : জল জীবন মিশনের আওতায় পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ। দ্রুত পরিষেবা দিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছি।

জনতা : প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভেতরে মহিলাদের শৌচালয়ের অবস্থা বেহাল। এছাড়াও এলাকায় সেভাবে সুলভ শৌচালয় নেই।

একনজরে

ব্লক : ইসলামপুর
মোট সংসদ : ১৮
আয়তন : ৩২.৬৩ বর্গকিলোমিটার
জনসংখ্যা : ২৫,১০৪ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)

এব্যাপারে কিছু ভাবছেন?

প্রধান : সোনামতি, কুন্দরগাঁও, বীরবলডাঙ্গি এবং রাজাভিটায় চারটি নতুন শৌচালয় তৈরি হচ্ছে। পঞ্চায়েত অফিসের মহিলা শৌচাগারটিও দ্রুত মেরামত করা হবে।

জনতা : বর্ষায় বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নিকাশি ব্যবস্থার কোনও বালাই নেই। কী বলবেন?

প্রধান : কয়েকটি নালা নির্মাণ করা হচ্ছে। আরও কয়েকটি নালা তৈরির জন্য ঊর্ধ্বতনের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমতি পেলেই কাজ শুরু হবে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এখনও আলোর মুখ দেখেনি কেন?

প্রধান : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে রয়েছে। দ্রুত বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহের কাজ চালু করা হবে।

সুনন্দার হাত ধরে আলোয় জুঁই-টগররা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ক্লাস তো সব শিক্ষকই নেন, কিন্তু সুনন্দা ম্যামের ক্লাসটা অন্যরকম। কেন? কারণ এই সুনন্দা ম্যামের হাত ধরেই হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে জুঁই। মায়ের আত্মহত্যা বা সংসারের অভাবের ধাক্কা সামলেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে টগর।

হায়দরপাড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষিকা সুনন্দা দত্ত সরকার। ক্লাসরুমে ঢুকে কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে সময় কাটিয়ে দেন না তিনি। বরং মিশে যান পড়ুয়াদের সঙ্গে। কেবল পড়াশোনার সমস্যা নয়, পড়ুয়াদের পরিবারের, ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও শোনেন। নিজের মতো করে মেটানোর চেষ্টাও করেন।

আর তাতে ফলও ফলে। যেমন ধরা যাক জুঁইয়ের কথাই। তার বাবা-মা দুজনেই মূক ও বধির। দুই বছর বয়সি জুঁইকে ছেড়ে তার মা আরেকজনের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিলেন। তারপর থেকে বাবা, অসুস্থ ঠাকুরদা এবং ঠাকুমার কাছেই বড় হচ্ছে সে। পরিচারিকার কাজ করে জুঁইকে বড় করছেন ঠাকুমা। আর্থিক অনটন তো রয়েছেই। পাশাপাশি প্রতিবেশীদের অনেকেই জুঁইকে 'তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ' তকমা দিয়ে উত্ত্যক্ত করত। এসবের সঙ্গে লড়াই করেই সে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ওঠে ঠিকই, কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়েনি। বিষয়টি নজরে পড়ে সুনন্দার। তিনিই কথা বলে, কার্যত কাউন্সেলিং করে জুঁইয়ের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন।

এমন ঘটনা আরও রয়েছে। টগরের কথাই ধরা যাক। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিবার ক্লাসে প্রথম হয়েছে। সিঙ্গল মাদারের কাছে বড় হচ্ছিল সে। টগর যখন পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া, তখন ওর মা আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়। তারপর দাদু-দিদা, মামা-মামি তার দায়িত্ব নেন। সংসারের অভাব মেটাতে সুনন্দা নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। কয়েকবছর এভাবে চলার পর মেয়েটি একটি হাইস্কুলে ভর্তি হয়। সুনন্দার মুখে টগরের কথা শুনে শহরের এক সহৃদয় ব্যক্তি এখন প্রতি মাসে মেয়েটিকে সাহায্য করছেন।

পড়ুয়াদের মাঝে সুনন্দা ম্যাম।

এই 'আসি যাই মাইনে পাই' কর্মসংস্কৃতির মধ্যে কেন এমনভাবে পড়ুয়াদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন? সুনন্দার কথায়, 'একজন শিক্ষকের কাজ শুধু পড়ানো নয়। এটাও একটা দায়িত্ব।' সুনন্দা জানালেন জবার কথা। জবা অবশ্য তাঁর ছাত্রী ছিল না। ছিল সুনন্দার এক ছাত্রীর দিদি। সেই ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে সুনন্দা জানতে পারেন জবার সমস্যার কথা। জানতে পারেন, সপ্তম শ্রেণিতে উঠে জবা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ পরিচারিকার কাজ করে জবাই বোনের পড়াশোনার খরচ মেটায়। জবার সঙ্গে দেখা করে তাকে স্কুলে ভর্তি করাতে চেয়েছিলেন সুনন্দা। কিন্তু জবা পড়লে পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালাবে কে? শুনলে তো জবার মা রাগ করবেন। এরপর একটি হাইস্কুলে কথা বলে সেখানে জবাকে ভর্তি করানো হয়। ঠিক হয়, জবা বাড়ির জামাকাপড় পরে স্কুলে আসবে। স্কুলেই থাকবে ওর পোশাক। সেখানে পোশাক পরিবর্তন করে ক্লাস করবে। আবার ফিরবে বাড়ির পোশাক পরে। যাতে মায়ের সন্দেহ না হয়।

এভাবেই ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক পাশ করে মেয়েটি। এরপর একটি দর্জির দোকানে কাজ করে সংসার চালানোর পাশাপাশি সেকেন্ড ডিভিশনে উচ্চমাধ্যমিকও পাশ করে। স্নাতক হওয়ার পর বিয়ে হয় তাঁর। আর সেই জবার বোন এখন হাইস্কুলের ছাত্রী।

আরজি করের ঘটনায় বিচার চেয়ে ফের পথে। রবিবার কলকাতায়।

মেয়ের জন্মদিনে রাজপথে বাবা-মা

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : 'জন্মদিনের মৃত্যুঋণ' স্লোগানে তপ্ত হল রাজপথ। ৩২ বছরে পা রাখলেন তিলোত্তমা। রবিবারই আরজি কর মেডিকেলে তিলোত্তমার ধর্ষণ ও খুনের ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে। ভাগ্যের পরিহাসে এদিনই তাঁর জন্মদিন। তাই বিচারের দাবিতে আবার নাগরিক সমাজ পথে নামে। মুখরিত হয় শহর কলকাতা। এদিন সকাল থেকেই নির্যাতিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেন জুনিয়ার ডাক্তার, নাগরিক সমাজ, নির্যাতিতার পরিবার।

গুড়ের পায়েস খেতে ভালোবাসতেন মেয়ে, আক্ষেপের সুরে চোখ ছলছল করে উঠল মায়ের। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মেয়েকে চিকিৎসক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এখন লড়াইটা মেয়ের বিচারের। ভাঙা গলায় একরাশ হতাশা বাবারও। নির্যাতিতা ফুল ভালোবাসতেন। তাই মেয়ের পছন্দের ফুলগাছ এদিন লাগিয়েছেন বাবা-মা। আর কোনওদিন গুড়ের পায়েস তৈরি করবেন না মা। নির্যাতিতার থাকার ঘরটিও খাঁখাঁ করছে। প্রতিবছর এই ঘরেই বাবার পছন্দের জামা পরে কেক কাটতেন মেয়ে। এখন সবই স্মৃতি।

তবে প্রতিবাদ থামেনি। মেয়ের স্মৃতি বুকে আঁকড়েই এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে আরজি কর পর্যন্ত নাগরিক মিছিলে পা মেলান নির্যাতিতার বাবা-মা। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'মেয়ের জন্মদিনের প্রকৃত উপহার হবে ন্যায় বিচার। তা পেতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নাগরিক সমাজ আমাদের পাশে রয়েছে।' নির্যাতিতার মা বলেন, 'এখনও বিচার পেলাম না। এই ঘটনায় একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় রায়। তাই তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিলে বিচারের শেষ আশাও নিভে যাবে।' এদিন মিছিল শেষে আরজি করে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু আরজি কর মেডিকেলের কাছে মিছিল পৌঁছোতেই ব্যারিকেড বসিয়ে চিকিৎসকদের আটকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কলেজে ঢুকতে বাধা দিতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এরপরই বেলগাছিয়ার রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা।

নির্যাতিতার পানিহাটির বাড়ির অদূরেই এদিন আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তাররা 'অভয়া ক্লিনিক'-এর আয়োজন করেন। এদিন তাঁর বাড়ির সামনে থেকে মৌন মিছিলও করা হয়। ছিলেন চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। এদিন দুপুর ৩টে থেকে কলেজ স্কোয়ার থেকে আরজি কর পর্যন্ত মিছিল হয়।

থেমে ছিল না রাজনৈতিক দলগুলিও। এদিন নির্যাতিতার জন্মদিনকে স্মরণ করে দুটি বৃক্ষরোপণ করেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। প্রয়াগরাজে তর্পণ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বইমেলায় কেক কেটে নির্যাতিতার জন্মদিন পালন করেন।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট অধিবেশন শুরু আজ

ঘুঁটি সাজাচ্ছেন মমতা-শুভেন্দু

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণের মধ্য দিয়ে সোমবার শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। বিধানসভার নৌশাদ আলি কক্ষে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই বাজেট অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের রণকৌশল জানিয়ে দেবেন মমতা। বাজেট অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের উপস্থিত থাকা নিয়েও তিনি কড়া বার্তা দিতে পারেন।

এদিকে, পালটা বাজেট অধিবেশনকে ঘিরে বিরোধিতার প্রশ্নে কোমর বাঁধছে বিজেপি। সোমবারই বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উদ্দেশ্য একটাই, কোনও অবস্থাতেই শাসকদলকে জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি।

বিজেপির এক বিধায়ক বলেন, 'আমরা পরিষদীয় রীতিনীতি মেনেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সরকারের কাজের সমালোচনা করতে চাই। কিন্তু সেই সমালোচনা করার অধিকার যদি শাসকদল না দেয়, অধ্যক্ষ যদি নিরপেক্ষ অবস্থান না নেন, তাহলে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে প্রতিবাদ করতেই হবে।'

সামাজিক সুরক্ষায় বাড়তে পারে বরাদ্দ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে এবারের রাজ্য বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণের মধ্যে দিয়ে এবারের অধিবেশন শুরু হবে। গত বছর রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই অধিবেশন শুরু হয়েছিল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে এবারের বাজেটে যে চমক থাকবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, পরিকাঠামো উন্নয়নে এবারের বাজেটে বরাদ্দ কত হতে পারে। মূলত পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, সেচ দপ্তরের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়। গত বছর পথশ্রী প্রকল্প তৈরি করে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটে কিছুটা প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মূল সড়কগুলির অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পরিকাঠামো খাতে কত বরাদ্দ হবে, তার দিকেও নজর রয়েছে রাজ্যবাসীর। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে এবার ব্যয়বরাদ্দ বাড়বে কি না সেদিকেও নজর থাকছে।

প্রশ্ন উঠেছে, এই দুই খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও সেই অর্থের জোগান আসবে কোথা থেকে? মূলত আবগারি, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ দপ্তর থেকে সরকারের আয় হয়। এই তিন ক্ষেত্রে এবার আয় খুব বেশি বাড়ানো সম্ভব হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে বাজেট ভাষণে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, রাজ্যের মোট উন্নয়ন বাজেটে ৪৪ শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য। এছাড়াও ১৭ শতাংশ শিশু কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে। গত আর্থিক বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৮৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এছাড়াও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জন্য ২৯,৬০২.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জন্য ৪৫৬৭.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এছাড়া ডানকুনি থেকে খড়্গপুর হয়ে রঘুনাথপুর, ডানকুনি থেকে কল্যাণী, ডানকুনি থেকে তাজপুর, পানাগড় থেকে কোচবিহার, খড়্গপুর থেকে মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়ার গুরুডি থেকে জোকা পর্যন্ত শিল্প ও অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

নবান্ন সূত্রে খবর, এবারের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনই পরিকাঠামো উন্নয়নেও বরাদ্দ আগেরবারের তুলনায় কিছুটা হলেও বাড়াতে হবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট চাপে রয়েছে। সেক্ষেত্রে এবার বাজেটেই ৪-৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবারই বিধানসভায় পরিষদীয় দলকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোসের আসা নিয়েই সংশয়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আসবেন বিধানসভায় প্রথামাফিক রাজ্যের বাজেট অধিবেশনের সূচনা করতে। এমনটাই ঘটবে এটা প্রায় নিশ্চিত। তবু সোমবার দুপুর ২টোয় বিধানসভার গাড়িবারান্দায় রাজ্যপালের কনভয় এসে না পৌঁছোনো পর্যন্ত উদ্বেগ কাটছে না শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। সর্বদল বৈঠকে ঘরোয়া আলোচনায় তৃণমূলের এক মন্ত্রীর মন্তব্য, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। যদিও সর্বদল বৈঠকের শেষে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, রাজ্যপাল নিজে তাঁকে বিধানসভায় আসার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। তবে তার সঙ্গে বিমান বলেছেন, বিধানসভার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথামাফিক 'রিপ্লাই' এখনও পাঠায়নি রাজভবন।

রাজ্যপালের সঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষের কথার পরেও তাঁর বিধানসভায় আসা নিয়ে শাসকদলের আশঙ্কা কেন? কারণ গত বছর বাজেট অধিবেশনের এমন দিনে রাজ্যপাল বোসকে আমন্ত্রণই জানায়নি বিধানসভা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে নানা ঘটনায় রাজভবন-নবান্নের সংঘাতের জেরে গতবছর বাজেট অধিবেশনের সূচনা করার প্রথা ভেঙে রাজ্যপালকে ছাড়াই ওই অধিবেশন করেছিল রাজ্য। সেই কারণে সরকারিভাবে বিধানসভার আমন্ত্রণের জবাবি চিঠি না পাঠানোকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে বিধানসভা।

সোমবার রাজ্যের তরফ থেকে আমন্ত্রণ পাঠানোর পর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সদুত্তর পাওয়া যায়নি। শুক্রবার সর্বদল বৈঠকের আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যপালকে ফোন করে বিধানসভায় আসার বিষয়ে তাঁর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর ফোনালাপের বিষয় নিজেই জানিয়ে বিমান বলেন, 'আমি নিজেই ওঁনাকে ফোন করেছিলাম। বিধানসভার আমন্ত্রণের বিষয়ে ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি আসবেন বলেই জানিয়েছেন।'

নিজের কেন্দ্রে জনসংযোগ বালুর

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : জামিন পাওয়ার পর প্রথমবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র হাবড়ায় গেলেন তৃণমূল বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রবিবার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগ করলেন তিনি। তাঁকে দেখে দলীয় কাউন্সিলার ও নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে তাঁর সক্রিয় হয়ে ওঠা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দলীয় কর্মী ও জনসাধারণের সঙ্গে জনসংযোগে মন দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

এদিন হাবড়ার বদরহাটের তৃণমূল কার্যালয় উদ্বোধনে যান তিনি। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন জ্যোতিপ্রিয়। এরপর হাবড়া ২ নম্বর রেল গেটের কাছে দলীয় কাউন্সিলার ও কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। এদিন সেখান থেকে মিছিল করে হাবড়া পুরসভায় যান তিনি। পুরসভায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পুরসভার চেয়ারম্যান নারায়ণ সাহার কাছে উন্নয়নের খতিয়ান জানতে চান এবং বিধায়ক তহবিলের টাকা দিয়ে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। জ্যোতিপ্রিয় জানান, তাঁর বিধায়ক কোটার প্রায় ২ কোটি টাকা পড়ে আছে। তা দিয়ে উন্নয়নের কাজে নামতে চান তিনি। কুলতলির উন্নয়ন তহবিল, রাস্তা তৈরি, বৈদ্যুতিক চুল্লি, নবনির্মিত হাসপাতাল সম্পূর্ণ চালু করা সহ একাধিক কাজে নজর দেওয়াই এখন তাঁর লক্ষ্য। এদিন পুরোনো সতীর্থদের সঙ্গেও আলাপচারিতা সারেন। তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সেই বনভোজনেও যোগদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরে ধীরে কর্মসূচি শুরুর পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়কে। সেই পরামর্শ মেনেই নিজের বিধানসভা এলাকায় নতুন করে নজর দিতে শুরু করলেন জ্যোতিপ্রিয়। ১৫ মাস তিনি র‍্যাশন দুর্নীতি কাণ্ডে জেলে থাকায় বিধায়ক শূন্য ছিল হাবড়া। এদিন তাঁকে কাছে পেয়ে উৎসাহ দেখা যায় স্থানীয়দের মধ্যেও।

মানুষ আর মানুষ। *রবিবার বইমেলার শেষ দিনে। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

বইমেলায় বিক্রি ২৫ কোটির

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ৪৮তম কলকাতা বইমেলা শেষ হল রবিবার। দীর্ঘ ১৩ দিনের মেলবন্ধনের অপেক্ষায় বইপ্রেমীদের থাকতে হবে আরও একটি বছর। এবছর বইমেলায় ২৭ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছিল। ২৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে গিল্ড কর্তৃপক্ষ। একে রবিবার ছুটির দিন। তাই বইমেলার শেষ দিনে ঢুঁ মারতে ছাড়েননি বইপ্রেমীরা। জমজমাট অনুষ্ঠানের সমারোহে শেষ হয়েছে কলকাতা বইমেলা। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হাজির ছিলেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে বলেন, 'এবছরের তুলনায় গত বছর বইমেলা আরও বেশিদিন ছিল। কিন্তু এবছর বহু মানুষের ভিড় হয়েছে। শেষ দিনে ভিড় ছিল আরও বেশি।'

গিল্ড কর্তৃপক্ষের মতে, গত বছরের তুলনায় এবছর ভিড় বেশি হয়েছে। ২০২৪ সালে বইমেলায় ২৬ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছিল। এবছর মাত্র ১৩ দিনেই ২৭ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছে। গত বছর ২৩ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়। তবে এবছর বই বিক্রি হয়েছে ২৫ কোটি টাকার। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে একসূত্রে বাঁধে বইমেলা। বইপ্রেমীরা যেন দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকেন। চতুর্দিকে নানা স্টল। এককথায় অজানা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পান বইপ্রেমীরা। তবে এদিন বইমেলার শেষ দিনে মন খারাপ বইপ্রেমীদের।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬২ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ মাঘ ১৪৩১

রাজ্যের নজর ভোটেই

বুধবার রাজ্য বাজেট। শুরু হয়ে গেল বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। ক'দিন আগে সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রীয় বাজেট দেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বাজেট চূড়ান্ত করবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটে আছেটা কী?

সত্যি বলতে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় করমুক্ত ঘোষণা নিয়ে যত না চর্চা, তার চেয়ে ঢের বেশি আলোচনার কেন্দ্রে ছিল অর্থমন্ত্রীর শাড়ি। পরপর আটবার বাজেট পেশ করেছেন নির্মলা। প্রতিবছরই বাজেট পেশের দিন তাঁর পরনের শাড়িতে নতুন চমক থাকে। এবার সেই চমক অন্য মাত্রা পেয়েছে। কারণ, সাদা বেঙ্গালুরু সিল্কের ওপর মধুবনি কাজ করা শাড়িটি নির্মলাকে যিনি উপহার দিয়েছেন, বিহারের সেই দুলারী দেবী 'পদ্মশ্রী' প্রাপক। মধুবনি শিল্পকলার জন্য তাঁকে এই সম্মান।

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিঃসন্দেহে নয়া কর কাঠামোয় বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে পুরোপুরি করছাড়। অনেক করদাতাই এই ঘোষণায় খুব উল্লসিত। কিন্তু এত উল্লাসের কোনও কারণ নেই। অর্থনীতিবিদদের একাংশের ধারণা, এই বোঝা চাপবে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। বিভিন্ন পণ্যে জিএসটি বাড়িয়ে সরকার এই লোকসান পুষিয়ে নিতে পারে। অনেকে বলছেন, কেন্দ্রের যদি সদিচ্ছা থাকত, তাহলে পুরোনো কর কাঠামোটিকে সমান গুরুত্ব দিত।

বাস্তবে পুরোনো কর কাঠামো নিয়ে উচ্চবাচ্যই করেননি নির্মলা সীতারামন। অথচ মেডিক্লেম বাবদ ছাড় বা ক্ষুদ্র সঞ্চয় কিংবা এলআইসি পলিসি বাবদ দেড় লক্ষ টাকা ছাড় একমাত্র পুরোনো কর কাঠামোতেই পাওয়া যায়। প্রবীণ নাগরিক, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে সকলেই পুরোনো ব্যবস্থায় বেশি উপকৃত হন। নরেন্দ্র মোদির সরকার সেই ব্যবস্থাটিকেই তুলে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সব জেলা হাসপাতালে ক্যানসার কেন্দ্র চালু করার প্রস্তাব। এখন ক্যানসার চিকিৎসার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলার রোগীদের কলকাতায় ছুটতে হয়। প্রস্তাবিত নতুন ক্যানসার কেন্দ্রগুলি ঠিকমতো কাজ করলে সব জেলার মানুষ উপকৃত হবে। এছাড়া ৩৬ জীবনদায়ী ওষুধের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার, মেডিকেল কলেজগুলোয় পড়াশোনার আসন বৃদ্ধি, জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পে করছাড়ের প্রস্তাব রাখা আছে বাজেটে।

কৃষি, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ হয়েছে যথেষ্ট। তবে অর্থমন্ত্রী কোনও সংস্কারের রাস্তায় যাওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি। বাজপেয়ী বা মনমোহন জমানায় আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্যে যেমন সাহসী সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, মোদি সরকারের এবারের বাজেটে তেমন কিছু নেই। তবে প্রত্যাশামতো বিহারের ক্ষেত্রে কল্পতরু হয়েছেন নির্মলা। উপকৃত হয়েছে বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যও।

অন্যদিকে, চরম বঞ্চিত হয়েছে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলো। বাংলার ভাগ্যে প্রায় জোটেনি কিছুই। মুখ্যমন্ত্রী আশা করেছিলেন, অন্তত কিছু ক্ষেত্রে বাংলায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বাড়বে। বাস্তবে সেসব হয়নি। এমনকি যে উত্তরবঙ্গে বিজেপির একাধিক সাংসদ আছেন, সেই অঞ্চলের জন্যও বাজেটে কোনও ঘোষণা নেই। প্রস্তাব নেই চা শিল্পের উন্নয়নেও।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার এই আবহে তিনদিন পর বিধানসভায় রাজ্যের বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আগামী বছর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। সেই হিসেবে ভোটের আগে এটাই বাংলার শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভোটের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটে কল্পতরু হয়ে উঠতে পারেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীর মতো আরও কিছু নতুন প্রকল্পের ঘোষণা রাজ্য বাজেটে থাকতে পারে। বিভিন্ন ভাতার পরিমাণও বাড়তে পারে। দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর সুখবরও থাকতে পারে।

চতুর্থবার মসনদ নিশ্চিত করতে যতটা সম্ভব বাজেটে উপুড়হস্ত হবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ভোটের লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠলে বাজেটে প্রকৃত উন্নয়ন ও সংস্কার ধাক্কা খেতে পারে।

অমৃতধারা

ডাক্তার যেমন ঘুরিযে ঘুরিযে তোমার চশমার পাওয়ার ঠিক করে, ঠিক আমরাও একই কাজ করি। জাগতিক লোক সব অন্ধ হয়ে গেছে, আমরা দেখাতে সাহায্য করি। দান করার সময় দুহাতে দান করে দেবে। কিন্তু নেবার সময় ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। সন্ন্যাসীরা সব ত্যাগ করেছে গৃহস্থ মানুষকে শান্তি দেবার জন্য। তারা ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে। গৃহস্থদেরও উচিত তাদের জন্য কিছু করা, অন্তত ছোট ছোটো ত্যাগ করা। ধনীরা যদি এক হাজার টাকা দেয় তাতে ওদের যায় আসে না। অনেক অর্থের মধ্যে কিছুটা দেয়। আমার একটা লোক এক হাজার টাকা দিক তা আমি চাই, এক টাকা করে যদি এক হাজার মানুষ দেয়, সেটা আমি চাই। সেটা ভীষণ শক্তিশালী।

-ভগবান

লালায়িত লাল আর ভরে থাকা গাল

রাজ্য সরকার বলছে, পথে থুতু-পিক ফেললে জরিমানা। এই বিল এত পরে আসছে কেন? মানুষই বা নিষ্ক্রিয় কেন?

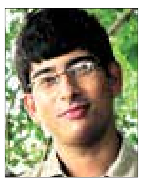

অম্লানকুসুম চক্রবর্তী

-অভি

বাসস্ট্যান্ডে বসেছিলেন মধ্য চল্লিশের লোকটি। সকাল সাড়ে আটটা। হাতে খবরের কাগজ। পড়ছিলেন। উচ্চনাদে যা বলছিলেন এবং একই সঙ্গে যা করছিলেন তা হল অনেকটা এই রকম।

-প্রথমবার প্রকাশ্যে থুতু কিংবা গুটখার পিক ফেললে হাজার টাকা জরিমানা। হাঃ। ওয়াক, থু।

পানমশলা চিবোচ্ছিলেন তিনি। সামনের রাস্তার কিছুটা অংশ মুহূর্তে রাঙা হয়ে গেল কালচে লাল রঙে।

-ওরেব্বাস। সেকেন্ড টাইম এমন কাজ করলে ফাইন দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার। হাঃ হাঃ। ওয়াক ওয়াক। থু থু।

লালের গায়ে লাল মিশল।

-তিন বারের বেলা একই কাজ করলে কত পেনাল্টি? এই দ্যাখো! লিখতেই ভুলে গেছে।

মশলার প্যাকেট খুলে মুখের মধ্যে ফের ঢেলে দিলেন তিনি। এবারে হয়তো লাল বর্ণে রাঙিয়ে দেবেন গোটা রাজপথ কিংবা বিশ্বচরাচর। উনি হেসেই চলেছিলেন। পথচলতি জনতা ওঁকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ করে উজিয়ে আসা খুশি সংক্রামক। হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল ওঁকে ঘিরে ফেলা লোকজনদের মুখেও। খবরের কাগজটি হাতবদল হচ্ছিল দ্রুত।

জানা গেল, দৃশ্য দূষণ ঠেকাতে এবারে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। রাস্তায় যত্রতত্র থুতু, পান ও গুটখার পিক ফেলতে দেখে বেজায় বিরক্ত হয়েছেন রাজ্যের শীর্ষমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার সাম্প্রতিক বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। নগরকে সুন্দর করার জন্য, সৌন্দর্যায়নের জন্য যাবতীয় সরকারি আয়োজনে জল, না না, পিক ঢেলে দিচ্ছেন নগরবাসী। এবারে তা থামিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আনতে চলেছে নয়া বিল। মন্ত্রীরা অনুমোদন করে দিয়েছেন। বিধানসভায় পেশ হলেই হয়তো তৈরি হয়ে যাবে নতুন আইন। অনুমান করা হচ্ছে, আরও চড়া হয়ে যেতে পারে জরিমানার অঙ্ক।

খবরটি যত জানাজানি হল, জনতা হেসে উঠল খিলখিলিয়ে। রাস্তাঘাটে বেরিয়ে টের পাই, হাসি থামেনি এখনও। পছন্দের কমেডি শো দেখে মানুষ হেসে গড়িয়ে পড়েন যত, এ হাসি তাকেও টেক্কা দিয়েছে।

বাসস্ট্যান্ডে আয়েশ করে বসা, পানমশলা চিবোতে থাকা লোকটি যে কথাগুলো বলে হাসছিলেন, তা আসলে ইতিমধ্যেই চালু আইনের সারাংশ। ২০০১ সালে জন্ম নেওয়া এই আইনের নামটি বিরাট। দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রহিবিশন অ্যান্ড স্পিটিং অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ হেলথ অফ নন স্মোকার্স অ্যান্ড মাইনর অ্যাক্ট। আইন না মানা অবাধ্য মানুষ প্রথমবার, দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে কতটা মাশুল গুনবেন তার উল্লেখ করা ছিল ওই আইনে। এই আইন কার্যকর কতটা হয়েছে তা প্রতিটি রাজ্যবাসী জানেন। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, এবারে এই আইন হতে চলেছে কঠোরতর। সামান্য কানমলা খেয়ে যার থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, এবারে জুটবে বেত্রাঘাত। এটি রূপক মাত্র। তবে এ নিয়ে যত বেশি আলোচনা হচ্ছে, ভুবনে বহিছে আনন্দধারা।

সামাজিক মাধ্যমে বহুকাল আগে দেখা একটি পোস্টের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। একজন লিখেছিলেন, জনতাকে সামলাতে না পারলে তাজমহল বছরখানেকের মধ্যেই লাল কেল্লা হয়ে যেত। পান গুটখাকে ভালোবেসে আমআদমিই তার ভোল বদলে দিতেন দ্রুত। ভাগ্যিস এই সৌধের হেরিটেজ তকমা ছিল! প্রচুর লাইক কমেন্ট পড়েছিল ওই পোস্টে। চোখ বড় বড় করে দেখি, প্রতিদিনের বেঁচে থাকায় আমরা কী সহজে আপন করে নিয়েছি আমাদের থুতুপ্রীতিকে। শহরে চালু হওয়া নতুন মেট্রো স্টেশনের ঝকঝকে দেওয়ালে উদ্বোধনের তিনদিনের মধ্যেই লেগে যায় গুটখার প্রেম। নীল-সাদা রং হতে থাকা রেলিংয়ের প্রায় প্রতিটি শিক লালে লাল। শহর মফসসলের কোনও সুলভ শৌচালয়ের দেওয়াল শুদ্ধ থাকতে দেখিনি। বাদ যায় না সরকারি হাসপাতাল চত্বরও। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্বোধনের দিন পর্যন্তও অপেক্ষা করতে নারাজ আমআদমি। রঙের প্রলেপ পড়ার অব্যবহিত পরেই তা শরীরে ধারণ করে লাল দাগ। নিজের নজরে যতটুকু পড়েছে, তা সম্বল করে বলতে পারি, নীলের ওপরে যত পিক পড়ে, তার চেয়ে ঢের বেশি পড়ে সাদা রঙে। শুভ্র বস্তুকে রাঙিয়ে দিতে পারলে আমাদের মস্তি বেশি হয়।

রাস্তায় থুতু ফেলার নেপথ্যে কি মনস্তত্ত্ব আমাদের মনের অন্দরে কাজ করে বিশদে জানি না। তবে আমার এক মনোবিদ বন্ধুকে বলতে শুনেছিলাম, থুতু ফেলার সঙ্গে মিশে রয়েছে এক মেকি হিরোয়িজম, চারপাশকে তোয়াক্কা না করার এক কলার তোলা বাসনা। আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করতে পারি, দেখি তোরা কী করে নিতে পারিস ভাবতে ভাবতে অধিকাংশ মানুষ রাস্তা নোংরা করেন। আর এই নোংরা করার বাসনাকে প্রশ্রয় দেয় বলবৎ না হওয়া আইন। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। পান, পানমশলা কিংবা গুটখা খাওয়া বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম এ প্রসঙ্গে। কয়েকটি উত্তর সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মশলা খাব, থুকব না তাই কখনও হয়?

সরকার কি জানে না পান খাওয়ার পরে কি করতে ইচ্ছে করে? পানের দোকানগুলো আগে বন্ধ করার দম দেখাক দেখি!

নিজের থুতু কি হামি খুদই ক্যারি করবে? এক ফুট বাদ বাদ থুকনে কে লিয়ে বিন চাহিয়ে। সরকার দেগা?

১৪০ কোটির দেশে আইন কঠোর থেকে কঠোরতর করে যে চিরাচরিত এই অভ্যেস পালটানো যায় না, তা বোঝার জন্য সমাজবিদ হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। যা দরকার, তা হল শুভবোধের জাগরণ।

পানমশলার মার্কেট সাইজ নিয়ে কোনও জ্ঞান আছে আপনার? কত মিলিয়ন ডলার এ দেশের অর্থনীতিতে এই মশলা প্রতি বছর জোগায় তা নিয়ে আগে একটু পড়াশোনা করে নিন প্লিজ। যত্তসব।

থুতু ফেলব বেশ করব। সরকার আবার রং করে নেবে। আবার থুতু ফেলব। সরকার আবার রং করবে। এই রঙের পয়সার জন্য আমি আপনি প্রতি বছর মোটা ট্যাক্স দিই। সেগুলো কোন চুলোয় যায়?

এই আইন আমিও দেখব না, আমার নাতিও না। আমার নাতির নাতিও না। কী বুঝলেন?

সমাজবিদদের একাংশ এমন আইনের সারবত্তা নিয়ে ইদানীং ক্রমাগত প্রশ্ন করছেন। কণ্ঠ ছাড়ছেন এর বাস্তবায়ন নিয়েও। খাতায়-কলমে জরিমানা হয়তো দ্বিগুণ হল, কিংবা তিনগুণ। কিন্তু তা দিশা পাবে কী করে? তার রেকর্ড রাখবে কে? ধরা যাক, শহরের উত্তর প্রান্তে আজ একজন থুতু ফেলে হাজার টাকা জরিমানা দিলেন। কাল যদি তিনি শহরের দক্ষিণ প্রান্তে একই কাজ করেন, তাহলে বাড়তি হারের জরিমানা দেওয়ার কিংবা আদায়ের নিশ্চয়তা কই? এর জন্য কি তৈরি করা হবে কোনও সেন্ট্রাল ডেটাবেস, যার অ্যাক্সেস থাকবে প্রতিটি থানায়? নাকি হাজার টাকার ভয় দেখিয়ে পঞ্চাশ টাকাতেই কাজ সেরে নেবেন রাস্তায় মোতায়েন করা আইনরক্ষকরা? এসব কথা লিখতে ভালো লাগে না। এফএম রেডিওতে বেজে ওঠে সেই কবেকার গান। আমাদের ছোটবেলা। নচিকেতা। তুমি আসবে বলেই চৌরাস্তার পুলিশটা ঘুষ খায়নি...। দিন বদলায়। সমাজ বদলায় না। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন।

প্রতি দু'মাসে একবার পশ্চিমী দেশে কনফারেন্সে অংশ নিতে যাওয়া পরিচিত এক ডাক্তারবাবু বলছিলেন, অন্য দেশে পা দিলেই আমাদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেগে ওঠে পরিচ্ছন্নতাবোধ। যে লোকটি দিবারাত্র পানমশলা চিবোন, সেই অভ্যেসে ভিনদেশে প্রবেশের পরে বদল আসে না। কিন্তু মুখের মধ্যে জন্মানো পিক অবলীলায় আমরা গিলে যেতে শিখে যাই, অন্তত দিনকয়েকের প্রবাসজীবনের জন্য। বিমান দেশের মাটি স্পর্শ করামাত্র হারেরেরে করে উঠতে শুরু করে কয়েকদিনের অবদমিত সামাজিক বাধ্যতা। জানু পেতে শুষে নেয় রাজপথ।

১৪০ কোটির দেশে আইন কঠোর থেকে কঠোরতর করে যে চিরাচরিত এই অভ্যেস পালটানো যায় না, তা বোঝার জন্য সমাজবিদ হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। যা দরকার, তা হল শুভবোধের জাগরণ। ইন্দ্রাসন চাওয়ার বদলে নিদ্রাসন চেয়েছিলেন কুম্ভকর্ণ। আমাদের মৃদুভাষ তাঁকেও লজ্জা দেবে, সন্দেহ নেই।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯৪২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

১৯৭৪

অভিনেতা পাহাড়ি সান্যাল প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

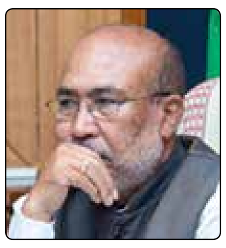

এত দিন ধরে মণিপুরের মানুষদের সেবা করতে পারাটা আমার কাছে সম্মানের। এখানকার লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য সময়মতো পদক্ষেপ করা ও নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

- বীরেন সিং

ভাইরাল/১

অস্ট্রিয়ার ব্রিক্সেন্টাল উপত্যকায় স্কি করার সময় এক স্কিয়ারের সামনে ঘটে 'সান ক্যান্ডল'-এর মতো দুর্লভ দৃশ্য। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বরফের স্ফটিকের ওপর সূর্যের আলো পড়ে একটি উল্লম্ব রশ্মি তৈরি হয়। সেই অপরূপ দৃষ্টিভ্রমের ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

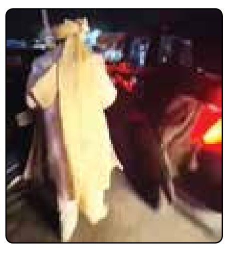

বিয়ে করতে যাওয়ার পথে যানজটে ফেঁসে গিয়েছেন বর। বরযাত্রীরা তাঁকে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। এদিকে বিয়ের তাড়ায় বরযাত্রীদের কাছে দ্রুত পৌঁছোতে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন বর। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন
জনমত

উত্তরবঙ্গের বইমেলা নিয়ে ভাবনায় বদল দরকার

সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায় গিয়েছিলাম। স্কুলে যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম, তখন থেকেই প্রতি বছর যাচ্ছি এই মেলায়। তারপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েছি। ফলে বলা যায়, বহু বছর ধরে এই মেলার পরিবর্তনের সাক্ষী আমি। সেইসঙ্গে যেহেতু উত্তরবঙ্গেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, উত্তরবঙ্গের বইমেলাগুলোও দেখছি ছোটবেলা থেকে।

কোনও আন্তর্জাতিক মানের মেলার সঙ্গে জেলা বইমেলার তুলনা চলে না ঠিকই, কিন্তু বারে বারে মনে হয়েছে উত্তরবঙ্গের মেলাগুলি নিয়ে উপযুক্ত প্রচারের অভাব রয়েছে। একেবারে কমবয়সি পাঠক, ইয়াং জেনারেশনের উপস্থিতি যেভাবে কলকাতা বইমেলায় দেখি, উত্তরবঙ্গের মেলায় সেই উপস্থিতি খুবই নগণ্য। সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের মেলায় বড় প্রকাশক আসেন একেবারে হাতেগোনা। এমনও দেখেছি, পাঠক তাঁর পছন্দের বইটি না পেয়ে ফিরে গিয়েছেন, কিংবা খোঁজ করেও পাননি।

মানছি, কলকাতা বইমেলায় বড় প্রকাশকরা যা বই বিক্রি করেন, জেলা বইমেলায় এলে তাঁদের সেই লাভ বা সেই সংখ্যক বই বিক্রি হয় না। কিন্তু বড় প্রকাশকই তো পারেন ঝুঁকি নিতে, জেলা বইমেলায় প্রতি বছর তাঁদের উপস্থিতি যে পাঠকের ভিড় টানতে পারে, সেকথা ভেবে দেখলে ভালো হয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বইমেলার উদ্যোক্তাদেরও ভাবতে হবে, কী করে বড় প্রকাশনা হাউসকে এই মেলায় শামিল করা যায়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের লেখকদের, প্রকাশনা সংস্থাকে কীভাবে আরও বাড়তি সুবিধা দেওয়া যায়, মেলায় জেলার লেখক-জেলার পাঠকদের মধ্যে একটা যোগসূত্র কীভাবে করা যেতে পারে, সেগুলি ভাবা প্রয়োজন।

ছবি : আবির চৌধুরী

বিপণন এবং প্রচার - এই দুই ঘোড়ায় সওয়ার হলে উত্তরবঙ্গের বইমেলার আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে বলেই মনে হয়। কলকাতা বইমেলার তারিখ অনেক আগে থেকে ঘোষণা করা হয়। এতে প্রচার এবং বিজ্ঞাপনের জন্য হাতে অনেকটা সময় পাওয়া যায়। তেমনটা উত্তরবঙ্গের বইমেলাগুলির ক্ষেত্রেও করা যায় কি? আগে তারিখ ঘোষণা করে অনেকটা সময় হাতে নিয়ে প্রচার, বিজ্ঞাপন ও বিপণনে নজর দিলে উত্তরবঙ্গ বইমেলার কলেবর আরও বাড়তে পারে। তেমনটা হলে উত্তরবঙ্গের পাঠক, বইপ্রেমী, প্রকাশক আর লেখকদের মুখের হাসিই আরও চওড়া হবে।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তালিবান শাসনই মনে করাচ্ছে বাংলাদেশ

মুজিবুরের বাড়ি ধ্বংস করে কিছু বাংলাদেশি যেভাবে উল্লাস করল, তাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় হয়।

কৃষ্ণ দেব

আমরা ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তানের তালিবানি শাসন সম্পর্কে কমবেশি অবহিত। আইএসের কথাও শুনতাম, কিন্তু বাড়ির পাশে বাংলাদেশে যে আইএসের পতাকা উড়বে তা কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! যা ছিল নিছক ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন তার মধ্যে যে এত বড় নীল নকশা ছিল শুরুর সময় তা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার দর্শকরা বিন্দুমাত্র টের পাইনি! সাধারণ মানুষের আবেগকে কাজে লাগাতে এতদিন 'লাল সবুজ পতাকা'কে ঢাল হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে, এখন তাদের নখদন্ত সামনে বেরিয়ে আসছে। যা দেখা গেল ঢাকায় ৩২ ধানমন্ডি এবং সুধা সদন ভাঙার সময়। ওখানেই প্রকাশ্যে আইএসের পতাকা উড়ল!

বাংলাদেশে আমাদের অসংখ্য বন্ধু আছেন, যাঁরা প্রগতিশীল, মুক্তমনা, যাঁরা বাহান্নর ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ সেই মানুষগুলি, যাঁদের মুখে সেলো টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, টুঁ শব্দ করলেই ঘ্যাচাং! তাঁরা কেউ কারাগারে বন্দি না থাকলেও মানসিকভাবে তাঁরা কারাবাস করছেন এটুকু আমি নিশ্চিত হয়েছি। যে ভদ্রমহিলা মুজিবের বাড়িতে ধ্বংসযজ্ঞের সময় ওখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁর কেমন দশা হল সেটা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করলাম।

একদিন এই আইএসের লোকেরা বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত মিউজিয়ামটিতে সংরক্ষিত মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন ধ্বংস করার পাশাপাশি সংরক্ষিত বহু মূল্যবান বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ্যে ভেঙে পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাঠক মিল খুঁজে পাবেন বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তিকে কামান দেগে ধ্বংস করে দেওয়ার সঙ্গে, বাংলাদেশজুড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে। সেখানে প্রগতিশীল মুক্তমনা মুসলমান প্রমাদ গুনছেন উগ্র মৌলবাদীদের এই পদধ্বনিতে, যারা বাংলাদেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নতুন প্রজন্মের মুসলমান তরুণ-তরুণীরা পারবেন তো ঘরে বসে থাকতে? বাহান্নর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এরপর গাইতে পারবেন তো? 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' তো কোমায় আচ্ছন্ন।

বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির অবস্থার কমবেশি প্রভাব আমাদের উত্তরবঙ্গে পড়ছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান এবং কাঁটাতার দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তর বাংলার তিনটি সীমান্ত এলাকায় রণংদেহি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে অনেকেই এপারে চলে আসছেন, উত্তর বাংলার বিভিন্ন শহরে তাঁরা ভিড় করছেন! আবার সম্প্রতি বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে, যাদেরকে জঙ্গি হিসেবে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশেষ করে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বৃহত্তর বাংলা এবং চিকেন নেক নিয়ে বক্তব্যকে খুব হালকা করে দেখা উচিত নয় কেন্দ্র ও রাজ্যের।

অতীতে সুযোগ হয়েছিল ৩২ ধানমন্ডির মুজিবের বাড়িটিতে যাওয়ার। চারদিক কাচে ঘেরা একটি শোকেসে দেখেছিলাম শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত লুঙ্গি, পাজামা, পাঞ্জাবি। দেখেছিলাম জুতো, তাঁর বিখ্যাত সেই চশমা এবং চুরুটের পাইপ। আলমারিতে প্রচুর বই, উঁকি মারছিলেন রবীন্দ্রনাথ! ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ভোররাতে এই বাড়িতেই সপরিবার নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সারা ঘরে বুলেটের চিহ্ন, জল্লাদদের এলোপাতাড়ি গুলিতে শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র রাসেলের মাথার চুল সহ খুলির অংশ সিলিংয়ে গেঁথে যায়। সেটিও সেভাবেই ওখানে সংরক্ষিত ছিল।

সেই বাড়ি যখন ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তখন বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর আশা থাকে না।

(লেখক ধূপগুড়ির বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬১

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। খুব রাগী একজন মুনি, শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ৪। ভারতীয় সংগীতের একটি পরিচিত রাগ ৫। ভারবাহী অথবা ঘোড়া ৭। জলের জন্য চামড়ার থলে ৮। মাটিতে শুয়ে প্রণাম করা ৯। মুশকিল অথবা দিগদারি ১১। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ১৩। তৈলবীজ, গায়েও থাকতে পারে ১৪। সরস্বতীর বাহন ১৫। জেলে অথবা ব্যাধ।

উপর-নীচ : ১। যেখানে যাওয়া কষ্টকর ২। প্রাক্তন বা পুরোনো বিষয় ৩। টাইগ্রিস নদীর তীরে শহর ৬। আচমকা অথবা বিনা নোটিশে ৯। রয়ে সয়ে নয়, খুব তাড়াতাড়ি ১০। হাতে পয়সার অভাব ১১। অন্য পুরুষের আসক্তি নারী ১২। রাশিচক্রে আছে।

সমাধান ■ ৪০৬০

পাশাপাশি : ১। বহির্বাস ৩। উদ্যান ৫। নয়ানজুলি ৭। মশান ৯। ভোমরা ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। নবনীত।

উপর-নীচ : ১। বকলম ২। সমন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। শাকট ১০। রাষ্ট্রদূত ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রসুন।

বিন্দুবিসর্গ

আপের পর হাত নিশানায় তৃণমূল

বঙ্গেও ‘একলা চলা’র ভাবনা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা ভোটে শূন্য পাওয়ার হ্যাটট্রিক করেছে কংগ্রেস। কিন্তু সেই ব্যর্থতার মধ্যেই একচিলতে আশার আলো জাগিয়েছে প্রাপ্ত ভোটের হারের সামান্য বৃদ্ধি। এই ‘যৎসামান্য’ সাফল্যকে পুঁজি করে দিল্লির পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও একলা চলার ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সর্বভারতীয়স্তরে ইন্ডিয়া জোট থাকলেও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বরাবরই ‘একলা চলো’র নীতিতে বিশ্বাসী। কেরল, তামিলনাড়ু, বিহার, মহারাষ্ট্রের মতো কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে বাকি সর্বত্র কংগ্রেস এবং বাকি ইন্ডিয়া শরিকদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। তাই একের পর এক রাজ্যে দলের নির্বাচনি ভরাডুবি হওয়ার পর ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বভার কংগ্রেসের হাতে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূলের মতো কিছু শরিক। ন্যাশনাল কনফারেন্সের মতো কিছু দল দিল্লির ফলাফল নিয়ে আপ-কংগ্রেস খেয়োখেয়িকে কাঠগড়ায় তুলেছে। কিন্তু তারপরও নিজেদের অবস্থান বদলাতে নারাজ কংগ্রেস। বরং দিল্লিতে আপের হারের দায় তাদের নয় বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে হাত শিবির।

আপের যাত্রা ভঙ্গ করার অভিযোগ গায়ে না মাখলেও একই পদ্ধতিতে এবার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে চাইছে কংগ্রেস। দিল্লির মতো বাংলাতেও কংগ্রেসের সংগঠনের হাল অত্যন্ত খারাপ। বিধানসভাতেও তাদের কোনও সদস্য নেই। এই পরিস্থিতিতে ভাঙাচোরা সংগঠনের হাল সামলাতে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সরিয়ে নতুন প্রদেশ সভাপতি করা হয়েছে শুভঙ্কর সরকারকে। তিনি প্রদেশ সভাপতি হওয়ার পর কংগ্রেস সাংগঠনিকভাবে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেনি ঠিকই। তবে আরজি কর থেকে কল্যাণীর অবৈধ বাজি কারখানা সহ একাধিক ইস্যুতে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা দীর্ঘদিন বাদে নিয়মিতভাবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেছেন।

সূত্রের খবর, সংসদের বাজেট অধিবেশন শেষ হলেই পশ্চিমবঙ্গ

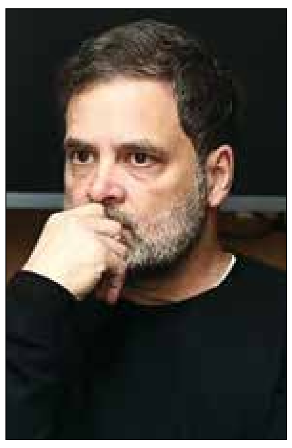

সফরে আসতে পারেন রাহুল গান্ধি। রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই যে জারি রয়েছে দলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকদের, সেই বার্তা দিতে পারেন তিনি। ‘ভারত জোড়ো’র ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গে একটি পদযাত্রাও বের করার চিন্তাভাবনা রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের অন্দরে। তৃণমূল, আপের মতো দলগুলি যেহেতু ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধির নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা দেখিয়েছে, তাই রাজ্যস্তরে তাঁদের ছেড়ে কথা বলতে নারাজ হাত শিবির। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগামী বছর বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে জোটের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আবার আলিমুদ্দিনের একাংশের আপত্তি থাকলেও প্রকাশ কারাতের নেতৃত্বাধীন সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বা সমঝোতা কোনও কিছুতেই আগ্রহী নন। বরং আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে সীতারাম ইয়েচুরি-হীন সিপিএম আবারও কংগ্রেস এবং বিজেপির থেকে সমদূরত্বের লাইনে ফিরে যেতে পারে বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এই অবস্থায় রাহুল গান্ধির ভোকাল টনিক মেনে পশ্চিমবঙ্গেও একক ক্ষমতায় তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই প্রদেশ কংগ্রেসের সামনে।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট ছিল। কিন্তু সেবার দুটি দলই শূন্য পেয়েছিল। কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ২.৯৩ শতাংশ ভোট। ২০১৬ সালে অবশ্য সারদা-নারদা কেলেঙ্কারিকে সামনে রেখে সিপিএম-কংগ্রেস ভালো ফল করেছিল। সেবার কংগ্রেস ৪৪টি আসন জিতেছিল এবং ১২.২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০১১ সালে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে কংগ্রেস পেয়েছিল ৪২টি আসন এবং ৯.০৯ শতাংশ ভোট। ২০০৬ সালে ২১টি আসন এবং ১৪.৭১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০০১ সালে তৃণমূলের সঙ্গে ঝটিকা জোট করেও কংগ্রেস পেয়েছিল ২৬টি আসন এবং ৭.৯৮ শতাংশ ভোট। ১৯৯৬ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস জিতেছিল ৮২টি আসন এবং ৩৯.৪৮ শতাংশ ভোট। ২০২৬ সালে হারানো দিনগুলি ফিরিয়ে আনাই লক্ষ্য প্রদেশ কংগ্রেসের।

নাচানাচি করে বিতর্কে অতিশী

পদ্মে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার অনেকেই ■ কেজরিকে তোপ প্রশান্তের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রেমদিবসেই কি দিল্লিবাসীকে ভালোবাসার বার্তা দিয়ে পথ চলা শুরু করবেন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের নতুন মুখ্যমন্ত্রী? স্পষ্ট করে কিছু বলা না হলেও তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে বিজেপি সূত্রে। ১২ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে ১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর দেশে ফেরার কথা। গেরুয়া শিবিরের খবর, মোদি দেশে ফেরার পরই দিল্লিতে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। তবে দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। দীর্ঘ ২৭ বছর পর দিল্লিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। আপের পাশাপাশি গেরুয়া ঝড়ে ধরাশায়ী হয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী তাঁর আসনে জয়ী হয়েছেন। আগামী সপ্তাহে উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানাতে যাবে বিজেপি। তার আগে বিজেপির একটি পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে উপরাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে।

তবে এখনও পর্যন্ত তাদের মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন সেটা স্পষ্ট নয়। বিজেপি দপ্তরে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী নাম বাছাই করতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসেছিল। তাতে পরবেশ সাহিব সিং বর্মা, বিজেন্দর গুপ্তা, সতীশ উপাধ্যায়ের পাশাপাশি আশিস সুদ, জিতেন্দ্র মহাজনের মতো একাধিক নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, বিজেপি দিল্লিতে এবার নতুন অথবা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আনার পক্ষপাতী।

দল হেরেছে, তারপরেও নিজে জেতায় এভাবেই নাচানাচি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। যা নিয়ে বিতর্ক।

এদিকে রবিবার উপরাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন অতিশী। পরে আপের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই বৈঠকের পর অতিশী বলেন, ‘আমরা দায়িত্বশীল বিরোধীর ভূমিকা পালন করব। মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে প্রতিমাসে দেওয়ার প্রকল্পটি মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে পাশ করানো হবে বলে কথা দিয়েছিল বিজেপি। সেটা যাতে শেষপর্যন্ত হয় আমরা তা সুনিশ্চিত করব।’

তবে অতিশী যাই বলুন, আপের হারের পর কেজরিওয়ালের দলকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতে ছাড়ছেন না কেউই। রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল রবিবার অতিশীকে নিশানা করেন। তিনি একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, দলের দুর্দিনেও কালকাজি আসনে জয়ের পর সমর্থকদের সঙ্গে নাচানাচি করছেন অতিশী। স্বাতীর তোপ, ‘এটা কেমন নির্লজ্জ প্রদর্শন? দল হেরে গেল। সমস্ত বড় নেতা হেরে গেলেন। অথচ অতিশী মারলেনা এভাবে জয় উদযাপন করছেন?’ অন্যদিকে আপের ভরাডুবির জন্য কেজরিওয়ালকে দায়ী করেছেন একদা তাঁর সঙ্গী তথা বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘বিকল্প রাজনীতির জন্য স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক মঞ্চ হিসেবে তৈরি হওয়া আপকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল একটি সুপ্রিমো নির্ভর, অস্বচ্ছ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত দলে পরিণত করেছেন। কেজরিওয়াল ৪৫ কোটি টাকা দিয়ে নিজের জন্য শিশমহল তৈরি করেছেন। বিলাসবহুল গাড়িতে চেপে ঘোরেন।’ প্রশান্ত ভূষণের তোপ, ‘উনি ভেবেছিলেন শুধু প্রচারের মাধ্যমেই রাজনীতি করা সম্ভব। এটাই আপের শেষের শুরু।’ ২০১৫ সালে আপ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন প্রশান্ত ভূষণ।

মহাকুম্ভে ফের আগুন, আজ যাচ্ছেন মুর্মু

প্রয়াগরাজ, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার মহাকুম্ভ মেলায় যাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ত্রিবেণি সংগমে তিনি পুণ্যস্নানও করবেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও পুণ্যস্নান করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবন জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার ৮ ঘণ্টা মহাকুম্ভ মেলায় থাকবেন। সংগম ঘাট, বড়ে হনুমান মন্দির এবং অক্ষয়বটে পুজো করবেন তিনি।

এদিকে কুম্ভমেলায় দুর্ঘটনা যেন থামতেই চাইছে না। রবিবার ফের মেলার ১৯ নম্বর সেক্টরে একটি তাঁবুতে আগুন লাগে। অবশ্য দমকল সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এর আগে জানুয়ারি মাসেও এই ১৯ নম্বর সেক্টরে আগুন লেগেছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করেই আগুন লেগেছে।

ছত্তিশগড়ে সংঘর্ষে হত ৩১ মাওবাদী

রায়পুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ফের বড়সড়ো সাফল্য পেল সরকারি বাহিনী। রবিবার বিজাপুরে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩১ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন দুই জওয়ান। তাঁদের মধ্যে একজন জেলা রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) সদস্য। অন্যজন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) কর্মী। আরও ২ আহত জওয়ানকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে মহারাষ্ট্র সীমান্তের কাছে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যানে মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে অভিযান শুরু করে পুলিশ-আধাসেনার যৌথবাহিনী। রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে এসটিএফ এবং ডিআরজি অভিযানে

নিহত ২ নিরাপত্তাকর্মী

শামিল হয়েছিল। বাহিনীকে দেখতে পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা গুলি চালান নিরাপত্তাকর্মীরা। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। আহতদের নিয়ে মাওবাদীদের দলটি গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ বলেন, ‘বিজাপুরের জাতীয় উদ্যান এলাকার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৩১ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। তাদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহগুলি শনাক্তকরণের কাজ চলছে।’ মাওবাদীদের ফেলে যাওয়া একে৪৭, এসএলআর, ইনসাস, পয়েন্ট ৩০৩, বিজিএল লঞ্চার সহ প্রচুর গুলি ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে নিহত ২ নিরাপত্তাকর্মীর স্মরণে শোকবার্তা পোস্ট করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের জওয়ানদের এই আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ২০২৬-এর মার্চের মধ্যে রাজ্যকে মাওবাদী মুক্ত করব। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে আমাদের বাহিনী।’

দিল্লির ভোটে ওয়াইসির ছায়া

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এক দশক বাদে দিল্লিতে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি। ৬৭ থেকে ২৩-এ নেমে এসেছে আম আদমি পার্টির (আপ) আসন। বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা কোনওক্রমে জিতলেও অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া সহ আপের অধিকাংশ প্রথম সারির নেতা হেরে গিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলির পাশাপাশি একাধিক সংখ্যালঘু প্রভাবিত এলাকায় বিজেপির কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছেন আপ প্রার্থীরা। ভোটের ফল থেকে স্পষ্ট সংখ্যালঘু ভোটের একাংশ এবার কেজরিওয়ালের দলের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বদলে যাওয়া সমীকরণের নেপথ্যে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সদ্যসমাপ্ত দিল্লি বিধানসভা ভোটে মাত্র ২টি কেন্দ্রে প্রার্থী

দিয়েছিল মিম। ২টিতেই ওয়াইসির দল হারলেও ভোট কেটে আপের হার নিশ্চিত করেছে। মিমের উপস্থিতির কারণেই প্রায় ৪০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত মুস্তাফাবাদে আপের আদিল আহমেদ খানকে ১৭ হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন বিজেপি প্রার্থী মহন সিং বিস্ত। সেখানে মিমের ঝুলিতে গিয়েছে ৩৩ হাজারের বেশি ভোট। একইভাবে ওখলাতেও আপের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে থাবা বসিয়েছে মিম। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জঙ্গপুরায় আপ প্রার্থী তথা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বিজেপির কাছে হেরে গিয়েছেন। একই ঘটনা ঘটেছে কস্তুরবানগর, কারওয়াল নগর, শাহদরাত, শকুর বস্তিতে। ওই কেন্দ্রগুলিতে সামান্য হলেও ভোট বেড়েছে কংগ্রেসের।

একদিকে সংখ্যালঘু ভোটে বিভাজন, অন্যদিকে সংখ্যাগুরু ভোটের সিংহভাগ বিজেপির বাক্সে যাওয়া, দুই প্রবণতা দিল্লিতে বিজেপির উত্থান এবং আপের পতনের কারণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। যে প্রবণতাকে তীব্রতর করেছে দিল্লির ভোটে মিমের উপস্থিতি।

তেজস যুদ্ধবিমানে সওয়ার বায়ুসেনা প্রধান এপি সিং এবং সঙ্গী সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। বেঙ্গালুরুতে।

দক্ষিণের পক্ষে আমেরিকা, ক্ষুব্ধ কিম

পিয়ংইয়ং, ৯ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সম্পর্ক উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। তাই নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ারকে আরও সমৃদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিম সরকার। সেনাবাহিনীর উদ্দেশে এক ভাষণে একথা জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার কোরিয়া নীতিতে বদল আনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিম জং উনের সঙ্গে পুরোনো সখ্য ঝালিয়ে নেওয়ার বার্তা দেন তিনি। তারপরেও কিমের চড়া মেজাজ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কোরিয়ান পিপলস আর্মির ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেওয়া ভাষণে কিম বলেছেন, ‘আমেরিকা-জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ার ত্রিপাক্ষিক সামরিক অংশীদারি এবং ন্যাটোর মতো আঞ্চলিক সামরিক ব্লক গঠনের চক্রান্ত কোরীয় উপদ্বীপে সামরিক ভারসাম্যহীনতাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এটি একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।’

তেজস্বীর দাবি

পাটনা, ৯ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা ভোটের ফলের কোনও প্রভাব বিহারে আসন্ন বিধানসভা ভোটে পড়বে না বলে দাবি করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি রবিবার বলেন, ‘বিহার তো বিহারই। এটা সবাইকে বুঝতে হবে।’ চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে তেজস্বী বলেন, গণতন্ত্রে জনতাই জনার্দন। দিল্লিতে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছে আশা করবে সেগুলি তারা পালন করবে। জুমলাবাজি করবে না।’

আদালতে ধাক্কা মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ৯ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-র প্রায় ১০ হাজার কর্মীকে সবেতন ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ জারি করেছেন ফেডারাল আদালতের বিচারপতি কার্ল নিকোলাস। শনিবার রায় ঘোষণার সময় তিনি জানান,

ইউএসএআইডির কর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের ওপর সাময়িকভাবে স্থগিতাদেশ জারি করা হচ্ছে। আপাতত ১৪ ফেব্রুয়ারি মাঝরাত পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ কার্যকর থাকবে।

ইউএসএআইডির ১০ হাজার কর্মীর দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকার বাইরে কাজ করেন। তাঁদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরাও দেশের বাইরে রয়েছেন। ১২০টি দেশে ছড়িয়ে থাকা কর্মীদের সপরিবারে ৩০ দিনের মধ্যে সরকারি খরচে আমেরিকায় ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ফেডারাল আদালত সেই বাধ্যবাধকতা থেকেও কর্মীদের মুক্তি দিয়েছে। ইউএসএআইডি হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ত্রাণ সরবরাহকারী সংস্থা। মার্কিন সরকার, পুঁজিপতি, কর্পোরেট ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির পাশাপাশি অসংখ্য সাধারণ মানুষ এই সংস্থার মাধ্যমে বিদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা করেন। ইউএসএআইডির বার্ষিক বাজেট ৪০ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা মার্কিন সরকারের জাতীয় বাজেটের প্রায় ৬ শতাংশ।

সংস্থাটি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে ট্রাম্পের যুক্তি, ইউএসএআইডি কট্টর বামপন্থীদের দখলে চলে গিয়েছে। এখানে দুর্নীতি অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছে। এটিকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ইউএসএআইডির ৬১১

ইউএসএআইডি কর্মীদের ছুটির সিদ্ধান্ত

জন কর্মী বাদে সবাইকে ছুটিতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এপ্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, সরকারের পদক্ষেপ সংস্থাটিকে বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি নেননি প্রেসিডেন্ট। অথচ ফেডারাল আইন অনুযায়ী, একমাত্র কংগ্রেসেরই ইউএসএআইডি বন্ধ করার এক্তিয়ার রয়েছে।

এদিন আদালতের নির্দেশের পর আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ইউএসএআইডি-র অফিসগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলেছে। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন ইউএসএআইডির প্রাক্তন প্রধান সামান্থা পাওয়ার। তিনি বলেন, ‘আমরা আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে খরচ সাপেক্ষ ও খারাপ বিদেশনীতির ভুলগুলির একটির সাক্ষী হয়েছি।’

গৃহবন্দি মেহবুবা, দাবি মেয়ের

শ্রীনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি : নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে এক ট্রাক চালকের মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কাশ্মীর। নিহত ট্রাক চালক ওয়াসিম মাজির মীরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বারামুল্লার সোপারে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তাঁর মেয়ে ইলতিজা মুফতির অভিযোগ, সোপারে যাওয়া দুরস্ত তাঁকে বাড়ি থেকেই বার হতে দেয়নি পুলিশ প্রশাসন। মেহবুবার বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া হয়েছে। গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে।

এক্স পোস্টে ইলতিজা মুফতি লিখেছেন, ‘আমার মা এবং আমাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। আমাদের গেটগুলি তালাবদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, মায়ের সোপারে যাওয়ার কথা ছিল, যেখানে ওয়াসিম মীরকে সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে।’ বুধবার রাতে সোপারে সেনার চেকপোস্ট ভেঙে ট্রাক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন মীর। জঙ্গি সন্দেহে তাঁকে ঠেকাতে গুলি চালান নিরাপত্তাকর্মীরা। মৃত্যু হয় ওই ট্রাকচালকের। ওই দিনই কাঠুয়ার বাতদি গ্রামে মাখন দীন নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেন। পুলিশি নিগ্রহের জেরে ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সেই প্রসঙ্গ টেনে মেহবুবা কন্যা লিখেছেন, ‘আমি আজ কাঠুয়ায় মাখন দীনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে বাইরে বার হতে দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচনের পরেও কাশ্মীরে কিছুই বদলায়নি। এখন নিহতদের পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।’

রাজধানীতে কমল মহিলা বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রায় তিন দশক পর দিল্লি বিধানসভায় বিপুল জয় ঘিরে উচ্ছ্বসিত বিজেপি। দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চলকে বিশ্বমানের করবেন বলে বিজয়বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু এই তীব্র উচ্ছ্বাসের মধ্যেই বিধানসভায় কমে গেল দিল্লির অর্ধেক আকাশের প্রতিনিধিত্ব। ৭০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫টিতে মহিলা প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে বিজেপির ৪ এবং আপের অতিশী রয়েছেন। শুধু মহিলা সদস্যই নয়, দিল্লি বিধানসভায় এবার তরুণ বিধায়কের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। নতুন বিধায়কদের মধ্যে ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী বিধায়ক রয়েছেন প্রায় ১৩ শতাংশ। গতবারের থেকে যা ১০ শতাংশ কম।

দিল্লিতে ৬৯৯ জন প্রার্থী এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৯৬ জন ছিলেন মহিলা প্রার্থী। এর মধ্যে বিজেপি ও আপের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ জন করে। কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় ৭ জন মহিলা ছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী ছাড়া বাকি মহিলা বিধায়করা হলেন নজফগড়ের বিজেপি বিধায়ক নীলম পহেলওয়ান, শালীমার বাগের বিজেপি বিধায়ক রেখা গুপ্তা, ওয়াজিরপুরের বিজেপি বিধায়ক পুনম শর্মা এবং গ্রেটার কৈলাসের বিজেপি বিধায়ক শিখা রায়। ২০২০ সালে ৭৬ জন মহিলা প্রার্থী ভোটযুদ্ধে নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জয়ী হয়েছিলেন ৮ জন। দিল্লিতে বিজেপির মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনজন। বিজেপির সুষমা স্বরাজ, কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত এবং আপের অতিশী।

হৃদরোগে মৃত্যু শ্রদ্ধার বাবার

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিচার এখনও অধরা। এরই মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন শ্রদ্ধা ওয়াকারের বাবা বিকাশ ওয়াকার। রবিবার সকাল থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ২০২২ সালের মে মাসে দিল্লিতে লিভ-ইন সঙ্গীর হাতে খুন হন শ্রদ্ধা ওয়াকার। তাঁর দেহ ৩৫ টুকরো করে কিছুদিন ফ্রিজে রেখে পরে জঙ্গলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দেয় অভিযুক্ত আফতাব পুনাওয়ালা। দিল্লির মেহেরৌলি এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন তাঁরা। এখনও চলছে মামলা। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে মেয়ের বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যান বিকাশ। এমনকি তদন্তের কারণে শ্রদ্ধার দেহাংশও পরিবারের হাতে তুলে না দেওয়ায় হয়নি শেষকৃত্যও।

হ্যারিকে তাড়াবেন না ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৯ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ লক্ষ অভিবাসীকে আমেরিকা থেকে বের করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার অভিবাসীকে দেশছাড়া করে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে হাঁটতেও শুরু করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটেনের ছোট রাজকুমার হ্যারি তাঁর স্ত্রী মেগান মর্কেল ও ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বহুদিন ধরে আমেরিকায় রয়েছেন।

তাঁকেও কি ফেরত পাঠানো হবে? শনিবার প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে সেই সম্ভাবনার কথা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু হ্যারিকে স্বস্তি দিতে গিয়ে তিনি যেসব কথা বলেছেন, তাতে ব্রিটিশ রাজকুমারের অস্বস্তি বেড়েছে। ট্রাম্পের বক্তব্য, ‘আমি এই ধরনের

‘ওঁর স্ত্রী খুব ভয়ঙ্কর মহিলা’

পদক্ষেপের পক্ষপাতি নই। আমি ওঁকে (হ্যারি) একা করে দিতে পারি না। এমনিতেই স্ত্রীকে নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন হ্যারি। ওঁর স্ত্রী খুব ভয়ংকর মহিলা। আমি চাই না হ্যারি আরও সমস্যায় পড়ুন।’

মার্কিন নাগরিক তথা অভিনেত্রী মেগান মর্কেলকে বিয়ের পর থেকেই সংবাদমাধ্যমের চর্চায় রয়েছেন হ্যারি। বিভিন্ন সময় মেগানকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ রাজকুমারের সঙ্গে রাজপরিবারের সদস্যদের ঝামেলা, টানাপোড়েনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব খবরের সঙ্গে সংগতি রেখে ব্রিটেন ছেড়ে আমেরিকায় থাকতে শুরু করেছেন হ্যারি-মেগান।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হ্যারিকে তেমন কথা বলতে দেখা যায়নি। দাদা তথা ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রথম উত্তরাধিকারী প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গেও হ্যারির সম্পর্ক শীতলতর হওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে অভিবাসন ইস্যুতে হ্যারি-মেগানের সম্পর্ক নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

গুলেন বারে

একশো বছরেরও বেশি পুরোনো রোগ, এখন আবারও খবরের শিরোনামে। ১৯১৬ সালে জর্জ গুলান, জাঁ আলেকজান্দ্র বারে এবং আন্দ্রে স্ট্রোল প্রথম যে বিরল রোগটির বর্ণনা দিয়েছিলেন তা আজও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি এক লক্ষে মাত্র এক-দুজন আক্রান্ত হওয়ায় এটি খুব পরিচিত নয়, তবে সম্প্রতি পুনেতে আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে এটি আলোচনায় এসেছে। এই রোগটি নতুন কিছু নয়, তাই অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো উচিত নয়। আলোচনায় দুই বিশেষজ্ঞ।

পায়ের দুর্বলতাকে উপেক্ষা নয়

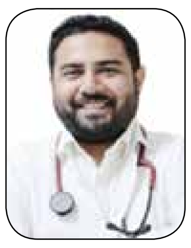

ডাঃ এম এম সামিম
নিউরোলজিস্ট, নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

গুলেন বারে সিনড্রোম (জিবিএস)

জিবিএস একটি বিরল নিউরোলজিক্যাল ব্যাধি, যেখানে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুল করে স্নায়ুকে আক্রমণ করে। ফলে পেশির দুর্বলতা এবং পক্ষাঘাত হতে পারে। এটি পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং সাধারণত কম ও মধ্যবয়সিদের আক্রান্ত করে।

রোগের কারণ

- গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিছু ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস সংক্রমণের পর শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) অতি সক্রিয় হয়ে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস ধ্বংস করতে সাহায্য করে। তবে কখনো-কখনো এই অ্যান্টিবডিগুলো ভুলবশত শরীরের নিজস্ব স্নায়ুকে আক্রমণ করে, নার্ভের সুরক্ষামূলক আবরণ (মায়েলিন) নষ্ট করে এবং এর কার্যক্ষমতা ব্যাহত করে।
- ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি নামের একটি ব্যাকটিরিয়া সাধারণত খাবারে বিষক্রিয়া (ফুড পয়জনিং)-র জন্য দায়ী। এতে পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে, যা জিবিএসের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
- এছাড়া রয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, কোভিড-১৯ এবং অন্য ভাইরাল সংক্রমণ
- এপস্টাইন-বার ভাইরাস এবং সাইটোমেগালোভাইরাস
- কিছু ভ্যাকসিন নেওয়ার পর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অতিসক্রিয়তা

জীবনের ঝুঁকি ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল

- কিছু রোগীর হার্ট ও অটোনমিক নার্ভের ক্ষতি হতে পারে
- ৮০ শতাংশ রোগী এক বছর পর স্বাধীনভাবে হাঁটতে সক্ষম হন
- গুরুতর ক্ষেত্রে শ্বাসযন্ত্রে সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে

ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়

- যদি, বয়স ৬০ বছরের বেশি হয়
- খুব দ্রুত দুর্বলতা বাড়ে
- ভেন্টিলেটারের প্রয়োজন হয়
- নার্ভের গুরুতর ক্ষতি হয় (এনসিএস পরীক্ষায়)

প্রাথমিক লক্ষণ

- পায়ের দুর্বলতা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে
- সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা ওঠা-বসায় অসুবিধা
- পায়ের আঙুলের শক্তি কমে যাওয়া, চপ্পল ধরে রাখতে না পারা
- হাতের দুর্বলতা, মাথার ওপরে হাত তুলতে সমস্যা
- মুঠো শক্ত করতে অসুবিধা, রুটি ছেঁড়া বা খাওয়া কঠিন হয়ে পড়া
- হাতে-পায়ে ঝিনঝিন বা জ্বালাপোড়া অনুভূতি
- মারাত্মক ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট, কথা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া
- খাবার গিলতে সমস্যা বা কথা নাকে নাকে হওয়া
- মারাত্মক ব্যথা
- হার্টে রেট ও রক্তচাপ ওঠানামা করা

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

- **শারীরিক পরীক্ষা :** নিউরোলজিস্টের মাধ্যমে করা হয়
- **নার্ভ কনডাকশন স্টাডি (এনসিএস/এনসিভি) :** নার্ভের মধ্যে কারেন্টের প্রবাহ কেমন তা দেখার মাধ্যমে নার্ভের কতটা বা কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে তা বোঝা যায়।
- **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (সিএসএফ) পরীক্ষা :** পিঠের নীচের অংশ থেকে একটি সুচ ঢুকিয়ে জল নিয়ে পরীক্ষা করা (লাম্বার পাংচার)

চিকিৎসা

- ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন (আইভিআইজি) বা প্লাজমা এক্সচেঞ্জ থেরাপি - দুটি পদ্ধতিই কার্যকর
- আইভিআইজি সাধারণত ৫ দিন এবং প্লাজমা থেরাপি ১০ দিন ধরে চলে
- ফিজিওথেরাপি রোগীর পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
- ভিটামিন B-1 ও B-12 গ্রহণ করলে সেরে ওঠার হার বাড়তে পারে
- রেসপিরেটরি সাপোর্ট : গুরুতর ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তার জন্য ভেন্টিলেটারের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

- খাবার আগে অবশ্যই হাত ধোয়া
- শৌচক্রিয়া শেষে বা অন্যান্য সময়েও হাত পরিষ্কার রাখা
- ফল খাবার আগে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া
- রান্না করার আগে সবজি ভালো করে ধুয়ে নেওয়া
- আধ রান্না করা পোলট্রি না খাওয়া

- ফোটানো দুধ ও জলের ব্যবহার
- সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ভ্যাকসিন নেওয়া
- বাইরের খাবার, বিশেষত স্ট্রিট ফুড যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা
- পুষ্টিকর খাবার ও নিয়মিত ব্যায়াম করা
- ভ্যাকসিন নেওয়ার পর সতর্কতা অবলম্বন করা
- অতিরিক্ত মদ্যপান না করা
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল যেমন – কমলালেবু, পেয়ারা, আমলকী প্রভৃতি খেতে হবে।

ভ্যাকসিনেও সতর্ক থাকুন

ডাঃ জয়দীপ দে
নিউরোলজিস্ট, রুদ্রাক্ষ সুপারস্পেশালিটি কেয়ার

গুলেন বারে (জিবিএস) বিরল কিন্তু গুরুতর অটোইমিউন ডিসঅর্ডার, যাতে শরীরের ইমিউন সিস্টেম ভুল করে পেরিফেরাল নার্ভে অ্যাটাক করে। সাধারণত আমাদের যখন ভাইরাল বা ব্যাকটিরিয়াল সংক্রমণ হয় তখন আমাদের ইমিউন সিস্টেম সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়াল সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে আমাদের শরীরের ভেতরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় সেটা নার্ভের প্রোটিন উপাদানের মধ্যে ওই ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। ফলে সে ভুল করে নার্ভের মায়েলিন শিথে আক্রমণ করে যাতে নার্ভের ক্ষতি হয়। গুরুতর ক্ষেত্রে স্নায়ুর মূল গঠনকারী অ্যাক্সনগুলিরও ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় নার্ভের মাধ্যমে ইলেক্ট্রিক্যাল ইমপালসের গতি ধীর হয়ে যায় বা ক্ষতি হতে পারে। ফলে পেশি দুর্বলতা, প্যারালাইসিস এবং গুরুতর ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়কারী জটিলতা দেখা দিতে পারে। জিবিএসের সঠিক কারণ অজানা, তবে সংক্রমণ যেমন, শ্বাসযন্ত্রে অসুস্থতা, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ইনফেকশন এবং কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন দায়ী হতে পারে।

জিবিএস বছরে প্রতি এক লক্ষের মধ্যে এক থেকে দুজনকে প্রভাবিত করে। যদিও বিরল, কিন্তু রোগটি যাঁদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাঁদের সেরে উঠতে মাসখানেক এমনকি বছরখানেকও লেগে যেতে পারে।

অন্য স্নায়বিক অবস্থার সঙ্গে মিল থাকায় গুলেন বারে সিনড্রোম নির্ণয় করা খানিক চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। চিকিৎসকরা রোগনির্ণয়ের জন্য সাধারণত লস অফ রিফ্লেক্সেস, নার্ভ কনডাকশন স্টাডিজ (এনসিএস) এবং স্পাইনাল ফ্লুইড অ্যানালিসিস করে থাকেন।

যেহেতু জিবিএসের কোনও প্রতিকার নেই, তাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য, লক্ষণ কমানো এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

বেশিরভাগ জিবিএস রোগী উপসর্গ দেখা দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কারও পূর্ণ শক্তি ফিরে পেতে বছর লেগে যায়। কারও বা সুস্থ হতে দু'বছর লেগে যায়। কারও বা দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা, অবসাদ বা ক্লান্তি এবং নার্ভের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া মারাত্মক জটিলতা থেকে দীর্ঘস্থায়ী অক্ষমতা তৈরি হতে পারে, যদিও এমন ঘটনা বিরল। মৃত্যুর হার প্রায় ২ থেকে ৫ শতাংশ।

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও শুরুতেই রোগ নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে জিবিএস রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

জিবিএস যেহেতু বিরল রোগ, তাই অনেক সময় শারীরিক জটিলতা না পাকানো পর্যন্ত আমরা রোগটি সম্পর্কে বুঝতেই পারি না। কাজেই আতঙ্ক না ছড়িয়ে সচেতনতা বাড়ান, যাতে শুরুতেই রোগনির্ণয় এবং যথাযথ চিকিৎসার সময় পাওয়া যায়।

হার্টের সুস্থতায় যা জানতেই হবে

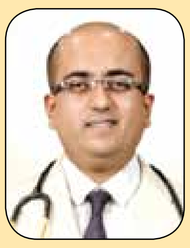

বেশ কয়েক বছরে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। আগে এই মৃত্যুর হার শুধুমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যেত। কিন্তু এখন যে কোনও বয়সি মানুষেরই হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। শরীরের ওপরের অংশে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড় করা, অতিরিক্ত ঘাম, ক্লান্তি থেকে হতে পারে এই সমস্যা। অতিরিক্ত চাপের জীবনযাত্রা হলে সেখান থেকেও হতে পারে হৃদরোগ। অনেকের ক্ষেত্রে হৃদরোগ হয় জিনগত কারণে। লিখেছেন কোচবিহারের ডাঃ পিকে সাহা হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট **ডাঃ সংকলন সাহা**

এখন যে রোগ সবথেকে বেশি হয় তা হল হৃদরোগ। হঠাৎ বুকে ব্যথা হলে অনেকে ভেবে নেন যে গ্যাসের ব্যথা এবং সেইমতো নিজেই ডাক্তারি করে ওষুধ খেতে থাকেন। কিন্তু পরে অবস্থা জটিল হলে যখন ডাক্তারের কাছে যান তখন একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষায় হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। আপনার বয়স ৪০ বছরের ওপরে, ওজন বেশি, রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে, ডায়াবিটিস বা উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপানের অভ্যাস কিংবা হৃদরোগের বংশগত ইতিহাস থাকলে আপনি হার্ট অ্যাটাকের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। তাই আগেই সতর্ক হন।

হার্ট অ্যাটাকে পরিবর্তনযোগ্য ঝুঁকির কারণ

- ধূমপান বা তামাক খাওয়া
- অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ
- কোলেস্টেরলের উচ্চ মাত্রা
- অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিস
- অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়া
- শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা
- অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া

হার্ট অ্যাটাকের অপরিবর্তনীয় ঝুঁকি

- পারিবারিক ইতিহাস (বাবা বা মায়ের হার্টের সমস্যা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর প্রভাব ফেলে)
- লিঙ্গভিত্তিক ঝুঁকি (পুরুষদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি)
- জাতিগত কারণ (দক্ষিণ এশিয়ানদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি)
- মানসিক অসুস্থতা (মানসিক বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ায়)
- অস্বাভাবিক চাপ (দীর্ঘস্থায়ী চাপ হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ায়)

বর্তমানে অল্প বয়সে সকলের অসংলগ্ন জীবনযাত্রা, অস্বাভাবিক ফাস্ট ফুড খাওয়া, সকল প্রকার শরীরচর্চা থেকে বিরত থাকা, পরিবারে কারও হার্ট অ্যাটাকের প্রভাব হার্টের সুস্থতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাই যে কোনও বয়সের মানুষের ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়া অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড, চর্বিযুক্ত মাংস, মশলাদার খাবার না খাওয়াই ভালো। বরং নিয়মিত হাঁটা, যোগ ও প্রাণায়াম সামগ্রিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে।

হার্ট ভালো রাখতে বয়স কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তাই যাঁদের পারিবারিক হার্টের রোগ রয়েছে তাঁরা সাবধানতার জন্য নিয়মিত রক্তচাপ, সুগার, অন্য মেটাবলিক রিস্ক ও সবরকমের কোলেস্টেরলের পরীক্ষা অবশ্যই করান।

ছোট্ট তারা

চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির জুনিয়ার বেসিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া মধুমিতা দত্ত যোগাসনে পারদর্শী। নকশালবাড়ি সার্কেল লেভেল স্পোর্টসে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সে।

শহরজুড়ে যেন প্রেমের মরশুম

আজ টেডি ডে। রবিবার শিলিগুড়ির বাজারে হরেকরকমের টেডি বিয়ার। ছবি : সূত্রধর

ভালুকছানা উষ্ণতা দেবে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহে মন দেওয়া-নেওয়া চলছে। যাঁরা অনেকদিন ধরে একসঙ্গে বা যাঁরা মনের গোপন কথাটি খুলে বলতে পারলেন অবশেষে- সবাই শামিল এই উদযাপনে। গোলাপ, প্রপোজ ও চকোলেটের দিন পেরিয়ে সপ্তাহের প্রথম দিনটি ভালুক স্পেশাল। অর্থাৎ টেডি ডে।

প্রেমিকা বা প্রেমিকাকে টেডি বিয়ার দিলে নাকি উষ্ণতা বাড়ে সম্পর্কে। শিশুদেরও দারুণ পছন্দ এই সফট টয়টি। প্রিয়জনকে স্পেশাল ফিল করাতে টেডির খোঁজে শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিবাহিত, অবিবাহিতরা। তবে শুধুই যুগলরা একে অপরকে নয়, ভ্যালেন্টাইন্স উইকে বাবা-মায়েরা উপহার দিচ্ছেন সন্তানকে, ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে এবং বন্ধুরা বন্ধুদের।

এই যেমন রবিবার দেখা হল জয়ন্ত মণ্ডলের সঙ্গে। বাইকে ছোট ছেলেকে চাপিয়ে বেরিয়েছিলেন দুপুর নাগাদ। সেবক রোডের ধারের একটি দোকান থেকে ডোরেমনের আদলে তৈরি টেডি কিনে হাতে দিতেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল খুদে। টেডি ডে স্পেশাল? জয়ন্ত বললেন, 'আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আমার ছেলে। তাই ওকে কিনে দিচ্ছি। সোমবার অফিস, সেদিন বেরোনো হবে না। আজই চকোলেট আর টেডি কিনে দিলাম।'

এরপর হাঁটা পথ ধরে যখন পা পড়ল বিধান মার্কেটে, তখন চোখে পড়ল হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলেছে এক যুগল। কাছে গিয়ে কথা বলতেই প্রিয় মানুষের সঙ্গে পরিচয় করালেন মালবিকা। তারপর কথা বলতে বলতে তরুণীর চোখ গেল পাশের দোকানে। সারিসারি সাজানো টেডি। কিছুটা আহ্লাদের সুরে প্রেমিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখ, কোন টেডিটা বেশি ভালো লাগছে বল তো?' বেশ কিছুক্ষণ পর লাল-গোলাপি একটি টেডি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তরুণটি। তারপর সেটা কিনে তুলে দিলেন মালবিকার হাতে। প্রেমিক বললেন, 'সোমবার টেডি ডে, কিন্তু অফিস আছে। আজ ছুটি, তাই দুজন মিলে বেরিয়েছি। কেনাকাটা করলাম। বেশ ভালো দিন কাটল।'

যুগলের মতোই দোকানদারের মুখে ফুটল হাসি। ভালোবাসার সপ্তাহে তাঁদের বাড়তি আয়ের সুযোগ মেলে প্রতিবছর। নানা রঙের নানা আকারের টেডি মিলছে দোকানে। সুভাষপল্লি, বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থানে স্থায়ী দোকানের পাশাপাশি সেবক, হিলকার্ট ও বর্ধমান রোডের ধারে সফট টয়গুলো নিয়ে বসছেন বিক্রেতারা। ডিজাইন ও আকারের ভিত্তিতে দামের ফারাক। একদম ছোট ১৫০-২০০ টাকা থেকে শুরু। তারপর ৫০০, ৮০০, ১০০০ থেকে ২০০০ টাকাতেও মিলবে। বিরাট মাপের টেডি বিকোচ্ছে পাঁচ হাজার টাকায়। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রিয়জনের জন্য উপহার কিনতে অনেকেই আসছেন। রবি ও সোমবার বেশি বিক্রি হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

কিছু কিছু দোকানদার আবার ভালোবাসার সপ্তাহ-এর সমস্ত সামগ্রী দোকানে রাখছেন। চকোলেট, টেডি, কাপড় ও প্লাস্টিকের গোলাপ মিলছে সেখানে। তেমন একটি দোকানে দেখা হল স্বাগতা দাসের সঙ্গে। বান্ধবীর জন্য ছোট টেডি লাগানো চাবির রিং কিনলেন। পরে জানালেন, কলেজের বান্ধবী আবদার করেছে সোমবার টেডি উপহার দিতেই হবে। তাই এটা নিলেন।

জয়ন্ত, মালবিকা ও স্বাগতারা একসুরে বলছেন, অপরের জন্য এমন ভালোবাসা যেন এক সপ্তাহের গণ্ডিতে আটকে না থাকে। হিংসা, রেষারেষি, সমস্ত বিভেদ মুছে গিয়ে প্রেমের মরশুম থাকুক বছরভর।

অলিভিয়ায় অনুষ্ঠান

নিউজ ব্যুরো

৯ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগরের অলিভিয়া এনলাইটেনড ইংলিশ স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল রবিবার। বিকেলে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রাত পর্যন্ত দর্শকাসন ছিল কানায় কানায় ভরা। স্কুলের পড়ুয়াদের পরিবেশিত গান, নাচ প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে সকলের। পাঁচটিরও বেশি আলাদা আলাদা বিভাগে অনুষ্ঠান হয়।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কারের জন্য মনোনীত নগেন্দ্রনাথ রায়, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, স্কুলের চেয়ারম্যান তপন ঘোষ, ডিরেক্টর সুতপা নন্দী, প্রিন্সিপাল আম্বালিকা গাহাতরাজ এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী প্রমুখ। অতিথি ও অন্য দর্শকদের সামনে একঝাঁক পড়ুয়া নিজেদের প্রতিভা মেলে ধরার সুযোগ পায় এদিন।

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের ব্যাটারি চুরির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত অজয় বর্মন শিলিগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ২৬ জানুয়ারি রাতে স্টেডিয়ামের দুটি জেনারেটর থেকে চারটি ব্যাটারি খুলে নিয়ে যায় কেউ বা কারা।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অবশেষে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার হয় অজয়। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। অজয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরির সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছে।

মন্দির উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : রথখোলার রবীন্দ্রনগর মোড়ে শ্রী শ্রী মা মনস্কামনা কালীমন্দিরের উদ্বোধন হল রবিবার। সেই উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ করে মন্দির কমিটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিশ্বধরানন্দ প্রমুখ।

নাবালক চালক গতিতে বাড়ছে বিপদ

ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে মাথায় হেলমেট, কোনও কিছুর বালাই নেই। গতির সীমা ছাড়িয়ে মূল সড়ক থেকে অলিগলিতে বাইক বা স্কুটার নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একদল কিশোর-কিশোরী। যে বাইক চালাচ্ছে এবং আশপাশে যাঁরা থাকছেন- বিপদ উভয়পক্ষেরই। শিলিগুড়িতে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের বাইক রাইডিংয়ের শখ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পুলিশ-প্রশাসনও। লিখলেন রণজিৎ ঘোষ

ছবিটা কেমন

কোনও একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জোর গতিতে আপনার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল একটি বাইক। বুলেট কিংবা ডিউক যে চালাচ্ছে, তাকে একঝলক দেখলেই বোঝা যাচ্ছে নাবালক। বেপরোয়া গতিতে হেলমেট ছাড়াই ছুটছে সে। কিছুটা দূর এগিয়ে আবার স্টান্ট দেখানোর অছিলায় এদিক-সেদিক বেঁকে আশপাশের গাড়িকে ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ছেলেটা। এই ছবি শিলিগুড়িতে চোখে পড়ে আকছার। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে। পথচলতিরা একে অপরকে প্রশ্ন করেন, 'এত ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাতে বাবা-মায়েরা স্কুটার, মোটরবাইকের চাবি দিচ্ছেন কীভাবে? না রয়েছে হেলমেট, না ড্রাইভিং লাইসেন্স। দুর্ঘটনা ঘটলে, তার দায় নেবে কে?'

প্রতীকী : এআই

মেয়রের মতামত

এই নিয়ম ভাঙার প্রবণতা নজর এড়ায়নি গৌতম দেবের। বলছিলেন, 'আমিও এসব দেখে আতঙ্কিত। কিছু অভিভাবক ছোট ছোট সন্তানের হাতে দামি বাইক তুলে দিয়ে হয়তো গর্ববোধ করছেন। কিন্তু ১৮ বছর না হলে তো ড্রাইভিং লাইসেন্স মেলে না। কীভাবে গাড়ি চালাতে হয়, ওরা সেটা জানে না। ফলে দুর্ঘটনা স্বাভাবিক।' তাঁর পরামর্শ, 'ওদের এই সময় সাইকেল চালানো উচিত। এতে শরীর সুস্থ থাকে। বাবা-মায়েরা এসব না বুঝলে সত্যিই মুশকিল। আমরা প্রচার চালাব, প্রয়োজনে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলব।'

জেদের কাছে হার

শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের কথায়, 'কয়েকবছর ধরে দেখছি, ছোটদের মধ্যে বাইক ও স্কুটার চালানোর প্রবণতা বেড়েছে। এঁরা যে শুধু ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া সেসব চালাচ্ছে, তা নয়। মারাত্মক গতিতে ট্রাফিক নিয়ম উপেক্ষা করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কারও মাথায় হেলমেট থাকে না।' শোনালেন নিজের অভিজ্ঞতা, 'এই তো কয়েকদিন আগেকার কথা। সুভাষপল্লিতে আমার চোখের সামনে তিন কিশোর একটি স্কুটার নিয়ে প্রচণ্ড বেগে যাওয়ার সময় এক বৃদ্ধাকে ধাক্কা মারল। ওই বৃদ্ধা মারাত্মক জখম হন। এসব বন্ধ হওয়া উচিত।'

অধ্যক্ষ মনে করেন, সব বাবা-মা যে ১৮ বছর হওয়ার আগেই নিজেদের ইচ্ছেতে সন্তানকে বাইক কিনে দিচ্ছেন, সেটা নয়। অধিকাংশক্ষেত্রে সন্তান অত্যধিক জেদ করায় অভিভাবকরা বাধ্য হচ্ছেন। অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে। বোঝাতে হবে। পাশাপাশি পরিস্থিতি সামলাতে আরও সক্রিয় হতে হবে প্রশাসনকে।

পুলিশের প্রতিক্রিয়া

এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানালেন, নিয়মিত অভিযান চলছে। বাইক, স্কুটার চালাতে গিয়ে কমবয়সি ছেলেমেয়েরা ধরা পড়লেই আটক করা হয়। তারপর গাড়ির রেজিস্ট্রেশন যাঁর নামে রয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়।

বস্তিতে কাবাড়ির কারবারে বিপদ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শহরের বস্তি এলাকায় জমে উঠেছে কাবাড়ির কারবার। সেই সামগ্রী রাখার জন্য তৈরি হয়েছে একের পর এক গোডাউন। গোডাউনের মধ্যে কাগজ, প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন ধরনের দাহ্য পদার্থ ঠেসে রাখা হচ্ছে। টিকিয়াপাড়া, কয়লা ডিপো, দার্জিলিং মোড়, সাহানি বস্তিতে ঘুরলে এমন প্রচুর ছবি চোখে পড়ে। আশপাশের বাসিন্দাদের আশঙ্কা, যেভাবে ঝুঁকি নিয়ে ভাঙাড়ির ব্যবসা চলে, তাতে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা ভীষণরকম। কারণ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার বালাই নেই সেখানে।

টিন ও কাঠের তৈরি গোডাউনে রোজ কুইন্টাল কুইন্টাল ভাঙাড়ি এনে মজুত করে রাখা হয়। টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা মমতা রায়ের পরিবার বহুবছর ধরে এই কারবারের সঙ্গে জড়িত। সকাল ও বিকেলে কয়েক ঘণ্টা তাঁদের গোডাউনের দরজা বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। বাকি সময় বন্ধ থাকছে দরজা। মমতার যুক্তি, 'আমরা তো কোনও অপরাধ করছি না। অনেকেই ব্যবসা করেন।'

টিকিয়াপাড়ার মতোই বিপজ্জনক অবস্থা কয়লার ডিপোতে। সেখানে একাধিক বাড়িতে ভাঙাড়ির সামগ্রী মজুত রাখা হয়। স্থানীয় তুষার মাহাতোর অভিযোগ, 'যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁরা শুধু নিজের স্বার্থ দেখছেন। এখানে আগুন লাগলে সবকিছু ছারখার হয়ে যাবে। অথচ সবকিছু দেখেও প্রশাসনের চোখ বন্ধ। যাঁরা ভাঙাড়ির ব্যবসা করেন, তাঁদের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত।'

এই ইস্যুতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য রেলের ঘাড়ে দায় চাপালেন। তাঁর বক্তব্য, 'সমস্ত বস্তি গড়ে উঠেছে রেলের জায়গার ওপর। বহু বছরের কারবার। কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়া এসব চলছে। তবে কীভাবে সেখানে ভাঙাড়ি ব্যবসা করছেন বাসিন্দারা, তা আমরা খতিয়ে দেখব।'

বিশবাঁও জলে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প কার্যত বিশবাঁও জলে। ফলে পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কোটি টাকার এই প্রকল্প আদৌ বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নিয়ে খোদ পুর বোর্ডই সংশয়ে। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'এই প্রকল্পের জন্য সমস্ত নথি রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ, প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন।'

ইতিপূর্বে একটি বেসরকারি এজেন্সি প্রকল্পের ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু করে মাঝপথে ছেড়ে চলে যায়। পুরসভা ইসলামপুর শহরের বাইরে তারিঙ্গিবাড়ি এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করেছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পুর প্রশাসন মরিয়া চেষ্টা চালালেও সমস্ত বর্জ্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আবর্জনায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলাও হয়। ফলে এলাকায় দূষণের মাত্রাও বাড়ছে। ইসলামপুর শহরে আবর্জনার সমস্যা দীর্ঘদিনের। একসময় পুরসভার নিজস্ব কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় সমস্যা খুবই জটিল ছিল। ওই সুযোগে শহরের একাধিক জলাভূমিতে আবর্জনা ফেলে ভরাট করার বিস্তর অভিযোগ উঠত। বর্তমানে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকার পরেও শহরের একাধিক এলাকায় রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলে রাখার অভিযোগ নিয়েও খামতি নেই। যদিও এই মর্মে চলতি সপ্তাহেই রাস্তার পাশের আবর্জনা সরাতে পদক্ষেপ করতে চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ সংবাদকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে এখনও সেভাবে কাজ হয়নি।

ভুগছে ইসলামপুর

- বেসরকারি এজেন্সি প্রকল্পের ডিপিআর তৈরি শুরু করেও মাঝপথে ছেড়ে যায়
- তারিঙ্গিবাড়িতে পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য মিলেমিশে একাকার
- পরিস্থিতি সামলাতে আবর্জনা পুড়িয়ে ফেললে বাড়ছে দূষণের মাত্রা

অন্যদিকে, শহরকে আবর্জনামুক্ত রাখতে পুর বোর্ড একাধিক পদক্ষেপ করেছে। বাড়ি বাড়ি পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য রাখার জন্য আলাদা পাত্র বিতরণ করা হয়েছে। ১৭টি ওয়ার্ডের সবগুলিতেই বর্জ্য তোলার জন্য গাড়ি পাঠানো হচ্ছে। সেই গাড়িতে আবার ছোট ছোট মাইক লাগানো রয়েছে। রোজ নিয়ম করে এই গাড়ি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করতে পারলে পুরসভার আয়ের উৎস যেমন খুলে যাবে, তেমনই রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা সম্ভব হবে। পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথের বক্তব্য, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। প্রকল্পের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।'

ষাঁড়ের তাণ্ডবে শোরগোল

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সকালসকাল ষাঁড়ের উৎপাত। ছুটির দিনের এমন উপদ্রবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নজরুল সরণিতে শোরগোল পড়ে যায়। পরে বিধান রোডেও উঠে পড়ে ষাঁড়টি। একজনকে ধাক্কা দিলেও গুরুতর কোনও ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয়দের বক্তব্য, যেভাবে ষাঁড়টি এদিক-ওদিক উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছিল, তাতে যে কোনও সময় একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতেই পারত।

হাকিমপাড়ার বাসিন্দা জয় চক্রবর্তীর কথায়, 'এদিনও বেশ কিছুক্ষণ ধরে ষাঁড় উপদ্রব চালায়। ভয়ে সবাই এদিক-ওদিক সরে যান। ছুটোছুটি শুরু করেন পথচারীরা। পরে অবশ্য ষাঁড়টিকে নিয়ে যাওয়া হয়।' ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষও ছিলেন ঘটনাস্থলে। তিনি বলেন, 'বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি, এটাই রক্ষার।'

মালবাজারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে এ নিয়ে যোগাযোগ করে শিলিগুড়ি পুরনিগম। তারাই শিলিগুড়িতে এসে ষাঁড় নিয়ে যায়। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ৫০টি ষাঁড় নিয়ে গিয়েছে ওরা। ষাঁড়দের তুলে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। সেজন্য আলাদা গাড়িরও ব্যবস্থা করেছে ওরা।'

নির্মাণসামগ্রীতে রাস্তায় বিপদ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে শালুগাড়া থেকে চেকপোস্ট এবং তারপর চেকপোস্ট থেকে চম্পাসারি অবধি রাস্তা। ফোর লেনের কাজ ঘিরে ওই রুটের বেশিরভাগ অংশে পড়ে থাকে বালি, পাথর সহ বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী। যার জেরে বিপাকে পড়ছেন বাইক ও স্কুটার চালকরা। মাঝেমধ্যে চাকা পিছলে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন তাঁরা। শনিবার শালুগাড়া-চেকপোস্ট রুটে এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি ট্রাকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চাকা পিছলে পড়ে যান। তারপর ট্রাকের তলায় চলে যান তিনি। রাস্তার সেই অংশে বালি পড়ে ছিল। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ট্রাফিক পুলিশ। সাধারণের উদ্দেশে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বার্তা, 'যেহেতু রাস্তার ওই অংশে কাজ চলছে, তাই সাবধানতার সঙ্গে দু'চাকা এবং চার চাকার গাড়ি চালাতে অনুরোধ করব। পাশাপাশি রাস্তায় যাতে নির্মাণসামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না পড়ে থাকে, জাতীয় সড়কে কর্মরত ঠিকাদারি সংস্থাকে সেই দিকটি দেখতে বলব।'

সাবধানতা যে একেবারেই মানা হচ্ছে না, তার প্রমাণ মিলল রবিবার। দুটো রাস্তার একাধিক অংশে বালি ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ধারে নির্মাণসামগ্রীর স্তূপ। ধুলো যাতে না ওড়ে, সেজন্য জল দেওয়া হলেও নিমেষে তা শুকিয়ে যাচ্ছে। পথচলতি অঞ্জন দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এদিন। বললেন, 'একে তো সবসময় ভারী গাড়ি যাতায়াত করে। যেভাবে ব্যস্ত সড়কের ওপর বালি ছড়িয়ে থাকছে, তাতে বাইক চালাতে ভয় লাগে।' একই বক্তব্য বিশ্বজিৎ হালদারের।

দোকান উচ্ছেদ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদ করা হল রবিবার। দুপুরে মনোরোগ বিভাগের সামনের দিকে, নার্সিং কলেজের রাস্তা সহ বিভিন্ন জায়গায় বসা অস্থায়ী সমস্ত দোকান তুলে দেয় মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট। সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'পুলিশ ভালো কাজ করেছে। মাঝেমধ্যে এই বাজার তুলে দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু আবার এসে বসে।' তবে, ব্লাড ব্যাংকের পেছনে বসা স্থায়ী বাজার নিয়ে কোনওরকম পদক্ষেপ করা হয়নি। এটাও ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

বর্ধমান রোডে অবৈধ পার্কিং সরাতে অভিযান

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শেষমেশ বর্ধমান রোডের সার্ভিস রোড চলাচলের যোগ্য করে তুলতে পুলিশ অভিযান শুরু করল। নতুন তৈরি সার্ভিস রোডে যথেচ্ছ পার্কিংয়ের ফলে যে চলাচল করার পরিস্থিতি নেই, তা নিয়ে রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। এরপরই রবিবার শিলিগুড়ির ট্রাফিক পুলিশ আসরে নামে। দেখা যায়, সার্ভিস রোডের ওপর জায়গায় জায়গায় বাস, চারাচাকার গাড়ি দাঁড় করানো। পাশাপাশি ভাঙাড়ির সামগ্রী, দোকানের সামগ্রী মজুত করা। ট্রাফিক পুলিশ সেই সমস্ত সামগ্রী সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়।

শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'শহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে অভিযান করা হচ্ছে। সেইমতো বর্ধমান রোডের সার্ভিস রোডে অভিযান করা হয়েছে। অনেকে রাস্তার ওপর যানবাহন রেখে দিচ্ছেন। যাঁরা এদিন রেখেছিলেন, তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে রাস্তা আটকে যানবাহন পার্ক করলে কড়া পদক্ষপ করা হবে।'

বর্ধমান রোডের ওপর চাপ কমাতে পূর্ত দপ্তরের তরফে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে সার্ভিস রোডটি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু

খবরের জেরে

সার্ভিস রোডের ওপর রাখা সামগ্রী সরানোর নির্দেশ পুলিশের। রবিবার।

সার্ভিস রোডের ওপর অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে রাস্তাটি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এদিন পুলিশের অভিযানের শেষ হলে সন্ধ্যার পর অনেক জায়গায় আগের পরিস্থিতি তৈরি হয়। যত্রতত্র যানবাহন পার্ক করে রাখতে দেখা যায়। বর্ধমান রোডের বাসিন্দা রতন আগরওয়াল বলেন, 'অবৈধ পার্কিং বন্ধ করতে হলে পুলিশের নিয়মিত অভিযান করতে হবে। অভিযানের পাশাপাশি জরিমানা করা জরুরি।'

সার্ভিস রোডের ওপর দোকানপাট গজিয়ে উঠেছে। নৌকাঘাট থেকে ঝংকার মোড় সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে সার্ভিস রোডের অনেকটা অংশ একইভাবে দখল হয়ে রয়েছে। যা নিয়ে শহরবাসী ক্ষুব্ধ। মেয়র গৌতম দেব এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছেন। এর আগে ট্রাফিক পুলিশের তরফে হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বর্ধমান রোড, ইস্টার্ন বাইপাসে অভিযান করা হয়। যেখানে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে জরিমানাও করা হয়েছে।

সেতুর উপর বাজার, উদাসীন পুরনিগম

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে থাকা একাধিক সেতু এখন কার্যত বাজারে পরিণত হয়েছে। সামনে বাজার থাকতেও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ সেতু দখল করে মাছ, মাংস, সবজি, ফলের দোকান বসিয়েছেন।

ফলে যানজট তো বাড়ছেই, পাশাপাশি কাঁচা সামগ্রীর বর্জ্য সরাসরি জলে ফেলে দেওয়ায় দূষণ ছড়াচ্ছে। এবিষয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'আমাদের বিষয়টি নজরে এসেছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অবৈধ বাজার উচ্ছেদ করতে শিগগিরই অভিযান চালানো হবে।'

ডাবগ্রাম, রাজাহোলি, এনজেপি, ফুলেশ্বরী ছাড়াও আরও বেশ কিছু সেতুর ওপর বাজার বসছে। সবথেকে খারাপ অবস্থা দেখা গেল ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজাহোলি সেতুর। সেখানে কি নেই সেতুর ওপর? রীতিমতো কংক্রিটের ঢালাই করে বানানো হয়েছে দোকান। সেতুর ওপর সিমেন্টের উনুনে হচ্ছে রান্না।

মাংসের ব্যবসায়ী মহম্মদ পুতুলের কথায়, 'কাউন্সিলার তো আসে। দেখে যায়, কিছুই বলেন না।' প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি কাউন্সিলার কি সবটাই জানেন?

সেতু দখলের বিষয়ে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শম্পা নন্দী বলেন, 'এইভাবে দখল মেনে নেওয়া যায় না। দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পথচারী প্রদীপ সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'সেতু তো মানুষের চলাচলের জন্য, বাজার বসানোর জন্য নয়। ব্যবসায়ীরা দখল করে বসেছেন, প্রশাসন কিছুই করছে না।'

ডাবগ্রামের সেতুর ওপর দোকান।

এদিকে, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ডাবগ্রামের সেতুর ওপর থাকা মাংসের দোকানের উচ্ছিষ্ট অংশ, সবজির পচা অংশ সহ নানা ধরনের আবর্জনা সরাসরি জলে ফেলা হচ্ছে। যা মারাত্মক দুর্গন্ধের সৃষ্টি করছে। এতে মশামাছির উপদ্রব বেড়ে যাচ্ছে এবং নানারকম সংক্রামক রোগ ছড়ানোর আশঙ্কাও বাড়ছে।

এই বিষয়ে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পালের বক্তব্য, 'পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এনজেপি বাজারে বাজার করতে আসা সুমনা দাস বলেন, 'সেতু আটকে ফল, ফুল, সবজির দোকানের ঠেলায় পথ চলাই মুশকিল।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, 'নাম মাত্র উচ্ছেদ অভিযান চলে। ব্যবসায়ীরা একবার সরলেও কয়েকদিনের মধ্যেই আবার এসে বসছেন। বাজারের জন্য আলাদা জায়গা তো আছেই। আমরা চাই, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক। যাতে সেতুর ওপর আর দোকান বসতে না পারে।'

বাজেটে আরও বেশি প্রকল্প

শিলিগুড়িকে দরকারে বেশি টাকা : উদয়ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির উন্নয়নের কাজে এবার বেশি টাকা দেবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় দপ্তর উন্নয়নে অর্থবরাদ্দ করবে। শিলিগুড়ি পুরসভাকেও সেইভাবে টাকা বরাদ্দ করা হবে। রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'প্রতিবারই শিলিগুড়ির উন্নয়নে দপ্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এবারও তাই করা হবে। প্রয়োজনে এবার আরও বেশি টাকা দেওয়া হবে।' এদিন এভাবেই শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেবকে আশ্বস্ত করেছেন উদনয়বাবু। তিনি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে গৌতমবাবুর কথা হবে। তার ওপরেই নির্ভর করবে শিলিগুড়ির বরাদ্দ। বেশি টাকা দরকার হলে দেওয়া হবে। আলোচনায় সবটা ঠিক হবে। আমরা তো এসব বিষয় আগাম কথা বলেই ঠিক করি। বুধবার রাজ্য বাজেটের পর আমরা বসব।' শিলিগুড়ির মেয়র এবার পুরসভার উন্নয়নে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে বেশি টাকা আশা করছেন। দপ্তরের প্রতি গৌতমবাবুর এই ভরসার কথা রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

এবার রাজ্য বাজেটের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দও বাড়ছে। প্রায় ৯০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ এবার হতে চলেছে।

গতবছর বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮৬১ কোটি টাকা। তার থেকে প্রায় ১০ শতাংশ মতো এবার বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করছেন উদয়নবাবু।

তিনি জানান, 'বরাদ্দ বাড়লে সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়বে। এটাই স্বাভাবিক। গতবার আমরা সম্ভবত শিলিগুড়ি পুরসভাকে দু'বারে ১০ কোটি করে ২০ কোটি টাকা দিয়েছি। এবার দরকার হলে আরও বেশি টাকা দেব।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এবারের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ খরচ হবে একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে বলে জানান মন্ত্রী উদয়ন। তিনি বলেন, 'উন্নয়নের জন্য আমরা এবার প্রকল্প সংখ্যা বাড়াতে চাই বেশি করে। একটা প্রকল্পের বেশি টাকা বরাদ্দ না করে একাধিক প্রকল্প নির্দিষ্ট করে ওই টাকাটা ভাগ করে বরাদ্দ করতে চাই। এতে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে সময়ও কম লাগবে।

> প্রকল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে আরও বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছোতে চাই। বুধবার রাজ্য বাজেট পেশের পর আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এবারের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে বসব। সেখানেই দপ্তরের বাজেটের ওপর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অর্থবরাদ্দ করা হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।
>
> **উদয়ন গুহ**

অর্থ খরচও কম হবে। মানুষের আশা পূরণ হবে। তাদের চাহিদা মিটবে।'

মন্ত্রী বলেন, 'প্রকল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে আরও বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছোতে চাই। এটাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন। বুধবার রাজ্য বাজেট পেশের পর আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এবারের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে বসব। সেখানেই দপ্তরের বাজেটের ওপর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অর্থবরাদ্দ করা হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।'

'নারী-পুরুষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবৈধ নয়'

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবৈধ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না, একটি বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের।

বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি মামলায় সম্প্রতি এই রায় দেয়। এই মামলায় স্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর স্বামী অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, স্বামী ও তাঁর সহকর্মীর বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা আজকের সমাজে অবৈধ বলে বিবেচিত করা যায় না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের তিন বছর পর থেকে অর্থাৎ ২০০৭ সাল থেকে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত স্বামীর বিরুদ্ধে সাতটি এফআইআর দায়ের করেছিলেন স্ত্রী। তাঁর মূল অভিযোগ, তাঁর স্বামী সহকর্মীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত।

নাকে কামড় তরুণীর

প্রথম পাতার পর

রাতে ওই দুই তরুণীর মধ্যে একজনের বয়ফ্রেন্ড ওই পাবে হাজির হন। এরপর ওই দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ওই তরুণীর ঝামেলা হচ্ছে দেখে তাঁর বান্ধবী ছুটে আসেন। আর এখানেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় ওই তরুণী এলেন কেন? এই প্রশ্ন তুলেই দুই সহকর্মীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। পাবের ভিতরের ঝামেলা লিফট পর্যন্ত গড়ায়। বয়ফ্রেন্ড রাগারাগি শুরু করতেই তরুণী সাতপাঁচ না ভেবে সাহায্যে এগিয়ে আসা সহকর্মীরই নাক কামড়ে দেন। লিফটের দরজা খুলতেই অভিযুক্ত তরুণী পালান। সঙ্গে প্রেমিকও। কামড়ের জেরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া তরুণী চিৎকার শুরু করেন। পরে বদলা নিতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সহকর্মীর বাড়িতে চড়াও হন। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে থানায় গিয়ে দুই তরুণীরই হুঁশিয়ারি, তাঁরা আদালত পর্যন্ত দেখে ঘটনার হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেন।

তরুণকে খুনের অভিযোগ মায়ের

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : রবিবার উনিশ বছর বয়সের এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। তুষার রায় নামে ওই তরুণের বাড়ি বিদ্যাচক্র কলোনিতে হলেও মাসখানেক ধরে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সমরনগর বটতলায় ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। ওই তরুণের মা শান্তিবালা রায়ের অভিযোগ, 'আমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে।'

তাঁর অভিযোগের তির তুষারের স্ত্রী রিয়া সরকারের বিরুদ্ধে। শান্তিবালার অভিযোগ, 'রবিবার আমার সঙ্গে ছেলের অনেকবার কথা হয়েছে। ছেলে সমরনগরের একটি দোকানে মোবাইল ফোন বন্ধক রেখেছিল। এরপর আমি ওই মোবাইলের দোকানে ২৮০০ টাকা দেওয়ার পর ছেলে জানায়, ওই মোবাইল সে আমাকে দিয়ে পুরোনো মোবাইল নিয়ে যাবে।' তিনি বলেন, 'সন্ধ্যার দিকে আমি ছেলেকে ফোন করলে সে জানায়, কিছুক্ষণ পরেই ওই মোবাইল দিয়ে যাবে। ওর স্ত্রীর মোবাইলেই ওর সঙ্গে আমার কথা হয়।' অভিযোগ, যদিও এরপরই রিয়া ফোন করে জানায়, 'তুষার আর নেই।' এদিকে, গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ওই তরুণ এত ঋণ করেছিলেন কেন? তাঁর মায়ের অভিযোগ, 'স্বামী, স্ত্রী

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মিলে মোবাইলে নানা গেম খেলত। তারপর ধারদেনা করত। আমি সেই ধার মিটিয়ে দিতাম।'

পরিবার সূত্রে খবর, গতবছর অগাস্ট মাসে রিয়া সরকার নামে ওই তরুণীর সঙ্গে বিয়ে হয় তুষারের। যদিও বিয়ের পর থেকেই তাঁরা আলাদা থাকতে শুরু করে। মাঝে কিছু মাস রিয়ার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর মায়ের সঙ্গেই থাকতেন তুষার। শান্তিবালার অভিযোগ, 'মাসখানেক আগে ছেলে আবার ওই মেয়ের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। ধার হয়ে যাওয়ায় মাঝেমধ্যেই ছেলে আমার কাছ থেকে টাকা নিত। আমিও দিতাম। ছেলে গতবছর দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা না দেওয়ায় এবারে সেই পরীক্ষারও প্রস্তুতি শুরু করেছিল।' এদিকে, ওই ভাড়াবাড়ির মালিক ঠাকুরদাস মজুমদার বলেন, 'বাড়ির থেকে কিছুটা দূরেই আমার মেয়ের বাড়িতে নাতনির জন্মদিনের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। রিয়া সেখানেই ছিল। তুষার না আসায় আমার ছেলে ডাকতে গেলে কোনও সাড়াশব্দ পায়নি। এরপর দরজা ভাঙলে তুষারের ঝুলন্ত দেহ মেলে। প্রধাননগর থানার পুলিশ এরপর দেহ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে তুষারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

বোঝা চাপিয়ে পারাপার

গোধূলিবেলায়।। রবিবার জলঢাকা নদীর কাউয়ার ঘাটে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

আবাসনে সেক্স র‍্যাকেট

প্রথম পাতার পর

এভাবে সরকারি জমি দখল করা যায় নাকি? আমরা পুলিশকেও বলেছি, বিষয়টি দেখতে।'

ওখানকার ব্যবসায়ী অনুপ সিংয়ের অভিযোগ, 'এখানকার ফাঁকা ঘরগুলিতে নেশার আসর বসে নিয়মিত। আমরা আবাসন দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু লাভ হয়নি।' আরেক ব্যবসায়ী চন্দন কুমারের বক্তব্য, 'মাঝেমধ্যেই উপর থেকে চাঙড় খসে পড়ে। আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী সন্তোষ সাহা এইসব ঘটনায় রীতিমতো বিরক্ত। তাঁর বক্তব্য, 'বিল্ডিংয়ের অনেক জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে। আমরা খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছি।' তবে সরকারি জায়গা দখল করে কীভাবে দিনের পর দিন সেখানে ব্যবসা করে যাচ্ছে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুধু তাই নয়, অনেকে সেখান থেকে গাড়ির সিন্ডিকেটও চালাচ্ছে বলে অভিযোগ।

তবে আবাসন দপ্তরের তরফে বেশ কয়েকবার দখলদারদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে দাবি। দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অসীম বালা এব্যাপারে বলেন, 'জবরদখল সরানো হলে আমরা সবক'টি বিল্ডিংয়েই সীমানা প্রাচীর দিয়ে দেব। আমরা পুলিশকেও বারবার চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।'

যদিও এই অভিযোগ মানছে না পুলিশ। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'আমাদের কাছে এই বিষয়ে যখনই পুলিশি সাহায্য চাওয়া হয়েছে, আমরা সাহায্য করেছি। ভবিষ্যতেও যদি দখলদারি সরাতে পুলিশি সাহায্য চাওয়া হয়, তবে আমরা তা করতে প্রস্তুত।'

তিস্তার ভাগ

প্রথম পাতার পর

বোঝেন তাঁরা এই বাড়ির ঐতিহ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত। এই ভাঙচুর ও ধ্বংসলীলার কঠোর সমালোচনা করা উচিত।'

শুধু মুজিবের বাড়ি নয়, শেখ হাসিনার সুধা সদন সহ আওয়ামি লিগের একাধিক শীর্ষ নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতেও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ইউনূস সরকার অবশ্য এই পরিস্থিতির জন্য হাসিনাকেই দায়ী করেছে। এদিকে, ধানমন্ডিতে মুজিবের বাসভবনে ভাঙচুরের সময় তার পাশে নির্মীয়মাণ একটি ভবনে জলমগ্ন বেসমেন্টের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। তাতে রহস্য জন্মেছিল সেখানেই নাকি কুখ্যাত 'আয়নাঘর' রয়েছে। কিন্তু রবিবার দমকলবাহিনী ওই বেসমেন্ট থেকে জল ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায়নি। সকাল দশটা নাগাদ দমকলবাহিনী পৌঁছোয় ধানমন্ডি ৩২-এ। পাম্পের সাহায্যে ভবনটির নীচ থেকে জমা জল বের করা হয়। সারাদিন ধরে জল বের করার পর আর কিছুই খুঁজে পাননি দমকলকর্মীরা। এদিনও খণ্ডহরে পরিণত হওয়া মুজিবের বাড়ি থেকে ইট, রড এবং অন্যান্য সামগ্রী খুলে নিয়ে যাওয়ার ছবি দেখা যায়। এদিকে, বাংলাদেশজুড়ে যে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়েছে তাতে এখনও পর্যন্ত ১৩০৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রবিবার পুলিশের সদর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, মহানগর এলাকায় ২৭৪ জন এবং রেঞ্জে ১০৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গাজিপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় সারাদেশে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু করেছে সেনা, পুলিশ ও র‍্যাব। শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ ইউনূস সরকারের এই পদক্ষেপকে ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাক রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অপারেশন সার্চলাইটের সঙ্গে তুলনা করেছে।

এদিকে, বাংলাদেশে বিপ্লবী ছাত্রদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অভিনেত্রী আজমেরি হক বাধনকে বিঁধেছেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁর খোঁচা, 'যে অভিনেত্রী দেশ সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন, নতুন রাষ্ট্রে তিনি কী কী সংস্কার করেছেন?'

ট্র্যাক্টরচালক খুনে ধৃত ৫

কিশনগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : ট্র্যাক্টরচালককে খুনের অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার সকালে কিশনগঞ্জের পিপলা গ্রামে উদ্ধার হয় টিংকু কুমার (৩৫)-এর পচাগলা দেহ। বাহাদুরগঞ্জের চারঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ট্র্যাক্টরচালক টিংকু ২৫ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁকে খুনের অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় পুলিশ সুপার সাগর কুমার সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন।

ধৃতদের নাম কিন্নুলাল হরিজন, সন্তোষকুমার হরিজন, শম্ভুকুমার সাহা, রবিকুমার সাহা ও বংশীলাল হরিজন। সোমবার তাদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পরকীয়ার কারণে এই খুন বলে অনুমান।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জের আবগারিকর্মীরা রবিবার ভোরে স্থানীয় ব্লক চকে একটি বাইক থেকে প্রায় ৮৭ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছেন। মদ পাচারের অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত রাজা কুমার ও অঙ্কিত কুমার বিহারের মধেপুরা জেলার ভটগামা গ্রামের বাসিন্দা।

উত্তর দিনাজপুরের রামপুর থেকে মধেপুরায় মদ পাচার করা হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

গ্রেপ্তার ৩

সোনাপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তরুণীকে অপহরণ করার অভিযোগে তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করে রবিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠাল সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। তিনজনের মধ্যে দুজনের বাড়ি চকোয়াখেতি এলাকায়।

প্রেমের টানে

প্রথম পাতার পর

সজলের মেয়ের নাম রানি মারিয়া। প্রথমে ব্রাজিলে গিয়ে কয়েকদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকার পর কয়েক বছর ভাড়াবাড়িতে ছিলেন দুজন। তবে গত বছর একটি ছোট বাড়ি কিনেছেন তাঁরা।

ব্রাজিলে গিয়ে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ শুরু করে উপার্জনের রাস্তা বের করে ফেলেছেন আলিপুরদুয়ারের তরুণ। অন্য দেশে সংসার পেতে কেমন লাগছে? জানতে চাইলে সজলের মুখে শোনা গেল ভালোবাসার কথাই। বললেন, 'লুডমিলা আমাকে বিশ্বাস করে এতদূর এসেছে। তাই আমিও ওকে বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে ব্রাজিলে চলে আসি। একে অপরের প্রতি ভালোবাসার জোরে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে সংসার করছি।'

গ্রামের ছেলে ব্রাজিলে গিয়ে সংসার করছে। এলাকায় তাঁকে নিয়ে চর্চা তো হবেই। তাঁর প্রতিবেশী এবং ছোটবেলার বন্ধু কৃষ্ণ দাস বলছিলেন, 'আমাদের ক্রিকেট টিমের বোলার এবং ফুটবল টিমের গোলকিপার সজল এখন ফুটবলের দেশ ব্রাজিলে। সেখানেই সে তার প্রিয়তমাকে খুঁজে পেয়েছে। আমাদের গোলকিপার এখন প্রেমের গোল খেয়ে সংসার সামলাচ্ছে।'

এখনও গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে সজলের যোগাযোগ রয়েছে। কালেভদ্রে কথাও হয়। কথা হয় মায়ের সঙ্গেও। গ্রামের বাড়িতে সজলের মা একাই থাকেন। একবুক ভালোবাসা নিয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করেন। কবে সে দেশে আসবে। প্রায় প্রতিদিনই মোবাইলে কথা হয়। তবে ছেলেকে চোখের দেখা দেখতে চান প্রমীলা রায়। তাঁর কথায়, 'ছেলে যখন প্রথমে ওখানে যায় তখন খুব দুশ্চিন্তা হত। এত দূরে ও চলে গেল। মোবাইলে ফোন করে, ভিডিও কল করে। তবে ছেলেকে সামনে থেকে দেখতে পাই না। বাড়ি আসতে বলি। কবে আসবে জানি না।'

সজলও বাড়ি ফিরতে চান। তবে অত দূর থেকে যাতায়াতের খরচ অনেক। 'বিদেশে সংসার চালাতেই তো অনেক খরচ। দেখি কবে টাকা জমিয়ে বাড়ি যেতে পারি।' মাটির প্রতি ভালোবাসায় ফোনের ওপার থেকেই গলার স্বর ভেঙে ভেঙে যায় তপসিখাতার তরুণের।

লুকিয়ে ভারতে আসা-যাওয়ার জের

ঘুষ দিয়ে ফেরার পথে পাকড়াও

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : মাস তিনেক আগে হিলি সীমান্তে পড়শি দেশের এক দালালের সাহায্যে দিল্লি পৌঁছান দুই বাংলাদেশি মহম্মদ রাশেদুল এবং মহম্মদ রফিকুল। দালালির কমিশন বাবদ দুজনের খরচ হয়েছিল বারো হাজার টাকা। দিল্লিতে তারা একটি নির্মাণ সংস্থায় কাজে যোগ দেন। কিন্তু ফেরার সময় ঘটে বিপত্তি। শনিবার রাত ১১টায় রায়গঞ্জ স্টেশনে ধরা পড়লেন দুজনেই। নির্বিঘ্নে দালাল মারফত দুজনে ঢুকেছিলেন ভারতে। কাজকর্ম সারার পর রাশেদুল ইসলাম এবং রফিকুল মিয়াঁর হেমতাবাদের চৈনগর দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। দিল্লি থেকে ট্রেন ধরে বারসই নামার পর রাধিকাপুরের লোকাল ট্রেনে রায়গঞ্জে আসেন তারা। হেমতাবাদের এক দালালের সঙ্গে ওপারে যাওয়ার জন্য স্টেশনে যাওয়ার কথা ছিল। স্টেশনে আসার কথা ছিল মহম্মদ ইসমাইল নামে আর এক দালালের। তার সাহায্যে ওই দুজন বাংলাদেশি পদ্মাপারে ফিরে যেতেন। বি ওই দালালকে দিতে হত আট হাজার টাকা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বাংলাদেশ ফিরে যাওয়ার আগেই তারা ধরা পড়ল। শনিবার রাত ১১টায় স্টেশনে দুজনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে জিআরপির সন্দেহ হয়। তারা পিসি পার্টিকে ফোন করে। জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাংলাদেশি বলে স্বীকার করে নেন।

রপ্তানি ট্রাকে এল বাংলাদেশি

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি : দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের নজর এড়িয়ে লরিতে চেপে ভারতে পাড়ি দেয় এক তরুণ। ধরা পড়ে সে ওই লরির নম্বর জানালে পুলিশ তদন্তে নামে। এরপর তদন্তে উঠে আসা তথ্য দেখে তাদের চোখ ছানাবড়া। গাড়ির লাইসেন্স একজনের নামে। আর সেই লাইসেন্স নিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছিল অন্যজন। দুজনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশের ওই তরুণকেও।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে পণ্যবাহী গাড়িতে চেপে ভারতে ঢোকে ১৯ বছরের ফজলুল হক। 'এলেম নতুন দেশে' এলে বাকিদের যা হয়, ফজলুলের ক্ষেত্রে তার অন্যথা হয়নি। গোল গোল চোখে এদিকে তাকায়, সেদিকে তাকায়। শনিবার লোটন মসজিদের পিছনে ফজলুল এলোমেলোভাবে ঘোরাঘুরি করছিল।

এর কাছেই লুকোচুরি ক্যাম্প। সেখানকার পুলিশের নজরে পড়ে ফজলুল। তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তাতে প্রথম রহস্যের উন্মোচন হলে পুলিশ এবার দ্বিতীয় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।

ফজলুল যে লরিতে করে এদেশে এসেছিল, সে ওই লরির নম্বর পুলিশকে দিলে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে উঠে আসে লাইসেন্সের মালিক সুকরু আলি। বাড়ি ইংরেজবাজারের কমলাবাড়ি। কিন্তু তাঁর লাইসেন্সে বাংলাদেশে লরি নিয়ে গিয়েছিল তারই ভাই রসিদুল ইসলাম।

দুজনকেই আটক করে জেরা চালায় তদন্তকারী অফিসাররা। বয়ানে অসঙ্গতি মেলায় দুই ভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের ও বাংলাদেশের তরুণকে রবিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

কী করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এল ফজলুল? পুলিশকে দেওয়া তার বয়ান অনুযায়ী, ভারত থেকে একটি লরি গিয়েছিল বাংলাদেশে।

সেই লরিতে মাল আপলোড করা হয়। বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মাল বাঁচাতে লরিতে ওঠানো জিনিসপত্রের পিছনে ত্রিপল ভাঁজ করে রাখা ছিল। সেই ত্রিপলে লুকিয়েই লরিতে চেপে ভারতে ঢুকে পড়ে ফজলুল।

আদালতে যাওয়ার পথে ফজলুল জানায়, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুব খারাপ। কাজ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই, কাজের খোঁজে লুকিয়ে ভারতে এসেছি।' কিন্তু বরাত মন্দ। কাজ তো জুটলই না, উলটে ঠাঁই হল ফাটকে।

কোচবিহারে চর্চা বিজেপির অন্দরে

'সক্রিয় সদস্য' নন নগেন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির সক্রিয় সদস্যপদ পেলেন না দলেরই সাংসদ! নগেন রায় খাতায়-কলমে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। অথচ তিনিই বিজেপির 'সক্রিয় সদস্যপদ' পাননি। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের গেরুয়া রাজনীতির অন্দরমহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। নগেন কেন সক্রিয় সদস্যপদ পেলেন না? সূত্রের খবর, তাঁর 'পারফরমেন্স' নাকি ভালো নয়।

নগেন যে বিজেপির সক্রিয় সদস্য নন, সেকথা সামনে আসে রবিবার। এদিন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সক্রিয় সদস্যদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে রাজ্যসভার সাংসদ নগেনকে দেখা যায়নি। উপস্থিত থাকা তো দূরের কথা, তিনি দলের সক্রিয় সদস্য নন বলে নিজেই জানিয়েছেন। দলের নিয়ম অনুযায়ী যাঁরা অন্তত ৫০ জনকে বিজেপির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁদের 'সক্রিয় সদস্যপদ' দেওয়া হয়েছে। জেলাতে এরকম প্রায় ১৭ হাজার সক্রিয় সদস্য রয়েছেন। তাহলে নগেন কেন সেই পদ পেলেন না? নগেনের কথা, 'আমি কাউকে বিজেপির সদস্য বানাইনি। যারা বানিয়েছে তারা সক্রিয় সদস্য হয়েছে।'

বিজেপির হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হলেও দলের সঙ্গে নগেনের দূরত্বের কথা কারও অজানা নয়। গত লোকসভা নির্বাচন কিংবা সিতাই উপনির্বাচনে প্রার্থী ঠিক করার ক্ষেত্রে নগেনের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করায় প্রকাশ্যেই দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এরপরই দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ে। বিজেপির বহু কর্মসূচিতে নগেনকে দেখা যায়নি। আবার নগেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা। সেখানকার কর্মসূচিতে অন্যদের ডাকা হলেও ব্রাত্য থেকেছেন জেলার বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা। ফলে তাঁর সঙ্গে দলের দূরত্ব নিয়ে রাজনৈতিক মহলের মধ্যে কোনও দ্বিধা নেই।

গত বছরের শেষের দিকে বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণের অভিযান শুরু হয়। প্রথম থেকেই কোচবিহারে তা ধীরগতিতে চলছিল। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার সদস্য রয়েছেন। মোবাইল থেকে অনলাইন মাধ্যমে আইডি তৈরি করে একজন সদস্য বাকি সদস্যদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতেন। যে সদস্যরা অন্তত ৫০ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন তাঁরাই সক্রিয় সদস্যপদ পেয়েছেন। যাঁরা সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারবেন না, তাঁরা যে সক্রিয় সদস্যপদ পাবেন না তা কোচবিহারে এসে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ। দলের বাকি নেতৃত্ব যখন সদস্য সংগ্রহে মরিয়া তখন নগেন কেন সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামেননি, তা নিয়ে দলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে নগেন স্পষ্ট কিছু না জানালেও দলের সঙ্গে দূরত্বের কারণেই তিনি অভিযানে শামিল হননি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু অবশ্য সবদিক বাঁচিয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'যাঁরা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছেন, তাঁদের ওই সক্রিয় সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বের অনুমতি নিয়ে বাকিদেরও দেওয়া হবে।'

চলছে বৈধ পারমিট ছাড়াই

প্রথম পাতার পর

বাস মালিক এবং কমিশন এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এখান থেকে কলকাতা এবং পাটনা সহ বিহারের বিভিন্ন রুটে চলা ৭৫-৮০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৭০টিরই পারমিট শিলিগুড়ি থেকে নেই। কোনওটি দক্ষিণবঙ্গের রুট পারমিট, কোনওটি জয়গাঁ, আবার অনেক বাস আলিপুরদুয়ার বা জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা পর্যন্ত পারমিট নিয়ে দিব্যি চলছে।

জয়গাঁ, আলিপুরদুয়ার বা জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতাগামী প্রত্যেকটি বাসের পারমিটেই স্পষ্টভাবে শিলিগুড়ি শহরকে এড়িয়ে ঘোষপুকুর বাইপাস হয়ে চলাচলের কথা বলা রয়েছে। অথচ সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে বাসগুলি শিলিগুড়ি শহর থেকে চলাচল করছে। বিশাল আকারের এই বাসগুলির জন্য শহরে যানজট সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে।

বিষয়টি মেনে নিয়েছেন শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সোনু গুপ্তাও। তাঁর সাফাই, 'এটা ঠিকই যে সব বাসের পারমিট শিলিগুড়ি থেকে নেই। কিন্তু এভাবেই বহুদিন ধরে চলে আসছে।'

কলকাতা এবং বিহার রুটের বাসগুলির স্ট্যান্ড পরিবহণনগরীতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এভাবে পারমিট ছাড়া এতগুলি বেসরকারি বাস চলাচল করলে সমস্যা তো বাড়বেই। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের অজান্তেই কি বছরের পর বছর এই বাসগুলি চলাচল করছে? নাকি প্রশাসন সবকিছু জেনেও হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে?

পারমিট বহির্ভূতভাবে শিলিগুড়ি থেকে এভাবে প্রচুর বাস চলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন পুরনিগমও। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'এমনটা হয়ে থাকলে পরিবহণ দপ্তর দেখছে না কেন? এমনিতেই শহরের যানজট নিয়ে আমরা ভীষণ উদ্বেগে রয়েছি। আমি বিষয়টি নিয়ে মেয়র এবং ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গেও কথা বলছি। এসব চলতে দেওয়া যাবে না।'

গরুমারায় বন্ধ, জলদাপাড়ায় চালু

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ছোট ছেলেটা বায়না ধরেছিল, হাতি দেখাতে নিয়ে যেতে হবেই। অগত্যা কলকাতার বেহালা থেকে ব্যাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে লাটাগুড়িতে সপরিবারে হাজির হন সত্যব্রত সেনগুপ্ত। কিন্তু গরুমারায় গিয়ে আশাভঙ্গ হয় পরিবারটির। হাতি সাফারিই বন্ধ। এবার ছোট ছেলেকে কীভাবে সামলাবেন? চিন্তায় পড়ে যান সত্যব্রত। খানিকটা বিরক্তির সুরে তিনি বলেন, 'হাতি সাফারির জন্যই উত্তরবঙ্গে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম হাতি সাফারি বন্ধ রয়েছে। আগে জানলে গরুমারায় আসতাম না।'

সত্যব্রত একা নন, সম্প্রতি অনেকেই গরুমারায় এসেও ফিরে যাচ্ছেন। ফিরে যাবেন না-ই বা কেন, মূল আকর্ষণটাই যে বন্ধ। শুধু পর্যটকরা নন, মাসখানেক ধরে হাতি সাফারি বন্ধ থাকায় পর্যটন ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ায় ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ট্যুরিজম ব্যবসায়ীদের মধ্যেও। এদিকে, জলদাপাড়ায় হাতি সাফারি চালু থাকায় সেটা ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালার কাজ করছে।

জলদাপাড়ায় চালু থাকলেও গরুমারায় হাতি সাফারি বন্ধ কেন? বিষয়টি জানা নেই বলে মন্তব্য করেছেন উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।জানা যাচ্ছে, গরুমারার রামশাই ও ধূপঝোরা থেকে হাতি সাফারির সুযোগ পেতেন পর্যটকরা। এর জন্য তাঁদের মাথাপিছু গুনতে হত ১৪০০ টাকা। অনলাইনে হাতি সাফারির টিকিট পেতেন তাঁরা। তবে প্রায় দু'মাস অনলাইনে টিকিট কাটতে পারছেন না পর্যটকরা।

বন দপ্তর সূত্রের খবর, যে ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে টিকিট কাটা যেত, সেটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ রয়েছে। এদিকে, জলদাপাড়াতেও কিন্তু একইভাবে অনলাইনে টিকিট কাটা যাচ্ছে না। তবে সেখানে অফলাইনে টিকিট কাটা যাচ্ছে। জলদাপাড়ার উদাহরণ টেনে পর্যটন ব্যবসায়ীরা প্রশ্ন তুলেছেন ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণই যদি ইস্যু হয়, সেক্ষেত্রে জলদাপাড়ার মতো গরুমারাতেও কেন অফলাইনে টিকিট দেওয়া হচ্ছে না? এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি প্রশাসনের তরফে।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় দাস ক্ষোভের সুরে বলছিলেন, 'হঠাৎ করে এভাবে হাতি সাফারি বন্ধ করে দেওয়ায় পর্যটন ব্যবসা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। হয় অফলাইনে, না হয় অনলাইনে হাতি সাফারি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বন দপ্তরের।'

সঞ্জয়ের সুরে সুর মিলিয়েছেন লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব।

হাতি সাফারি বন্ধ থাকলেও জঙ্গলে পাহারা দিচ্ছে গরুমারার কুনকি হাতি।

হাতি সাফারি

গরুমারা ও জলদাপাড়ায় হাতি সাফারির অনলাইন টিকিট মিলছে না

সূত্র বলছে, ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণের দরুন এই সমস্যা

জলদাপাড়ায় অফলাইনে টিকিট কাটার বিকল্প ব্যবস্থা, চালু সাফারিও

এতেই প্রশ্ন, গরুমারায় কেন অফলাইন টিকিটের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না

ফুটবলারদের খেলায় ক্ষোভ কোচ ব্রুজোঁর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : অন্য দিন ড্র বা হারের পরেও তাঁর কথাবার্তা বা শরীরী ভাষায় একটা সদর্থক ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু শনিবার রাতে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের পর রীতিমতো বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ দেখায় অস্কার ব্রুজোঁকে।

কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে জয়ের পর মুম্বইতে গিয়ে ড্র ম্যাচেও যথেষ্ট দাপটে খেলে ইস্টবেঙ্গল। তাই শেষ পাঁচ-ছয় ম্যাচ যখন আশার তখনই ঘরের মাঠে অসহায় আত্মসমর্পণ লাল-হলুদ বাহিনীর। চেন্নাইয়ান লাগায়। ২১ মিনিটের মধ্যে দুই গোল খেয়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলা ইস্টবেঙ্গল আর খেলায় ফিরতেই পারেনি। মাঝমাঠ থেকে বল সরবরাহও হয়নি গোটা ম্যাচে। লাল-হলুদ কোচ অবশ্য ক্রেসপোর ব্যর্থতার কথা মানতে চাননি। এই হার প্রসঙ্গে অস্কারের মন্তব্য, 'আমরা জাগতে দেরি করে ফেলি। দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলার চেষ্টা করছি। সুযোগও তৈরি হয়েছে। দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর চেন্নাইয়ানের নিজেদের অর্ধে বল ধরে রাখার প্রবণতা বেড়ে যায়।

হতাশা চেপে চেন্নাইয়ান এফসি কোচ ওয়েন কোয়েলকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

এফসি-র কাছে ০-৩ গোলে হারই শুধু নয়, ফুটবলারদের মধ্যে দায়বদ্ধতার অভাবও লক্ষ করা গিয়েছে। বিশেষকরে চোট-আঘাত কাটিয়ে চেন্নাইয়ানের বিপক্ষেই প্রথমবার প্রায় পুরো দল পেয়েছিলেন ব্রুজোঁ। কিন্তু দেখা গেল, সাউল ক্রেসপো-আনোয়ার আলিরা রিহ্যাবের পরও খেলার মতো মানসিকতায় ফিরতে পারেননি। পুরো ম্যাচে ক্রেসপো-দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা যেন ঘুরে বেড়াতেই নেমেছিলেন। সারা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের সিটার বলতে কিছুই নেই। চেন্নাইয়ানও মাত্র চারটি সুযোগ পেলেও তার তিনটি কাজে আমাদের কোনও জায়গাই দিচ্ছিল না ওরা। প্রথমার্ধের পারফরমেন্স খুবই খারাপ ছিল। বিশেষকরে বাঁদিকে। কনর শিল্ড ও ইরফান ইয়াদওয়াদ ওই দিকটা দিয়ে যা খুশি করে যাচ্ছিল। মাঝমাঠে নয়, এদিনের ম্যাচে সমস্যা যা কিছু হয়েছে সবটাই বাঁদিকে। বিরতির পর সেই সমস্যার সমাধান করি। তবে দলের কেউই নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি। অত্যন্ত হতাশাজনক পারফরমেন্স হয়েছে।' প্রসঙ্গত এই ম্যাচে বাঁদিকে খেলছিলেন নীশু কুমার ও রিচার্ড সেলিস। সাউলকে আড়াল করতে গিয়ে নিজের দোষও স্বীকার করে অস্কার বলেছেন, 'সাউলের মতো যারা চোট সারিয়ে ফিরেছে তাদের পক্ষে চেন্নাইয়ানের শরীরী ফুটবলের বিরুদ্ধে তীব্রতার সঙ্গে খেলা সম্ভব ছিল না। ওদের এতটা সময়ও আমার খেলানো বোধহয় উচিত হয়নি। গত ম্যাচের দলটাকে নামালেই ভালো হত। ওরা প্রায় সব ডুয়েলেই আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। গতি-শক্তি ও আগ্রাসনে অনেক এগিয়ে ছিল। ওদের খেলার তীব্রতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিনি। ধারাবাহিকতা এই মরশুমে বড় সমস্যা। অনেক ব্যক্তিগত ভুলের খেসারতও দিতে হয়েছে। সেগুলো নিয়ে এবার বসা হবে।'

আর আইএসএল নিয়ে না ভেবে যে এএফসি এবং সুপার কাপে মনোনিবেশ করাই লক্ষ্য সেটাও জানিয়ে দেন, 'প্লে-অফ নিয়ে আর না ভেবে এখন আইএসএলে মাঝামাঝি শেষ করার লক্ষ্যে খেলতে হবে। তবে এএফসিই এবার আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া সুপার কাপও আছে। সামনের কলকাতা ডার্বিতে নিজেদের সেরা ফল করতে হবে।' ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ১৬ ফেব্রুয়ারি।

> আমরা জাগতে দেরি করে ফেলি। দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলার চেষ্টা করছি। সুযোগও তৈরি হয়েছে। দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর চেন্নাইয়ানের নিজেদের অর্ধে বল ধরে রাখার প্রবণতা বেড়ে যায়। আমাদের কোনও জায়গাই দিচ্ছিল না ওরা। প্রথমার্ধের পারফরমেন্স খুব খারাপ ছিল।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

সমতা ফেরানোর পর রিয়ালের কিলিয়ান এমবাপে।

পেনাল্টি ঘিরে বিতর্ক, নিষ্ফলা মাদ্রিদ ডার্বি

মাদ্রিদ, ৯ ফেব্রুয়ারি : মাদ্রিদ ডার্বিতে ফের পয়েন্ট ভাগাভাগি। এই নিয়ে টানা তিনবার। রিয়াল মাদ্রিদ বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে।

এই মরশুমে অ্যাটলেটিকো যে ছন্দে রয়েছে তাতে তারা যে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে তা বোধহয় বুঝতেই পেরেছিল রিয়াল। তাই বোধহয় শুরু থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে আক্রমণে ঝাঁপানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন লস ব্লাঙ্কোসের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। যদিও ম্যাচের শুরুতে এগিয়ে যায় দিয়েগো সিমিওনের দল। ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে অ্যাটলেটিকোকে এগিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সেই গোল শোধ করেন রিয়ালের কিলিয়ান এমবাপে। এরপর বহু চেষ্টা করেও স্কোরলাইন বদলাতে পারেনি কেউই।

এদিকে অ্যাটলেটিকোর পাওয়া পেনাল্টি ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আসলে অরলিয়েন চৌয়ামেনি, স্যামুয়েল লিনোর পায়ে আঘাত করলেও প্রথমে ফাউল দেননি রেফারি। ভিএআরের মাধ্যমে পেনাল্টি পায় অ্যাটলেটিকো। সেই সময়ই ডাগ আউটে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় আন্সেলোত্তিকে। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'রেফারিং নিয়ে কথা বলে বিতর্কে যেতে চাই না। রেফারি খুব কাছ থেকেই সবটা দেখেছিল। পেনাল্টি দেয় ভিএআর। আসলে ফুটবলের সঙ্গে জড়িত মানুষজনই বোধহয় এখন কিছু বোঝেন না।' যদিও অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে মনে করছেন পেনাল্টির সিদ্ধান্তে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না।

মাদ্রিদ ডার্বি ড্র হওয়ায় ২৩ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল আন্সেলোত্তির দল। সমসংখ্যক ম্যাচে অ্যাটলেটিকোর ঝুলিতে ৪৯ পয়েন্ট। রবিবার মাঠে নামার আগে পর্যন্ত এক ম্যাচ কম খেলে সিমিওনের দলের সঙ্গে বার্সার ব্যবধান চার পয়েন্টের।

প্রাপ্য মর্যাদা, প্রচার পায় না জাদেজা : অশ্বীন

চেন্নাই, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় দলে যথার্থ অর্থে 'থ্রি ডি' ক্রিকেটার। বোলিং, ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। রাখছেনও। কিন্তু তারপরও যতটা সম্মান, মর্যাদা, প্রচারের আলো পাওয়া উচিত, তা পায় না রবীন্দ্র জাদেজা। এমনই দাবি, প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বীনের।

চলতি ওডিআই সিরিজে ইতিমধ্যেই জাদেজার ঝলক। নাগপুরের পর আজ কটকে দ্বিতীয় ম্যাচেও তিন উইকেট তাঁর ঝোলায়। ব্যাটিং তো রয়েইছে। জাদেজাকে 'জ্যাকপট জ্যাঙ্গো' আখ্যা দিয়ে অশ্বীনের যুক্তি, প্রতিটি ফরম্যাটে অত্যন্ত ধারাবাহিক। অথচ, সেই সম্মান জাদেজাকে দেয় না সংবাদমাধ্যম। সাফল্যের বদলে বর্তমানে ব্যর্থতা নিয়ে বেশি সমালোচনা, বিতর্ক চলে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফেভারিট ধরছেন নিউজিল্যান্ডকেও

> জাদেজার অবদান বরাবর প্রচারের আড়ালে থেকে যায়। প্রথম ওডিআইয়ে জো রুটের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছিল। অথচ, তা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই! ও হল 'জ্যাকপট জ্যাঙ্গো', একজন গেম চেঞ্জার। ওর ফিল্ডিং দলের সম্পদ। চাপের মুখে বারবার ব্যাট হোক বা বল হাতে অবদান রাখলেও ওর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আরও বলেছেন, 'জাদেজার অবদান বরাবর প্রচারের আড়ালে থেকে যায়। প্রথম ওডিআইয়ে জো রুটের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছিল। অথচ, তা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই! ও হল 'জ্যাকপট জ্যাঙ্গো', একজন গেম চেঞ্জার। ওর ফিল্ডিং দলের সম্পদ। চাপের মুখে বারবার ব্যাট হোক বা বল হাতে অবদান রাখলেও ওর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।' অশ্বীনের মতে, জাদেজা হল সহজাত অ্যাথলিট। প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। 'আমার থেকে অনেক বেশি প্রতিভাবান। সহজাত ক্রীড়াবিদ। সবথেকে বড় সম্পদ হল ওর ফিটনেস। এই বয়সেও অনায়াসে মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে লং অন থেকে ডিপ স্কোয়ার লেগ পর্যন্ত একাই সামলে দিতে পারে। ওর এই দক্ষতায় আমি অবশ্য একেবারেই অবাক নই, মুগ্ধ হই।'

অশ্বীনের মতে, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও জাদেজার সাফল্যের দিকে তাকিয়ে থাকবে গৌতম গম্ভীররাও। দাবি, মেগা ইভেন্টে ভারত ফেভারিট হিসেবে নামবেন। সঙ্গে রাখছেন নিউজিল্যান্ডকেও। আয়োজক পাকিস্তান বা অস্ট্রেলিয়ার আগে ব্ল্যাক ক্যাপসদের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গে প্রাক্তন অফস্পিনারের যুক্তি, 'নিউজিল্যান্ড দলটা বেশ শক্তিশালী। একঝাঁক দক্ষ ক্রিকেটার। পাকিস্তানের মাটিতে বাবরদের হারিয়েছে। ভালো স্পিনার থাকার সুবিধা পাবে। তাছাড়া পাকিস্তানের মাটিতে চলতি ত্রিদেশীয়

ভাঙছে ইংল্যান্ড। উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্র জাদেজা। কটকে।

সিরিজে খেলার অভিজ্ঞতাও কাজে লাগবে। ভারতের পর ট্রফির দ্বিতীয় বড় দাবিদার নিউজিল্যান্ডই। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ জিতলেও চোটআঘাতে দলের ৪-৫ জন মূল প্লেয়ারকে পাচ্ছে না। ওদের সম্ভাবনা কম।'

রোহিত শর্মারা সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবেন। অশ্বীনের মতে, এক পরিবেশ, মাঠে খেলা অ্যাডভান্টেজ পাবে ভারত। বাকি দেশগুলির মতো বিভিন্ন মাঠে খেলতে হবে না। বরং ভারত-ম্যাচে রোহিত ব্রিগেডের সামনে সমস্যায় পড়বে প্রতিপক্ষ দলগুলিই।

বারাবাটি স্টেডিয়ামে হঠাৎ করেই একটি বাতিস্তম্ভের আলো নিভে যায়।

রাতের কটকে আলো বিপর্যয়

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্য ৩০৫। রান তাড়া করতে নেমে দুর্দান্ত শুরু টিম ইন্ডিয়ার। বহুদিন পর ব্যাট হাতে ছন্দে অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

আর তারপরই আচমকা ছন্দপতন! সৌজন্যে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে নৈশালোক। টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার সময় ইনিংসের ৬.১ ওভারের মাথায় আচমকা বারাবাটি স্টেডিয়ামে একটি বাতিস্তম্ভের আলো সম্পূর্ণভাবে নিভে যায়। বন্ধ হয়ে যায় খেলা। হইচই পড়ে যায় সর্বত্র। মাঠে আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলে ভারত অধিনায়ক রোহিত বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি কারও নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কারও কিছু করারও ছিল না। নিট ফল, মিনিট পাঁচেক মাঠেই অপেক্ষার পর ভারত-ইংল্যান্ড দুই দলকেই মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। পরে জানা যায়, যে বাতিস্তম্ভের আলো নিভে গিয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত থাকা জেনারেটর খারাপ হয়ে যায় আচমকাই। দ্রুত সেই জেনারেটর বদলে ফেলে নতুনভাবে বাতিস্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নয়া জেনারেটর। এসব করতে গিয়েই অন্তত ৩৫ মিনিট পার। অন্তহীন অপেক্ষায় রোহিত-শুভমান গিলরা।

খেলা বন্ধ ৩৫ মিনিট

মাঝের সময়ে দুই দলকেই মাঠের ধারে ডাগআউটে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। ভারত অধিনায়ক রোহিত ও তাঁর ওপেনিং পার্টনার সহ অধিনায়ক শুভমানদের শরীরীভাষায় হতাশা ও বিরক্তি ছিল স্পষ্ট। বাতিস্তম্ভের আলো নিভে যাওয়ার সময় ইংল্যান্ডের জোরে বোলার সাকিব মাহমুদ বোলিং করছিলেন। তিনিও গোটা ঘটনায় বিরক্তিপ্রকাশ করেন মাঠেই। অন্তত ৩৫ মিনিট পর খেলা শুরু হওয়ার পর হিটম্যানের ব্যাটিং তাণ্ডব অবশ্য থামেনি। বরং দীর্ঘসময় পর রোহিতকে অতীতের ছন্দে দেখা গিয়েছে। যা আবেগে ভাসিয়ে দিয়েছে বারাবাটি স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারিকে। উল্লেখ্য, ছয় বছর পর কটকে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হল আজ। অতীতে যখনই কটকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে, তখনই কিছু না কিছু বিপর্য ঘটেছে। সেই তালিকায় নয়া সংযোজন নৈশালোক বিপর্যয় ও ৩৫ মিনিটের দীর্ঘ অপেক্ষা।

মহমেডানের লড়াই এখন মর্যাদারক্ষার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : এক মাসের বেতন পেলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। এমনিতে সাদা-কালো শিবিরে সমস্যার অন্ত নেই। তার মাঝে এটুকুই যা স্বস্তির খবর। বাকি বেতনও দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস মিলেছে বলে খবর।

আইএসএলে নিজেদের প্রথম মরশুমে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ টেবিলে অবস্থান সবার নীচে। বাকি আর পাঁচটা ম্যাচ। কোনও অঙ্কেই সুপার সিক্সে খেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সাদা-কালোর কাছে বাকি ম্যাচগুলি কেবলই মর্যাদা রক্ষার লড়াই।

আন্দ্রেই চেরনিশভ হোন বা মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। এই মরশুমে মহমেডান হেডকোচের হটসিটে যেই বসেছেন, ম্যাচ শেষে হতাশ মুখে বলতে হয়েছে, সব হচ্ছে শুধু গোল ছাড়া। হায়দরাবাদ এফসি-র কাছে হারের পর মেহরাজ বেশ বিরক্তও। বলেছেন, 'তিনটি গোল হজম করা কখনোই ভালো দিক নয়। চিন্তার বিষয়। আমাদের রক্ষণকে শোধরাতে হবে।' বক্সের সামনে ফ্রি-কিক উপহার দেওয়া নিয়েও ক্ষুব্ধ। বলেছেন, 'বক্সের সামনে ফ্রি কিক দেওয়া থেকেও বিরত থাকা যেত। সব সময় খেলোয়াড়দের বলি যতটা সম্ভব বক্সের সামনে ফাউল করা এড়াতে।' একই সঙ্গে প্রকাশ্যে দলের গোলরক্ষক ভাস্কর রায়ের সমালোচনা করে বলেছেন, 'আমার মনে হয় প্রথম গোলটা আটকানো যেত। কারণ, বল গোলকিপারের হাত ছুঁয়ে গিয়েছিল। আয়ত্তেই ছিল।'

মহমেডানের পরের ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। তার আগে এক মাসের হলেও বেতন সমস্যা মেটায় ফুটবলাররা বাড়তি অনুপ্রেরণা নিয়ে মাঠে নামতে পারেন।

একাধিক সুযোগ তৈরিতে খুশি বাগান কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিল্ড জয়ের খেতাব থেকে আর কয়েকধাপ দূরে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বাকি চারটি ম্যাচে কোনও অঘটন না ঘটলে টানা দ্বিতীয়বার লিগশিল্ড আসছে গঙ্গাপাড়ের ক্লাব তাঁবুতে। বাগানে এখন ফিলগুড পরিবেশ।

সবুজ-মেরুন শিবিরে এই সাফল্যের চাবিকাঠি কী? চলতি আইএসএলে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ৩৯টি গোল করেছে মোহনবাগান। গোলস্কোরারের তালিকায় রয়েছেন দশজন ফুটবলার। দলে একাধিক গোলগেটার থাকাই মোহনবাগানকে লিগশীর্ষে রেখেছে। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও খেলোয়াড়দের গোল করার দক্ষতা দেখে খুশি। তিনি বলেছেন, 'আমি গোল নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই। কারণ, ছেলেরা যেভাবে সুযোগ তৈরি করছে তাতে গোল আসবে। ওদের খেলায় আমি খুশি। দিমি, কামিংসরা যদি এইভাবে খেলে যেতে পারে, তাহলে পরের ম্যাচগুলিতে আরও গোল করবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমার দলের সাফল্যের মূল রসায়ন খেলোয়াড়দের পরিশ্রম। ওরা গোল করছে। পাশাপাশি ক্লিনশিটও বজায় রাখছে। কোচিং স্টাফ, টিম ম্যানেজমেন্ট সবাই খুব সাহায্য করছে। এই জন্য দল সাফল্য পাচ্ছে।'

গোল করার ক্ষেত্রে স্ট্রাইকারদের সঙ্গে ডিফেন্ডাররাও সমানতালে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছেন। চলতি আইএসএলে শুধু বাগান ডিফেন্ডাররাই করেছেন ১৩টি গোল। এই মুহূর্তে অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন ৮ গোল করে দলের সর্বাধিক গোলস্কোরার। ৬টি গোল করে তাঁর ঠিক পরেই রয়েছেন ডিফেন্ডার তথা অধিনায়ক শুভাশিস বসু। অজি তারকার সঙ্গে কি তাঁর গোলের প্রতিযোগিতা চলছে? উত্তরে বাগান অধিনায়ক বলেছেন, 'স্ট্রাইকারদের কাজই গোল করা। আমি চাই ম্যাকলারেন আমার দ্বিগুণ গোল করুক এবং লিগের সর্বাধিক গোলদাতা হোক।'

ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে কেরালা ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবেন মোহনবাগান ফুটবলাররা। শিল্ড জয়ের জন্য অঙ্কের হিসেব মাথায় না রেখে সব ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য তাঁদের।

> আমি গোল নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই। কারণ, ছেলেরা যেভাবে সুযোগ তৈরি করছে তাতে গোল আসবে। ওদের খেলায় আমি খুশি। দিমি, কামিংসরা যদি এইভাবে খেলে যেতে পারে, তাহলে পরের ম্যাচগুলিতে আরও গোল করবে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

বাইশ গজ থেকে অ্যাথলেটিক্সে

জাতীয় গেমসে জোড়া পদক মৌমিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : স্বপ্ন ছিল ক্রিকেটার হওয়া। তবে অর্থের অভাবে বাইশ গজে দৌড়টা থেমে যায়। সেই মৌমিতাই এখন বাংলার অ্যাথলেটিক্সে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। এবারের জাতীয় গেমসে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে প্রথম পদকটাও এল তাঁরই হাত ধরে।

ব্যাট-বল ছেড়ে অনেকটা বেশি বয়সেই নতুন দৌড়টা শুরু করেছিলেন। আসলে স্বপ্নটাকে কখনওই মরতে দেননি হুগলি বলাগড়ের মৌমিতা মণ্ডল। সঙ্গে ছিল হার না মানা মানসিকতা। সেটাই

পদক জিতে উচ্ছ্বসিত মৌমিতা মণ্ডল। দেরাদুনে রবিবার।

সাফল্যের পথে এগিয়ে দিচ্ছে বছর তেইশের অ্যাথলিটকে। বছরখানেক আগে ভুবনেশ্বরে ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স মিটে জোড়া পদক জেতেন। আবারও জোড়া পদক জিতলেন। এবার জাতীয় গেমসের মঞ্চে।

উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আয়োজিত জাতীয় গেমসে লং জাম্পের মহিলা বিভাগে ৬.২১ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সোনা জিতলেন মৌমিতা। রুপো জিতলেন একশো মিটার হার্ডলসে। দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় নেন ১৩.৩৬ সেকেন্ড। জোড়া সাফল্যের পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত মৌমিতা। পদক জয়ের পর বাংলার এই অ্যাথলিট বলেছেন, 'খুবই ভালো লাগছে। সামনে আবার ফেডারেশন কাপ রয়েছে। আপাতত সেখানেই ফোকাস। তারপর ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস।'

অন্যদিকে, এদিন লন টেনিসের মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বাংলার নীতিন সিনহা ও যুবরানি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অঙ্কিতের দাপটে চাপে মুম্বই

মুম্বই-৩১৫ হরিয়ানা-২৬৩/৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : আজ তো তুমকো বিরিয়ানি খিলানা পড়েগা?

দ্বিতীয় দিনের খেলা তখন শেষ। ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘর থেকে বেরিয়ে টিম বাসের দিকে হরিয়ানা দল। এমন সময় জনা তিনেক সতীর্থের সঙ্গে টিম বাসে ওঠার আগে এমন আবদারের মুখে পড়লেন হরিয়ানার অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার (১৩৬)। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট কেরিয়ারের পঞ্চম শতরান করে দলকে ভরসা দিয়েছেন তিনি। আর শক্তিশালী মুম্বইকে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের মঞ্চে ঠেলে দিয়েছেন ব্যাকফুটে। গতকালের ২৭৮/৭ থেকে শুরু করে আজ ম্যাচের দ্বিতীয় দিন মুম্বই ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩১৫ রানে। জবাবে অধিনায়ক অঙ্কিতের শতরানে ভর দিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে হরিয়ানার সংগ্রহ ২৬৩/৫। এখনও ৫২ রানে পিছিয়ে থাকা হরিয়ানা আগামীকাল প্রথম ইনিংসের লিড নেওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত। দিনের খেলা শেষের দুই ওভার আগে হরিয়ানা অধিনায়কের উইকেট নিয়ে আজিঙ্কা রাহানের মুম্বইও বুঝিয়ে দিয়েছে, খাড়ুস ক্রিকেটের কারণে তারাও পালটা লড়াই করতে জানে। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন।

বল ঘুরছে। কিছু ডেলিভারি নীচুও হচ্ছে। সঙ্গে ইডেনের বাইশ গজে তৈরি হওয়া রাফ থেকে সামান্য ধুলোও উড়ছে। পিচ এখনও ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ থাকলেও হয়তো কাল থেকেই স্পিনাররা আরও বেশি সাহায্য পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্তত মুম্বই শিবিরের ভাবনা তেমনই। গতকালের ২৭৮/৭ থেকে শুরুর পর আজ মুম্বই ইনিংসকে টানছিলেন অলরাউন্ডার তনুশ কোটিয়ান (৯৭)। অল্পের জন্য নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেন তিনি। ব্যাট হাতে শতরান হাতছাড়া করলেও পরে বল হাতে জোড়া উইকেট নিয়ে তনুশ হরিয়ানা ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছেন। তাঁর স্পিনের মায়াজালের সামনে বারবার অস্বস্তিতে পড়তে দেখা গিয়েছে লক্ষ্য দালাল (৩৪), হিমাংশু রানাদের (৩)। শামস মুলানিও (৫৯/২) বল হাতে কোটিয়ানের সঙ্গে জুটিতে দারুণ বোলিং করেছেন আজ। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে মুম্বইয়ের কোচ ওমকার সালভি বলছিলেন, 'পরিস্থিতির বিচারে হয়তো সামান্য ব্যাকফুটে আমরা। কিন্তু মনে রাখবেন, খেলার এখনও তিনদিন বাকি। ফলে অনেক কিছুই হতে পারে বাকি দিনগুলিতে।'

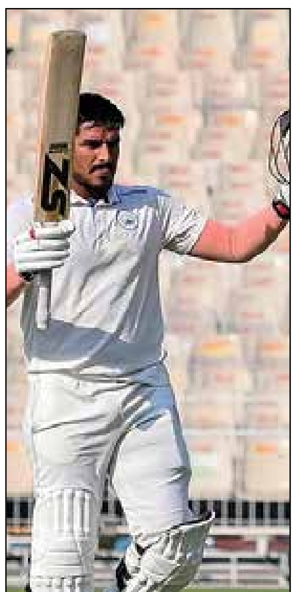

শতরান করে অঙ্কিত কুমার।

অশ্বীনের পরামর্শে স্বপ্ন দেখছেন তনুশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : তিনি যখন ব্যাট করতে নামেন, নিজেকে ব্যাটার হিসেবে দেখেন। আর যখন বল হাতে তুলে নেন, নিজেকে বোলার হিসেবে ভাবেন।

আধুনিক ক্রিকেটে অলরাউন্ডারদের বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। অথচ, মুম্বইয়ের ২৬ বছরের তনুশ কোটিয়ান নিয়মিতভাবে ব্যাটে-বলে পারফর্ম করার পরও নিজেকে অলরাউন্ডার বলতে নারাজ। ইডেনে চলতি মুম্বই বনাম হরিয়ানা রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের আসরেও ব্যাট হাতে ৯৭ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। আজ আবার বল হাতে জোড়া উইকেট নিয়ে দলকে ভরসা দিয়েছেন। দিনের খেলার শেষে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে চমকপ্রদভাবে তনুশ বলে দিলেন, 'আমি নিজেকে অলরাউন্ডার হিসেবে দেখি না। যখন ব্যাট করতে নামি, তখন একজন ব্যাটার হিসেবে নিজেকে ভাবি। আর বল করার সময় ভাবি আমি একজন বোলার।'

৯৭ রানে ফিরছেন তনুশ কোটিয়ান।

পরিসংখ্যান বলছে, সাম্প্রতিককালের ঘরোয়া ক্রিকেটে সবচেয়ে ধারাবাহিক অলরাউন্ডারের নাম তনুশ। শেষ মরশুমেও ব্যাটে-বলে সফল হয়েছিলেন তিনি। এবারও তাই। মাঝের সময়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের আচমকা অবসরের পর অস্ট্রেলিয়ায় টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডেও ডাক পেয়েছিলেন তনুশ। প্রথম একাদশে সুযোগ হয়নি। কিন্তু কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা? কোটিয়ানের কথায়, 'ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে সরাসরি জাতীয় দলের সাজঘরে ঢুকে পড়াটা সহজ নয়। আমার কাছে সুযোগ এসেছিল। অনেক কিছু শিখেছি। সেই সব অভিজ্ঞতা আমার আগামীদিনে কাজে লাগবে।' আপনার প্রিয় ক্রিকেটার কে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র তনুষ বলে দিলেন অশ্বীনের নাম। তাঁর কথায়, 'অ্যাশভাইয়ের সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালস দলে রয়েছি বেশ কয়েক বছর। ওঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছি। পেয়েছি নানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও। অশ্বীনের পরামর্শ আমার আগামীর ক্রিকেট জীবনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা।'

শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়ে নাথান লায়োন।

সহজ জয় অস্ট্রেলিয়ার

গল, ৯ ফেব্রুয়ারি : জয়টা সময়ের অপেক্ষা ছিল। রবিবার গলে দিনের প্রথম সেশনেই কাজটা সেরে ফেলল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় টেস্টে সাড়ে তিনদিনে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ পকেটে পুরল অজিরা। একই সঙ্গে হোয়াইটওয়াশ করল দ্বীপরাষ্ট্রের দলটিকে।

তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার স্কোর ছিল ২১১/৮। ৫৪ রানের লিড ছিল। তবে হাতে ছিল মাত্র দুই উইকেট। ৪৮ রানে অপরাজিত থাকা কুশল মেন্ডিস ৫০ করেন। সবমিলিয়ে আর ২০ রান যোগ করে লঙ্কা ব্রিগেড। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার দুই সফলতম বোলার স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যান (৬৩/৪) ও নাথান লায়োন (৮৪/৪)।

এদিকে, ৭৫ রান তাড়া করতে নেমে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। মাত্র এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় তারা। ট্রাভিস হেড ২০ রানে ফেরেন। উসমান খোয়াজা ও মার্নাস লাবুশেন যথাক্রমে ২৭ এবং ২৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতান দলকে।

আলো-আঁধারির বারাবাটিতে শো হিটম্যানের

ইংল্যান্ড-৩০৪ (৪৯.৫ ওভারে)
ভারত-৩০৮/৬ (৪৪.৩ ওভারে)

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ইনিংসের সপ্তম ওভার।

হঠাৎ অন্ধকারে মাঠ। একদিকের বাতিস্তম্ভের আলো নিভে গিয়েছে! প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর সমস্যা মিটিয়ে খেলা শুরু। শুরু হিটম্যান-শোয়েরও। আলো-আঁধারির বারাবাটিতেই অন্ধকার সরিয়ে সাফল্যের আলোয় ফিরলেন রোহিত শর্মা!

রোহিত স্পেশালের হাত ধরে সিরিজ ভারতের। ৩০৫ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং। নতুন বলে গাস অ্যাটকিনসন, সাকিব মাহমুদদের যাবতীয় চ্যালেঞ্জ উধাও যার ধাক্কায়। মাঝেই ফ্লাডলাইটের সমস্যায় রোহিত-শোয়ে সাময়িক ব্রেক। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে মাঠ ছাড়া। দীর্ঘদিন পর ছন্দে। ব্যাটের মাঝখান দিয়ে ঠিকঠাক শট বেরোচ্ছে। তাতেই ব্রেক আলোর সমস্যায়।

কোনও কিছুই রোহিতের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। খেলা ফের শুরু হলে সাকিবকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে টেম্পো সেট করে নেন। যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন যা বজায় থাকল। কখনও ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আক্রমণ শানালেন। কখনও ব্যাকফুটে দীর্ঘদিন পর নিখুঁত পুল পৌঁছে গেল গ্যালারিতে।

২৬তম ওভারে আদিল রশিদকে ছক্কা হাঁকিয়ে ৩২তম শতরান। পাঁচবার নার্ভাস নাইন্টিসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে তিন অঙ্কে পা। আর কোনও ভারতীয়র যে কৃতিত্ব নেই। লিয়াম লিভিংস্টোনকে গ্যালারিতে ফেলতে গিয়ে যখন আউট হলেন ১১৯ রানের ঝলমলে ইনিংসে আলোকিত রোহিত। টানা দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ হাতছাড়ায় আশঙ্কার মেঘ আরও গাঢ় ইংল্যান্ড শিবিরে।

১২টি বাউন্ডারি ও ৭টি ছক্কা। গোটা বারাবাটি উঠে দাঁড়িয়ে অধিনায়কের যে প্রয়াসকে কুর্নিশ জানাল। ডাগআউটে পিঠ চাপড়ে দিলেন বিরাট কোহলি। গ্যালারিতে একঝাঁক ফেস্টুন। যার একটাতে লেখা- ‘মুম্বই টু গ্লোরি, হিটম্যান স্টোরি’। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাইশ গজে দেখা মিলল হিটম্যান-শোয়ের। মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যা আশ্বস্ত করল দলকে, ভক্তদেরও।

ইংল্যান্ডকে চূর্ণ করে সিরিজ জয়

যোগ্য সংগতে ডেপুটি শুভমান গিল। নাগপুরে ৮৭ রানের পর আজ কটকে রোহিত-শোয়ের মাঝে পরিণত ব্যাটিং। খুচরো রানে স্ট্রাইক রোটেটের সঙ্গে খারাপ বলের হিসেব মেটালেন। ৩০ বলে ৫০ রোহিতের। শুভমান সিরিজে দ্বিতীয় পঞ্চাশে পা রাখলেন ৪৫ বলে। জেমি ওভারটনের নিখুঁত ইয়র্কারে যখন শুভমান (৬০) ফিরলেন, ভারত ১৩৬/১-এর স্বস্তির স্কোরে।

মঞ্চ প্রস্তুত থাকলেও বিরাট-হতাশা (৫) অবশ্য কাটেনি। ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের পর পঞ্চাশের ফরম্যাটে প্রথম ম্যাচ। গ্যালারিতে রোকো-র যুগলবন্দির দেখার ছটফটানি। সুর কাটে রশিদকে কভার ড্রাইভ মারতে গিয়ে। ব্যাটের কানায় লেগে ক্যাচ উইকেটকিপার ফিল সল্টের দস্তানায়। রিভিউ নিয়ে বিরাট-প্রাপ্তি ইংল্যান্ডের, ফের ‘অন্ধকারে’ বারাবাটি।

১৩৬/০ থেকে ১৫০/২। যদিও বাটলারদের ম্যাচে ফেরার সুযোগ দিতে রাজি ছিল না মেন ইন ব্লু। রোহিতের শতকীয় ইনিংসের পর শ্রেয়স আইয়ার (৪৪), অক্ষর প্যাটেলরা (অপরাজিত ৪১) বাকি কাজটা সেরে নেন। দুর্ভাগ্য শ্রেয়সের, রানআউট হয়ে ফেরেন।

লোকেশ রাহুল (১০) অবশ্য এদিনও ব্যর্থ টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসার মর্যাদা রাখতে। মনে রাখা উচিত লোকেশের জন্যই রিজার্ভ বেঞ্চে বসে গেমচেঞ্জার ঋষভ পন্থ। হার্দিক পান্ডিয়া (১০) দ্রুত ফেরায় আশঙ্কা তৈরি হলেও সিরিজ জয় আটকায়নি ভারতের। ৪৫তম ওভারের তৃতীয় বলে রুটকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন জাদেজা (অপরাজিত ১১)।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিং নেয় ইংল্যান্ড। ভারতীয় একাদশে জোড়া পরিবর্তন। বিরাটের সঙ্গে ওডিআই-অভিষেক বরুণ চক্রবর্তীর। বাদ যশস্বী জয়সওয়াল ও কুলদীপ যাদব। ইংল্যান্ডের শুরুটা ৮১ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ দিয়ে।

কৃতিত্ব প্রাপ্য বেন ডাকেট (৬৫)। যাকে ফেরান জাদেজা। বড় জুটি হলেও সল্ট এদিন কিছুটা অফ-কালার। ৬ রানের মাথায় অক্ষর প্যাটেল সহজ ক্যাচ ফেলেন। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি সল্ট (২৬)। বরুণের প্রথম ওডিআই শিকার হয়ে ফেরেন।

অক্ষরের ক্যাচ মিসটুকু সরিয়ে রাখলে এদিন ভারতের ফিল্ডিং প্রশংসনীয়। বিশেষত, শুভমান। হ্যারি ব্রুকের (৩১) শট উলটো দিকে প্রায় ২০ মিটার দৌড়ের ঝাঁপিয়ে তালুবন্দি করেন। বিপজ্জনক জস বাটলারের (৩৪) ক্যাচ নিলেন সামনে ঝাঁপিয়ে।

জো রুটের ক্রিকেটীয় শটে সাজানো ৬৯ রানের কপিবুক ইনিংস থামে রবীন্দ্র জাদেজার স্পিনে (৩৫/৩)। ডেথ ওভারে লিভিংস্টোনের ৪১ তিনশো পার করে দেয় ইংল্যান্ডের ইনিংসকে। ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নিতে ব্যর্থ মহম্মদ সামি।

নাগপুরের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আজ উলটপুরান। ৭.৫ ওভারে ৬৬ রান খরচ করে শেষদিকে অ্যাটকিনসনের উইকেট। রান দিলেন হর্ষিত রানাও (৬২/১)। টি২০ ম্যাজিক না দেখা গেলেও একেবারে হতাশও করেননি বরুণ (৫৪/১)।

১৬ মাস অপেক্ষার পর ওডিআই ক্রিকেটে শতরান পেলেন রোহিত শর্মা।

রোহিত-শুভমানের ওডিআইয়ে শেষ আট ওপেনিং জুটি

রান	বল
৬২	৩৫
১০০	৭১
৭১	৫০
৩০	২৬
৭৫	৭৬
৯৭	৮১
৩৭	২৭
১৩৬	১০০

ওডিআইয়ে সর্বাধিক ছক্কা

ছয়	ব্যাটার
৩৫১	শাহিদ আফ্রিদি
৩৩৮	রোহিত শর্মা
৩৩১	ক্রিস গেইল
২৭০	সনৎ জয়সূর্য
২২৯	মহেন্দ্র সিং ধোনি
২২০	ইয়োন মরগ্যান

রোহিতের দ্রুততম ওডিআই শতরান
(বলের নিরিখে)

বল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৬৩	আফগানিস্তান	নয়াদিল্লি	২০২৩
৭৬	ইংল্যান্ড	কটক	২০২৫
৮২	ইংল্যান্ড	নটিংহাম	২০১৮
৮২	নিউজিল্যান্ড	ইনদোর	২০২৩
৮৪	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	গুয়াহাটি	২০১৮

রোহিতের দ্রুততম ওডিআই অর্ধশতরান
(বলের নিরিখে)

বল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
২৭	বাংলাদেশ	মীরপুর	২০২২
২৯	শ্রীলঙ্কা	কলম্বো	২০২৪
৩০	আফগানিস্তান	নয়াদিল্লি	২০২৩
৩০	ইংল্যান্ড	কটক	২০২৫
৩১	অস্ট্রেলিয়া	রাজকোট	২০২৩

এই ছেলেটা একেবারে তৈরি, বলেছিলেন শাস্ত্রী

ব্যাটিংয়ে রোকো-র মিশেল দেখেন গিল

ইংল্যান্ড সিরিজে টানা দ্বিতীয় অর্ধশতরানের পথে শুভমান গিল। রবিবার কটকে।

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় নেটে প্রথম দর্শনেই মজেছিলেন রবি শাস্ত্রী। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ছেলেটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য একদম তৈরি। লম্বা রেসের ঘোড়া।

মাঝে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। তরুণ তুর্কির তকমা ঝেড়ে বর্তমানে দলের সহ অধিনায়ক। ২০২৩ সালের পর ওডিআই ফরম্যাটে ভারতের সবচেয়ে সফল ব্যাটারও। নাগপুরে ৮৭ রানের দুরন্ত ইনিংসে দলকে জেতানোর মূল কারিগরও।

গ্রাউন্ড শট খেলতে ভালোবাসেন। শুভমান গিলের দর্শনীয় অফড্রাইভ টানে প্রাক্তনদেরও। হাতে রয়েছে লম্বা শটও। নিজের যে অস্ত্রগুলির সঠিক ব্যবহারের ফল ৫০-৫০ ফরম্যাটে দলের অন্যতম সম্পদ।

নিজের ব্যাটিং নিয়ে এদিন অবাক কথা শোনান শুভমানের। দাবি রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির মিশেল নাকি ঘটেছে তাঁর ব্যাটিংয়ে! সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমি ওডিআই ক্রিকেট যেভাবে খেলি, তা অনেকটা রোহিতভাই এবং বিরাটভাইয়ের মিশেল। রোহিতভাইয়ের সঙ্গে যখন ব্যাটিং করি, আমাদের মধ্যে মূল আলোচনা হয় ব্যাটিংকে যথাসম্ভব সহজ রাখা। প্রথমে উইকেট বুঝে নেওয়া। তারপর কোন বোলারকে টার্গেট করব, তা ঠিক করা। সাফল্য পেতে হলে এই বোধটুকু থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

নাগপুরে যশস্বী জয়সওয়ালকে ওপেনিংয়ের জায়গা ছাড়তে হয় শুভমানকে। তবে তিন নম্বরে নেমেও নিজে ভুলচুক করেননি। কটকে যশস্বীর অবর্তমানে ফের রোহিতের সঙ্গে ওপেনিংয়ে। উপভোগ করেন বিরাটের সঙ্গেও ক্রিজে সময় কাটানো।

বছর পঁচিশের শুভমানের কথায়, বিরাটভাইয়ের সঙ্গে পার্টনারশিপে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ‘রানিং বিটুইন দ্য উইকেট’। বিরাট স্ট্রাইক রোটেট করতে পছন্দ করে। খুচরো রান প্রচুর নেই। গিল বলেছেন, ‘খুচরো রান নিয়ে ইনিংসকে সবসময় সচল রাখতে পছন্দ করে বিরাটভাই। রোহিত-বিরাটের সঙ্গে ব্যাটিং করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে দারুণ উপভোগ করি ওদের দুইজনের সঙ্গে পার্টনারশিপ।’

২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় শুভমানের। হেডকোচ তখন রবি শাস্ত্রী। ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে সঞ্জয় বাঙ্গার। নেটে কড়া নজর ছিল দুইজনের। প্রথম দর্শনেই লেটার মার্কস সহ পাশ শুভমান। এদিন সেই অজানা গল্প বাঙ্গারের গলায়।

বাঙ্গার জানান, নতুনদের পরখ করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি চালু ছিল ভারতীয় দলে। প্রথমে নেটে দেখে নেওয়া। তারপর থ্রোডাউন স্পেশালিস্ট। কিছুটা সামনে থেকে জোরে বল ছোড়া। সামলানো সহজ ছিল না। কিন্তু নেট সেশনেই বাজিমাত শুভমানের। তরুণ গিলকে দেখে রীতিমতো অবাক, মুগ্ধ রবি নাকি বলেও দেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত একটা ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে।

> খুচরো রান নিয়ে ইনিংসকে সবসময় সচল রাখতে পছন্দ করে বিরাটভাই। রোহিত-বিরাটের সঙ্গে ব্যাটিং করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে দারুণ উপভোগ করি ওদের দুইজনের সঙ্গে পার্টনারশিপ।
>
> **শুভমান গিল**

রোহিত অপেক্ষায় ছিলেন এই ইনিংসের

কটক, ৯ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ প্রতীক্ষা, ভক্তদের হাজারো প্রার্থনা।

অবশেষে বাইশ গজে ফিরল হিটম্যান শো। লাল হোক সাদা বল, ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক হচ্ছিল না। টানা ব্যর্থতায় চাপ বাড়ছিল। মহানদীর তীরে রবিবার সেই চাপ ঝেড়ে ফেললেন। ৯০ বলে ১১৯ রানের দুরন্ত ইনিংসে বোঝালেন তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি।

সামনে থেকে নেতৃত্ব-ক্রমশ ফিকে হওয়া স্মৃতি ফিরল রবিবাসরীয় দ্বৈরথে। যার সামনে হার স্বীকার জস বাটলারদের। ম্যাচের সেরার সঙ্গে সিরিজ জয়। জোড়া স্বস্তি নিয়ে রোহিত বলেও দিলেন, এদিনের ইনিংস তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন। খুশি দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে।

গত কয়েক সিরিজে লম্বা ইনিংস খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। টেস্ট হোক বা ওডিআই, চাইছিলেন, ইনিংসের শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে। কিন্তু কিছুতেই তা হচ্ছিল না। অবশেষে কটক দ্বৈরথে সেই স্বস্তি নিয়ে ফেরা।

নিজের ইনিংস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে রোহিত বলেছেন, ‘কালো মাটির পিচ। বল বাড়তি স্কিড করে। শুরুতে তাই ব্যাটের মুখ খুলেছিলাম। পরে ওরা শরীর লক্ষ্য করে উইকেটের সোজা বল রাখতে শুরু করে। আমি অবশ্য তৈরি ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর খুঁজে নিতে। শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ার দারুণভাবে সাহায্য করল। গিলের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করেছি।’

৩৫০ দরকার ছিল : বাটলার

সিরিজ খুইয়ে বাটলারের গলায় আক্ষেপ। বলেছেন, ‘৩৫০ দরকার ছিল এই পিচে। দলের একাধিক ব্যাটার ভালো শুরু করেছে। ভালো খেলেছে। কিন্তু আগুনে ব্যাটিং প্রয়োজন ছিল, যা হয়নি।’ রোহিতকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, ‘আরও একটা দুর্দান্ত ইনিংস। দীর্ঘদিন ধরেই ওডিআইয়ে এটাই করে আসছে। প্রতিপক্ষকে কৃতিত্ব দিতে হবে।’

ভিশন চ্যালেঞ্জার্সে সেরা ডুয়ার্স তরাই

ট্রফি নিয়ে ডুয়ার্স তরাই সুপার ইলেভেন। সূর্যনগর পুরসভার মাঠে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরের দিশারীর ভিশন আই চ্যালেঞ্জার্স কাপ টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ডুয়ার্স তরাই সুপার ইলেভেন। রবিবার সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে ফাইনালে তারা ২৮ রানে হারিয়েছে কলকাতা ক্যাপিটালসকে।

উত্তরের দিশারীর প্রতিযোগিতার এটি পঞ্চম বছর। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় খুশি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড অফ বেঙ্গলের সচিব চিন্ময় মণ্ডল। বলেছেন, ‘আমাদের রাজ্যে হাতেগোনা ৫-৬টি প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে এত সুন্দর আয়োজন, এখানে খেলে যাওয়ার পর শুভেন্দু মাহাতো বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য হয়েছিল। এবার মানিকচকের নাসিরউদ্দিন আহমেদের দল ফাইনালে উঠতে না পারলেও ব্যক্তিগতভাবে ওর পারফরমেন্স ভালো ছিল।’ তাঁকে সমর্থন করেছেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়ার সভাপতি মোহান্তেস জি কিভাদাসন্নাবার। বলেছেন, ‘বেঙ্গালুরুতে সামনেই ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ আছে জাতীয় দলের। তার আগে এই টুর্নামেন্ট ক্রিকেটারদের দেখে নেওয়ার ভালো সুযোগ করে দিল। বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের স্পটারও টুর্নামেন্টটি দেখতে এখানে এসেছেন।’

প্রশংসা আয়োজকদের

পুরস্কার তুলে দেন কিভাদাসন্নাবার, চিন্ময় মণ্ডল, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা, ক্রিকেট কোচ জয়ন্ত ভৌমিক প্রমুখ।

ট্রফি নিচ্ছেন মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের ভলিবলাররা।

চ্যাম্পিয়ন মিলনপল্লি স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অসিত রায়, অনিলকুমার দাস ও শান্তিরঞ্জন সাহা ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের ভলিবল গ্রাউন্ডে রবিবার রাতে ফাইনালে তারা ২৫-১৬, ২১-২৫, ২৩-২৫, ২৫-১৮ ও ১৫-৯ পয়েন্টে হারিয়েছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবকে। সেমিফাইনালে মিলনপল্লি জিতেছিল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে। জিটিএসসি-কে হারিয়ে দেয় দাদাভাই। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হয়ে মিলনপল্লির দিলশিন কেকে পেয়েছেন বিজয় ভৌমিক ট্রফি। ফাইনালের সেরা হওয়ার জন্য মিলনপল্লির অলউইনের হাতে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি উঠেছে। প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়ের জন্য রাকেশ বর্মন পেয়েছেন মনোরঞ্জন দেবনাথ ট্রফি। পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ।

অবনমন এনআরআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে অবনমন হল এনআরআইয়ের। রবিবার তারা ৪ উইকেটে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। এর ফলে ২০২৫-’২৬ মরশুমে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে খেলবে এনআরআই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে এনআরআই ৪১ ওভারে ২৩০ রানে অল আউট হয়। করণ সিং ৭০ ও পরমিত সিং ৩৬ রান করেন। সৌরভ দত্ত ৪৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ওয়াহিদ মাহফুজ (৫১/৩)। জবাবে দেশবন্ধু ৩৭.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২৩১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সৌরভ ৮৭ ও ওয়াহিদ ৬০ রান করেন। মঙ্গলবার সুপার ফোর শুরু হবে। প্রথম ম্যাচে খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও অগ্রগামী সংঘ।

এফএ কাপে হার লিভারপুলের

লন্ডন, ৯ ফেব্রুয়ারি : এফএ কাপে চতুর্থ রাউন্ডে বিদায় নিল প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে থাকা লিভারপুল। টটেনহ্যাম হটস্পার ম্যাচের একাদশের ১০ জনকে বিশ্রাম দিয়ে এদিন দল নামান আর্নে স্লট। পরিণতিতে দ্বিতীয় ডিভিশনের প্লাইমাউথের কাছে তারা ১-০ হেরে যায়। রায়ান হার্ডি পেনাল্টি থেকে গোল করেন।

সুব্রত-অনুপদের বাংলা সেমিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিসে সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করল বাংলার মহিলা দল। কর্ণাটককে ৩-০, হরিয়ানাকে ৩-১ ও গুজরাটকে ৩-০ ব্যবধানে তারা হারিয়েছে। সোমবার সকাল ১০টায় তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল রয়েছে তাদের। দলের কোচ ও ম্যানেজারের দায়িত্বে শিলিগুড়ির সুব্রত রায় এবং অনুপ বসু।

সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের প্রতিযোগিতায় সফলদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

খেতাব জিতলেন দেবু-মরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বিশু দত্ত, পরেশচন্দ্র কর, মণিকা কর ও আরআর রিটেইল অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন দেবু সাহা-মরু সূত্রধর। ফাইনালে তাঁরা ৪৭৭ পয়েন্টে সঞ্জীব দত্ত-অনুপ সরকারকে হারিয়েছেন। তৃতীয় দেবাশিস কর-সুবল অধিকারী। তাঁরা স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ৫৪০ পয়েন্টে কমলেশ গুহ-স্বপন দাসের বিরুদ্ধে জয় পান। পুরস্কার তুলে দেন বলাকার সভাপতি রাজু দাস, সচিব দীপাঞ্জন রাহা, ট্রফি ডোনার বিশ্বজিৎ দত্ত, প্রদীপ কর, প্রতীক পান্ডা, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, সদস্য অমর পাল প্রমুখ।

উত্তরের খেলা

৫ উইকেট কৃষ্ণর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সুপার সিক্সে রবিবার শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ৪ উইকেটে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে উল্কা ৩৮.৪ ওভারে ১২৫ রানে অল আউট হয়। অঞ্জন মজুমদার ৩২ রান করেন। কৃষ্ণ রায় ২৫ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন শ্রীজীব মিস্ত্রি (২৪/২)। জবাবে কিশোর ২৭.১ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৯ রান তুলে নেয়। শুভম ভৌমিক ৩৫ রান করেন। কৌশিক সরকার ১৯ রানে নেন ২ উইকেট। সোমবার খেলবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও মহানন্দা ক্লাব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা শেখ মুস্তাক আলী - কে 04.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46L 78266 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মধ্যবিত্ত মানুষদের পরিবার প্রত্যহ একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। স্বাভাবিক ও শান্ত জীবনযাপনের জন্য টাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিয়ার লটারি আমাদের পরিবারের ভাগ্যকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার জন্য চমৎকার একটি সুযোগ প্রদান করেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।